বাংলা দৈনিক

জাতীয় খবর

JATIO KHOBOR
BANGLA DAINIK

web : www.rashtriyakhabar.com

Page >> 8 Rate >> 3 Rupee >> Year >> 03 Vol >>253 >>11 Ashar 1430 >> epaper.rashtriyakhabar.com পৃষ্ঠা >> ০৮ মূল্য >> ৩ টাকা বর্ষ >> ০৩ অংক >> ২৫৩ >> << ১১ই, আষাঢ় ১৪৩০>>

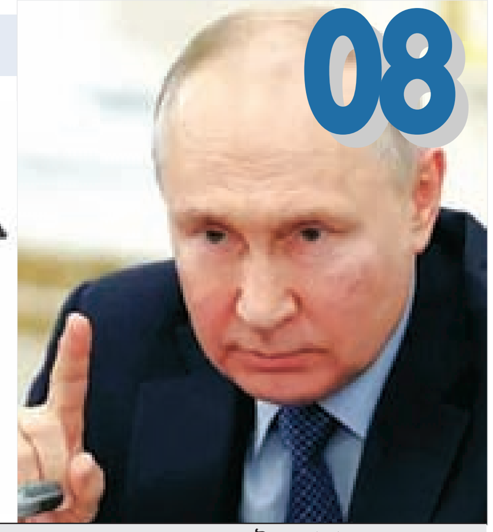

মক্কায় কাবা ঘর প্রদক্ষিণের মধ্য দিয়ে লাখ লাখ মুসলমানের হজ্ব শুরু

মক্কা ঃ রবিবার মক্কার মাসজিদুল হারামে অবস্থিত কাবা শরীফের চারপাশে বহু মানুষ ইহরাম বেঁধে চক্রাকারে হেঁটে তাদের হজ্ব শুরু করেছেন। সৌদি আরবে গ্রীষ্মের উষ্ণ আবহাওয়ায় বেশ কয়েক বছরের মধ্যে এ বছর সবচেয়ে বেশি জনসমাগমের মাধ্যমে হজ্ব শুরু হয়েছে। এ বছর ১৬০টি দেশের ২০ লাখেরও বেশি পূণ্যার্থী আসবেন বলে আশা করা যাচ্ছে। এ বছর হজ্বে আগতদের সংখ্যা আগের সব রেকর্ডকে ভেঙে দিতে পারে। ইতোমধ্যে ১৬ লাখ বিদেশী নাগরিক শুক্রবার রাত নাগাদ সেখানে পৌঁছেছেন। সৌদি আরবের হজ্ব ও উমরাহ সংক্রান্ত মন্ত্রকের এক কর্মকর্তা পূর্বাভাষ দেন, এ বছরের হজ্বে আমরা ইতিহাসের সবচেয়ে বেশি সংখ্যক পূণ্যার্থী দেখবো। কর্মকর্তা আরও জানান, সংখ্যাটি ২৫ লাখ ছাড়িয়ে যেতে পারে। গণমাধ্যমের সঙ্গে কথা বলার অনুমতি না থাকায় নাম না প্রকাশের শর্তে তিনি এ তথ্য দেন। রবিবার ভোরে কাবা শরীফকে প্রদক্ষিণ করার রীতি তাওয়াফের মাধ্যমে শুরু হয় হজ্ব। এই অবকাঠামোটিকে স্বর্ণখচিত কালো কাপড় দিয়ে ঢেকে রাখা হয়, যেখানে লাখো মুসলিম প্রতিদিন প্রার্থনা করেন। হজ্ব ইসলাম ধর্মের ৫টি স্তম্ভের অন্যতম। সকল সামর্থ্যবান মুসলিমকে তাদের জীবদ্দশায় অন্তত একবার হজ্ব করতে হয়।

বাজার দর

SENSEX : 62970.00 -9.97
NIFTY : 18691.20 +25.70

রাঁচি PARA UPDATE

সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন
28.00 °c	24.00 °c

সূর্যাস্ত (আজ) >> 18 .38 টা
সূর্যোদয় (কাল) >> 05 .04 টা

গহনার বাজার

সোনা (বিক্রী) 58,650 টাকা./10 গ্রাম
সোনা (ক্রয়) 61,580 টাকা./10 গ্রাম
রুপা >> 83,700 টাকা./কিলো

মোদীকে সর্বোচ্চ অসামরিক সম্মান দিলো মিশর

মিশর ঃ দুইদিনের সফরে মিশরে গিয়েছিলেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী মোদী। একগুচ্ছ সমঝোতায় ছাড়াও মোদীকে সর্বোচ্চ সম্মান মিশরের।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে মিশরের সর্বোচ্চ অসামরিক সম্মান 'অর্ডার অফ নাইল' দিলেন প্রেসিডেন্ট আব্দেল ফাতাহ এল সিসি।

ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র অরিন্দম বাগচী টুইট করে বলেছেন, ''বন্ধুত্বের চিহ্ন হিসাবে প্রধানমন্ত্রী মোদীকে এই সম্মান দিয়েছেন প্রেসিডেন্ট এল সিসি।''

মোদী কায়রোয় আল হাকিম মসজিদেও যান। পরে তিনি টুইট করে বলেন, ''ঐতিহাসিক আল হাকিম মসজিদে গিয়ে সম্মানিত বোধ করছি। মিশরের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির সাক্ষী এই মসজিদ।''

মোদী এরপর হেলিওপোলিসের সমাধিস্থলেও যান। এখানে প্রথম বিশ্বযুদ্ধে শহিদ ভারতীয় সেনাদের প্রতি শ্রদ্ধা জানান।

তিনি এল সিসির সঙ্গে বৈঠক করেন। তারপর দুই দেশের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ককে কৌশলগত অশীংদারিত্বে পরিণত করা নিয়ে একটা চুক্তিতে সই হয়। এছাড়া কৃষি, পুরাতত্ত্ব, বাণিজ্য, বিনিয়োগ নিয়ে বেশ কয়েকটি সমঝোতাতেও সই হয়।

চুক্তিতে সই করছেন মোদী এবং এল সিসি। চুক্তিতে সই করছেন মোদী এবং এল সিসি।

সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা বলেছিলেন, মোদীর সঙ্গে বৈঠকে তিনি ভারতে মুসলিমদের প্রসঙ্গ তুলবেন এবং মোদীর মত জানতে চাইবেন। অ্যামেরিকায় সাংবাদিক সম্মেলনে মুসলিমদের প্রসঙ্গে মোদী বলেন, তিনি 'সবকা সাথ, সবকা বিকাশ' নীতি নিয়ে চলছেন। ভারতে কারো প্রতি কোনোরকম ভেদাভেদ করা হয় না।

এরপরই ভারতে বিরোধী দলগুলি মোদীর নীতি নিয়ে প্রশ্ন তোলে এবং প্রধানমন্ত্রীর সমালোচনা করে।

কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন জানিয়েছেন, মনে রাখবেন, ''প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর মোদী যে ১৩টি সম্মান পেয়ছেন তার মধ্যে ছয়টি পেয়েছেন মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশ থেকে।''

ওবামা প্রসঙ্গে সীতারামন বলেছেন, ''যে সাবেক প্রেসিডেন্ট প্রধানমন্ত্রী মোদীর বিরুদ্ধে এই সব কথা বলছেন, তার আমলে ছয়টি মুসলিমপ্রধান দেশে ২৬ হাজারের বেশি বোমা ফেলেছিল অ্যামেরিকা। তার এই সব কথা এরপর কে বিশ্বাস করবে?''

অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধার জোরদার করতে চীনকে দ্রুত পদক্ষেপ নিতে হবে, বলছেন উর্ধ্বতন অর্থনৈতিক কর্মকর্তা

বেইজিং ঃ বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম অর্থনীতিতে কোভিড-পরবর্তী পুনরুদ্ধারকে শক্তিশালী করার জন্য চীনকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ব্যবস্থা বাড়াতে হবে। রবিবার দেশটির শীর্ষ রাজনৈতিক উপদেষ্টা সংস্থার একজন সিনিয়র অর্থনৈতিক কর্মকর্তা একথা বলেছেন। চীনের পিপলস পলিটিক্যাল কনসালটেটিভ কনফারেন্সের (সিপিপিসিসি) অর্থনৈতিক কমিটির ডেপুটি হেড এবং ন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড রিফর্ম কমিশনের (এনডিআরসি) প্রাক্তন ভাইস হেড নিং জিজে বলেন, দেরি না করে বরং দ্রুত ব্যবস্থা নেয়া ভালো। চীনের অর্থনীতি প্রবল নিম্নমুখী চাপের সম্মুখীন এবং এর পুনরুদ্ধার অস্থিতিশীল এবং ভারসাম্যহীন, বলেছেন নিং, যিনি জাতীয় পরিসংখ্যান ব্যুরোর সাবেক প্রধান। নিং বলেন, বৈশ্বিক মন্দায় একটি অর্থনৈতিক ক্রম সংকোচন প্রতিরোধ করতে, সামষ্টিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার শক্তি ছোট হওয়া উচিত নয়। এই মাসে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বাড়ানোর ব্যবস্থা নিয়ে আলোচনা করার জন্য বৈঠক করেছে চীনের মন্ত্রিসভা। বৈঠকে, সময়মত নীতিগুলি চালু করার এবং অর্থনৈতিক পরিস্থিতির পরিবর্তনের প্রতিক্রিয়ায় আরও জোরদার পদক্ষেপ নেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। বিশ্লেষকরা বলেছেন, চীনের কেন্দ্রীয় ব্যাংক সম্ভবত ঋণের হার আরও কমাতে পারে, তবে বেসরকারি কোম্পানি এবং পরিবারের মধ্যে ঋণ নিতে অনিচ্ছার অর্থ হল, অব্যাহত নীতি সহজীকরণ ব্যাঙ্কগুলির ক্ষতি করতে পারে।

আইএমএফএর সাথে চুক্তি বাস্তবায়নে সংশোধিত বাজেট অনুমোদন করলো পাকিস্তানের সংসদ

ইসলামাবাদ ঃ রবিবার পাকিস্তানের সংসদ সরকারের ২০২৩-২৪ অর্থ বছরের বাজেটের অনুমোদন দিয়েছে। আরো বেলআউট তহবিল পেতে প্রাণপণ প্রচেষ্টার অংশ হিসেবে আন্তর্জাতিক মুদ্রা সংস্থার (আইএমএফ) শর্ত মেনে বাজেটের সংশোধন করা হয়েছে। জুনের মাঝামাঝি সময় আইএমএফ দেশটির প্রাথমিক বাজেট নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করে। সংস্থাটি বলে, এতে আরও প্রগতিশীল প্রক্রিয়ায় করদাতার বিস্তার ঘটানোর সুযোগের অপচয় হয়েছে। অর্থমন্ত্রী ইশাক দার নতুন কর ও ব্যয় সংকোচনের উদ্যোগ ঘোষণার ১ দিন পর সংশোধিত বাজেটের অনুমোদন হল। পাকিস্তানের বৈদেশিক মুদ্রার বর্তমান রিজার্ভ দিয়ে মাত্র ১ মাসের আমদানি বিল মেটানো সম্ভব। এ পরিস্থিতিতে, পাকিস্তান তীব্র আকারের ব্যালেন্স অফ পেমেন্ট সংকটে ভুগছে। বিশ্লেষকরা বলছেন, আইএমএফের তহবিল না আসলে এটি দেশটিকে ঋণখেলাপি হওয়ার দিকে ঠেলে দেবে।

২০১৯ সালে বর্ধিত তহবিল সুবিধার (ইএফএফ) আওতায় ৬৫০ কোটি ডলার পাওয়ার চুক্তির মেয়াদ শেষ হতে আর মাত্র ৫ দিন বাকি আছে। ৩০ জুন এর মেয়াদ শেষ হবে। আইএমএফ যাচাই বাছাইয়ের পর এ সময়ের মধ্যে পাকিস্তানকে বাকি থাকা ২৫০ কোটি ডলারের কিছু অংশ দিবে কী না, সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবে। এই কিস্তিটি নভেম্বর থেকে অচলাবস্থায় রয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী শেহবাজ শরীফ গত সপ্তাহে আইএমএফের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ক্রিস্টালিনা জর্জিভার সঙ্গে প্যারিসে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক অর্থায়ন সম্মেলনের সাইডলাইনে বৈঠক করার পর বাজেট সংশোধন করা হয়। এই সম্মেলনের পর উভয় পক্ষের মধ্যে টানা ৩ দিন ভার্চুয়াল আলোচনা হয়। ৬৫০ কোটি টাকা তহবিলের নবম কিস্তি নিয়ে এ বছরের শুরুতে দর কষাকষি হয়েছে। এরপর থেকেই পাকিস্তান তহবিল প্রাপ্তি নিশ্চিত করতে প্রাণপণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে, যা এই ঋণ জর্জরিত দেশটির জন্য অন্যান্য দ্বিপাক্ষিক ও বহুপাক্ষিক অর্থায়ন নিশ্চিত করতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

রাষ্ট্রীয় খবর সংক্ষিপ্ত খবর

দুই দেশের প্রতিরক্ষা সম্পর্ক আরও দৃঢ় করার লক্ষ্যে ভিয়েতনামকে যুদ্ধজাহাজ দেবে ভারত

ভিয়েতনাম ঃ ভারত বলছে, তারা ভিয়েতনামকে যুদ্ধজাহাজ দেবে, যা দুই দেশের মধ্যে প্রতিরক্ষা সম্পর্ক আরও দৃঢ় হওয়ার সর্বশেষ ইঙ্গিত। উভয় দেশই এ অঞ্চলে চীনের আগ্রাসী মনোভাব নিয়ে উদ্বিগ্ন। সোমবার নয়া দিল্লিতে ভারতের প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং ও ভিয়েতনামের প্রতিরক্ষামন্ত্রী ফ্যান ভ্যান গ্যাং এর বৈঠকের পর ঘোষণা আসে, নয়া দিল্লি ভারতের মিসাইল করভেট আইএনএস কির্পানকে ভিয়েতনামের নৌবাহিনীর হাতে তুলে দেবে। নিরপেক্ষ প্রতিরক্ষা বিশ্লেষক রাহুল বেদী জানান, মিসাইল করভেট হচ্ছে একটি ছোট যুদ্ধজাহাজ, যেটি মূলত উপকূলীয় প্রতিরক্ষার কাজে ব্যবহার করা হয়। এক বিবৃতিতে, ভারত সরকার বলছে হ্যানয়কে যুদ্ধজাহাজ দেওয়ার বিষয়টি ভিয়েতনামের জনগণের নৌবাহিনীর সক্ষমতা বাড়ানোর ক্ষেত্রে একটি মাইলফলক হবে। ২ দেশের মধ্যে কৌশলগত অংশীদারিত্ব ২০১৬ সালে শুরু হলেও, গত বছর তারা একটি সামরিক লজিসটিক্স চুক্তি স্বাক্ষর করার পর এ সম্পর্কে গতিবেগের সঞ্চার হয়। এই চুক্তি অনুযায়ী, ২ দেশের সামরিক বাহিনী একে অপরের ঘাঁটিতে মেরামত ও রসদ পরিপূরণ করতে পারবে, যার ফলে যুদ্ধজাহাজ, সামরিক বিমান ও সেনারা খুব সহজেই সফর বিনিময় করতে পারবে। গত বছর ১০ কোটি ডলার ঋণচুক্তির মাধ্যমে ভিয়েতনামকে ১২টি দ্রুতগতির প্রতিরক্ষা নৌকা দেয় ভারত। চীনা যুদ্ধজাহাজ ও নিরীক্ষা নৌযান ভিয়েতনামের সমুদ্রসীমায় অনুপ্রবেশ করতে পারে, এ বিষয়টি নিয়ে হ্যানয় উদ্বিগ্ন। বেইজিং বলছে, পুরনো মানচিত্র সূত্রে চীন দক্ষিণ চীন সাগরের প্রায় পুরো অংশ নিজেদের দেশের অংশ হিসেবে দাবি করে, যার মধ্যে ভিয়েতনাম ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অন্যান্য দেশের জলসীমার অংশবিশেষ অন্তর্গত। গত মাসে ভিয়েতনাম চীনকে একটি নিরীক্ষা জাহাজ ও তাদের জলসীমায় প্রবেশকারী কোস্ট গার্ডের জাহাজকে প্রত্যাহার করে নেওয়ার অনুরোধ জানায়। প্রায় ১ মাস কার্যক্রম চালানোর পর জাহাজগুলো ফিরে যায়। প্রতিরক্ষা বিশ্লেষক বেদি আরও জানান, ভারত বেশ কয়েক বছর আগে ভিয়েতনামের কাছে তাদের নিজেদের নির্মিত সুপারসনিক ক্ষেপণাস্ত্র ব্যবস্থা বিক্রির প্রস্তাব দিয়েছিল। তবে এ ধরনের কোনো চুক্তি সম্পাদনের বিষয়টি খুব একটা আগায়নি।

অবৈধ মাদক

বিশ্বের বৃহত্তম আফিম উৎপাদনকারী দেশটিতে বার্ষিক পপি চাষ উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পেয়েছে

আফগানিস্তানে 'সংস্কারের' মাধ্যমে পপি চাষ বন্ধ, বললেন তালিবান প্রধান

হেলমান্দ ঃ আফগানিস্তানের তালিবানের সর্বোচ্চ নেতা রবিবার ঘোষণা করেছেন, দেশটিতে অবৈধ মাদক উৎপাদনের বিরুদ্ধে তাদের অভিযান আফিম পপির চাষকে নির্মূল করেছে, যা মরফিন বা হেরোইন তৈরিতে ব্যবহৃত হয়। হিবাতুল্লাহ আখুন্দজাদার এই ঘোষণার আগে সাম্প্রতিক মিডিয়া রিপোর্ট এবং জাতিসংঘ এবং যুক্তরাষ্ট্র দ্বারা সমর্থিত স্যাটেলাইটে একই চিত্র প্রতিফলিত হয়। তারা এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছে যে, বিশ্বের বৃহত্তম আফিম উৎপাদনকারী দেশটিতে বার্ষিক পপি চাষ উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পেয়েছে। ২০২২ সালের এপ্রিলে তালিবান প্রধানের জারি করা একটি আদেশে এই হ্রাসের কৃতিত্ব দেওয়া হয়, যা আফগানিস্তানে সমস্ত অবৈধ ওষুধের চাষ, উৎপাদন, ব্যবহার, পরিবহন, বাণিজ্য, রপ্তানি এবং আমদানি কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করেছিল। এই নিষেধাজ্ঞাটি মাদকবিরোধী তালিবান ইউনিটগুলিকে দরিদ্র যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশটি জুড়ে পপি চাষ নির্মূল করার অনুমতি দিয়েছে। জাতিসংঘের অনুমান অনুসারে, সেটি গত বছর পর্যন্ত বিশ্বব্যাপী আফিম উৎপাদনের ৮৫ ছিল। তালিবান সরকারের আনুষ্ঠানিক নাম ব্যবহার করে আখুন্দজাদা বলেন, ইসলামী আমিরাতের অব্যাহত প্রচেষ্টার ফলস্বরূপ, দেশে পপির চাষ নির্মূল করা সম্ভব হয়েছে। তালিবান প্রধান এই সপ্তাহের শেষের দিকে বার্ষিক ইসলামিক ঈদ আল আযহা উৎসব উপলক্ষে এক বিবৃতিতে একথা বলেন। আখুন্দজাদা অভ্যন্তরীণ আফগান বিষয়ে হস্তক্ষেপ হিসাবে নারীদের উপর থেকে বিধিনিষেধ অপসারণের আহ্বান প্রত্যাখ্যান করে বলেছেন, তাদের নীতিগুলি স্থানীয় সংস্কৃতি এবং ইসলামী আইন বা শরিয়ার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

আখুন্দজাদা বিস্তারিত আর কিছু না জানিয়ে বলেন, ইসলামী আমিরাতের শাসনের অধীনে, জোরপূর্বক বিবাহ সহ অনেক ঐতিহ্যবাহী নিপীড়ন থেকে নারীদের বাঁচানোর জন্য সুনির্দিষ্ট ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে এবং তাদের শরিয়া অধিকার সুরক্ষিত করা হয়েছে। নারীদের হিজাব এবং বিপথগামিতা সম্পর্কিত বিগত ২০ বছরের আগ্রাসনের নেতিবাচক দিকগুলি শীঘ্রই অবসান হবে।

কাবুলে আন্তর্জাতিকভাবে সমর্থিত সাবেক আফগান সরকারকে রক্ষাকারী আমেরিকান নেতৃত্বাধীন নেটো সৈন্যদের বিরুদ্ধে প্রায় ২০ বছর ধরে মারাত্মক বিদ্রোহ চালানোর পর তালিবান ২০২১ সালের আগস্টে ক্ষমতায় ফিরে আসে। তবে, কোন বিদেশী সরকার বা বৈশ্বিক সংস্থা এখন পর্যন্ত তালিবানকে অন্যান্য মানবাধিকার উদ্বেগের মধ্যে নারী ও মেয়েদের উপর নিষেধাজ্ঞার জন্য একটি বৈধ সরকার হিসাবে স্বীকৃতি দেয়নি।

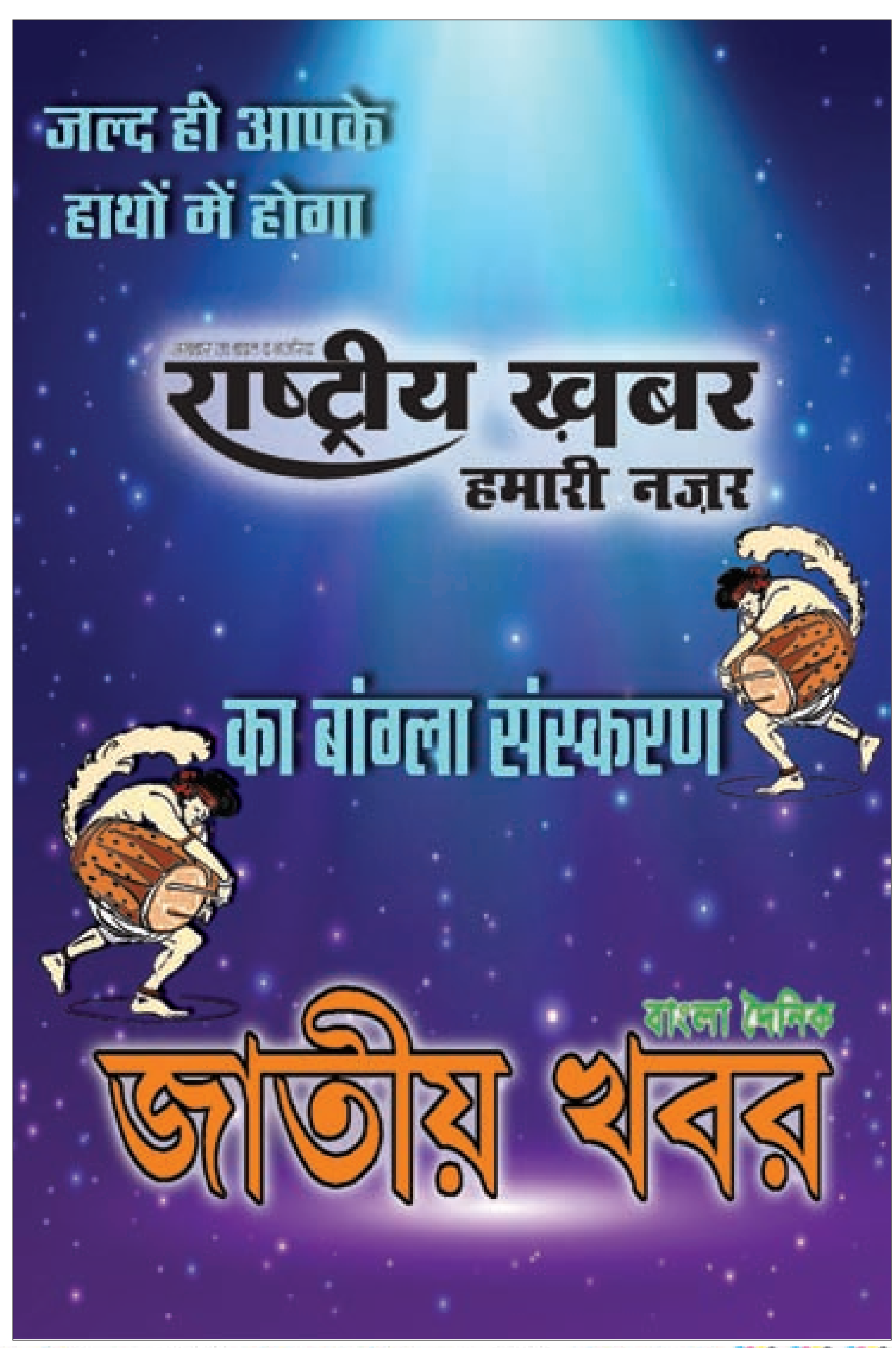

জাতীয় খবর বাংলা দৈনিক রাজনীতি JATIO KHOBOR BANGLA DAINIK
web : www.rashtriyakhabar.com
epaper.rashtriyakhabar.com

চুক্তিভিত্তিক অস্থায়ী কর্মী নিয়োগের বিরোধিতায় উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে আন্দোলন দুই সংগঠনের

শিলিগুড়ি ঃ চুক্তিভিত্তিক অস্থায়ী কর্মী নিযাগের বিরোধিতা করে আন্দোলনে নামলো সারা বাংলা তৃণমূল শিক্ষা বন্ধু সমিতি ও উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের অস্থায়ী শিক্ষাকর্মী অ্যাসোসিয়েশন। শুক্রবার উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক ভবনে অনৈতিকভাবে ৬জন অস্থায়ী কর্মী নিযাগে বাতিলের দাবিতে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে দুই সংগঠনের সদস্যরা। সংগঠন দুটির সদস্যদের অভিযোগ, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে ৫০০ জন চুক্তিভিত্তিক অস্থায়ী কর্মী রয়েছে। তাদের স্থায়ীকরণের সুরাহা না করে নতুন করে নিযাগে প্রক্রিয়া করা হয়েছে। গত কয়েকদিন আগে নিযাগে বিরোধিতায় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার ডঃ নুপুর দাসের কাছে স্মারকলিপি জমা দেয় সারা বাংলা তৃণমূল শিক্ষা বন্ধু সমিতি। তবে স্মারকলিপি প্রদান করার পরেও কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি বিশ্ববিদ্যালয়, এমনটাই অভিযোগ সংগঠনের।এই নিযাগে বাতিল না হলে আগামী দিনে বৃহত্তর আন্দোলনে নামবে বলে হুঁশিয়ারি দেয় এই দুই সংগঠন।

সদর বি ডি ও অফিসের ভেতরে মনোনয়ন পত্র ছিঁড়ে দেওয়ার অভিযোগ উঠলো জলপাইগুড়িতে

জলপাইগুড়ি। বৃহস্পতিবার জলপাইগুড়ির সদর বি ডি ও কার্যালয়ে পঞ্চায়েত নির্বাচনের মনোনয়নপত্র জমা দিয়ে আসা বিরোধীদের মনোনয়ন পত্র জমা দেবার সুরক্ষিত ঘরের মধ্যেই সরকারি কর্মচারীদের সামনে ছিড়ে ফেলার অভিযোগ উঠলো একদল দুষ্কৃতির বিরুদ্ধে, যদিও গত কয়েক দিন ধরেই বিডিও অফিস চত্তরে ব্যাপক পুলিশ মোতায়ন করা হয়েছে বলে বুধবার জানিয়েছিলেন ডি এস পি সদর সমীর পাল।

এদিন সিপিএম এবং বিজেপি দলের প্রার্থীদের পক্ষ থেকে সরকারি কর্মচারীদের সামনেই মনোনয়নের কাগজ পত্র ছিঁড়ে ফেলার অভিযোগ তোলা হয়েছে।

যদিও এই প্রসঙ্গে জেলা পুলিস বা ব্লক নির্বাচন দপ্তরের পক্ষ থেকে কোনো প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায় নি।

চোপড়ায় বামকংগ্রেস জোট কর্মীদের গুলি ও হত্যার বিরুদ্ধে হিলকার্ড রোডে সিপিআইএমএর ঝিকর সমাবেশ

শিলিগুড়ি ঃ চোপড়ায় বাম কংগ্রেসের মিছিল এরোপাথারে গুলিবর্ষণ করে কর্মীদের নিহত ও আহত করার প্রতিবাদে সোচ্চার হয়েছে সিপিআইএম দার্জিলিং জেলা কমিটি। বৃহস্পতিবার বিকেলে শিলিগুড়ির হিলকার্ট রোডের অনিল বিশ্বাস ভবনের সামনে থেকে একটি ধিক্কার মিছিল বের করা হয়। এদিনের এই মিছিলে পা মেলান সিপিআইএমের বর্ষার নেতা অশোক ভট্টাচার্য, জীবেশ সরকার, সিপিআইএম দার্জিলিং জেলা কমিটির সম্পাদকসহ অন্যান্যরা।

মহানন্দা নদী থেকে উদ্ধার একটি বিরল প্রজাতির কচ্ছপ

শিলিগুড়ি ঃ মহানন্দা নদী থেকে উদ্ধার হল একটি বিরল প্রজাতির কচ্ছপ। বনকর্মীদের হাতে কচ্ছপটিকে তুলে দিল স্থানীয়রা।বৃহস্পতিবার, বিকেলে শিলিগুড়ি পুরনিগমের ২ নম্বর ওয়ার্ডের অন্তর্গত গুরুং বস্তি এলাকায় মহানন্দা নদীতে ওই কচ্ছপটি দেখতে পায় স্থানীয়রা। প্রথমে নিজেরাই নদী থেকে সেই কচ্ছপটিকে উদ্ধার করে। পরবর্তীতে বনদপ্তরকে খবর দেওয়া হয়। এদিন সন্ধ্যে নাগাদ, ঘটনাস্থলে সারুগাড়া রেঞ্জের বনকর্মীরা পৌঁছে কচ্ছপটিকে উদ্ধার করে রেঞ্জ অফিসে নিয়ে যায়। ঘটনাকে ঘিরে ব্যাপক উত্তেজনা ছড়ায় এলাকায়।

স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে মনোনয়ন জমা দিলেন আলিপুরদুয়ার তৃণমূলের বিদায়ী পঞ্চায়েত প্রধান

আলিপুরদুয়ার ঃ তৃণমূল থেকে টিকিট না পেয়ে নির্দল হয়ে পঞ্চায়েত সমিতিতে মনোনয়ন দিলেন চকোয়াখেতি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান লতিকা রায়। বৃহস্পতিবার দুপুর ২ টা নাগাদ আলিপুরদুয়ার ১ নম্বর ব্লকের মনোনয়ন কেন্দ্রের লাইনে দাঁড়িয়ে ১২ নম্বর পঞ্চায়েত সমিতি পদে মনোনয়ন জমা করলেন লতিকার রায়। জানাগেছে তৃণমূলের হয়ে গত পঞ্চায়েত নির্বাচনে জয়ী হয়ে চকোয়া খেতি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান পদে নিযুক্ত ছিলেন লতিকা রায়। কিন্তু এবছর পঞ্চায়েত নির্বাচনের প্রার্থী তালিকায় দলের তরফে তার নাম বাতিল করা হয়। সেই ঘটনায় এদিন পঞ্চায়েত সমিতি পদে নির্দল হয়ে মনোনয়নপত্র জমা দিলেন লতিকা রায়।

একই আসনে স্বামী ও স্ত্রী মনোনয়নপত্র জমা করলেন

মালদা ঃ একই আসনে স্বামী ও স্ত্রী মনোনয়নপত্র জমা করলেন। দুই প্রার্থীই আবার নিজেদের তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী হিসাবে দাবী করলেন। মালদার কালিয়াচক ৩ নং ব্লকের জেলা পরিষদের ৪৩নং আসনে এই দম্পতি মনোনয়নপত্র জমা পড়েছে।বিষয়টি নিয়ে মুখে কুলুপ এঁটেছেন জেলা তৃণমূল কংগ্রেস নেতৃত্ব।

দলীয়ভাবে মালদার জেলা পরিষদের ৪৩নং আসনটির বৈষ্ণবনগর বিধানসভার বিধায়ক চন্দনা সরকারের স্বামী পরিতোষ সরকারের নাম স্থির করা হয়েছে। কিন্তু চন্দনা সরকার বৈষ্ণবনগর বিধানসভার বিধায়কের পাশাপাশি মালদা জেলা পরিষদের সহকারী সভাধিপতি রয়েছেন। তাই কালিয়াচক ৩নং ব্লকের ৪৩ নং আসনটি বিধায়কের স্বামী পরিতোষ সরকারের নাম স্থির করা হয়। এরপরই দম্পতির মধ্যে বিবাদ শুরু হয়।৪৩নং আসনটিতে প্রার্থী হতে দাবী জানাতে থাকে বিধায়ক চন্দনা সরকার। জেলা নেতৃত্ব বিষয়টি রাজ্য নেতৃত্বকে জানান। কিন্তু রাজ্য নেতৃত্ব চন্দনা সরকারের দাবী নাকচ করে দেন।শুধু তাই নয় চন্দনা সরকারের স্বামী গৃহযুদ্ধ রুখতে প্রার্থীপদ থেকে নিজের নাম প্রত্যাহারের জন্য আবেদনও করেন রাজ্য থেকে জেলা নেতৃত্বকে। কিন্তু দলীয়ভাবে সেই আবেদনও নাকচ করে দেওয়া হয়। প্রার্থী হিসাবে মনোনয়ন পত্র জমা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয় পরিতোষ সরকারকে। এরপরই এই দম্পতি একসাথে জেলা রিটারিং দপ্তরে এসে একই আসনে মনোনয়নপত্র জমা দেন।

দার্জিলিংয়ের আপার মূলদাঁড়া এলাকায় ২৫ টি পরিবার বিভিন্ন রাজনৈতিক দল থেকে যোগদান করলো হামরো পার্টি দলে

দার্জিলিংয় ঃ দার্জিলিংয়ে পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে আবারো বড় ভাঙ্গন বিভিন্ন রাজনৈতিক দল। দার্জিলিংয়ের আপার মূলদাঁড়া এলাকায় ২৫ টি পরিবার বিভিন্ন রাজনৈতিক দল থেকে যোগদান করলো হামরো পার্টি দলে।

পঞ্চায়েত নির্বাচন ঘোষণা হতেই পাহাড়ে ভাঙ্গন শুরু হয়েছে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলে। বৃহস্পতিবার বিকেলে আবারো বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ত্যাগ করে ২৫ টি পরিবার যোগদান করল অজয় এডওয়ার্ডের রাজনৈতিক দল হামরো পার্টি দলে। এদিন দলে যোগদানকারীদের খাদা পরিয়ে দলে গ্রহণ করলেন দলের সভাপতি তথা জিটিএ সভাসদ অজয় এডওয়ার্ড। দলে যোগদানকারীরা জানিয়েছেন অজয় এডওয়ার্ডয়ের নীতি আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে তারা তার দলে যোগদান করেছেন।

পাচীর দেওয়া কে কেন্দ্র করে দুইপ্রতিবেশী সংঘর্ষে আহত হলেন এক দম্পতি

মালদা ঃবাড়ির পাশে পাচীর দেওয়া কে কেন্দ্র করে দুই প্রতিবেশী সংঘর্ষে আহত হলেন এক দম্পতি। আহতরা চিকিৎসাধীন মালদা মেডিকেলে। চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি ঘটেছে মালদা জেলার বৈষ্ণব নগর থানার কৃষ্ণপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের গোপাল ঘোষ টোলা এলাকায়। আক্রান্ত হলেন দীনেশ মন্ডল বয়স(৪৫)বছর ও তার স্ত্রী দেবরানি মন্ডল বয়স (৪০) বছর। অভিযুক্তরা হল সনৎ মন্ডল, দিলীপ মন্ডল, মৃণাল মন্ডল সহ মোট পাঁচজন। পরিবার ও পুলিশ সূত্রে জানা যায় বাড়ির পাশেই দুই প্রতিবেশী দীনেশ মন্ডল ও সনৎ মণ্ডলের পাশাপাশি বাড়ি রয়েছে। আজ সকালে মন্ডল দিনেশ মন্ডলের জায়গা দখল করে পাচীর দিচ্ছিলেন অভিযুক্ত সনদ মন্ডল। আর প্রাচীর দেওয়ার প্রতিবাদ করায় দীনেশ মন্ডলকে বেধরক মারধোর করার অভিযোগ উঠে সনৎ মন্ডল সহ বেশ কয়েকজন বিরুদ্ধে। স্বামীকে মারতে দেখে এগিয়ে আসেন স্ত্রী দেবরানি তাকেও বেধড়ক মারধোর করা হয় বলে অভিযোগ। এরপর তড়িঘড়ি উদ্ধার করে প্রথমে আক্রান্তদের কে স্থানীয় বেদরাবাদ গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেইখান থেকে অবস্থার অবনতি হলে মালদা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। এই ঘটনায় অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। ঘটনা তদন্ত শুরু করেছে বৈষ্ণবনগর থানা পুলিশ।

গ্যাস সিলিন্ডারের গাড়ি থেকে টোটো নিয়ে গ্যাস ভর্তি সিলিন্ডার চুরি করে পালাতে গিয়ে দুই চোরকে হাতে নাতে ধরে ফেলল স্থানীয়রা

শিলিগুড়ি ঃ গ্যাস সিলিন্ডারের গাড়ি থেকে টোটো নিয়ে গ্যাস ভর্তি সিলিন্ডার চুরি করে পালাতে গিয়ে দুই চোরকে হাতে নাতে ধরে ফেলল স্থানীয়রা। তাদের দুজনকে মারধর করে পুলিশের হাতে তুলে দেয় এলাকাবাসী। ঘটনাকে ঘিরে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ায় এলাকায়।

ঘটনাটি ঘটে শান্তিনগর আমতলা মোড় এলাকায়। জানা গিয়েছে, বৃহস্পতিবার দুপুর ১ টা নাগাদ একটি গ্যাস সিলিন্ডার ডেলিভারি করতে আসেন গ্যাস কোম্পানির এক কর্মী। তিনি যখন সিলিন্ডার রাখতে বাড়ির ভেতরে ঢোকেন তখন সুযোগ বুঝে একটি টোটোকে করে দুই যুবক সিলিন্ডারের গাড়ি থেকে একটি গ্যাস ভর্তি সিলিন্ডার নিয়ে টোটোতে চাপিয়ে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্ঠা করে। সেই সময় ওই কর্মীর ঘটনাটি চোখে পড়লে তিনি চিৎকার শুরু করেন। তার চিৎকার শুনে স্থানীয়রা ওই টোটোটি ধাওয়া করে তাদের আমতলা স্পোর্টিং ক্লাবের সামনে এসে আটকায়। সেখান থেকে তাদের শান্তিনগর এলাকায় নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানেই ওই দুই চোরকে মারধর করে এলাকাবাসী। পরবর্তীতে ঘটনাস্থলে আশিঘর ফাঁড়ির পুলিশ পৌঁছালে তাদের দুজনকে পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়।

মনোনয়নপত্র জমা দেওয়াকে কেন্দ্র করে ব্যাপক উত্তেজনা দিনহাটায়

কোচবিহার ঃ মনোনয়নপত্র জমা দেওয়াকে কেন্দ্র করে ব্যাপক উত্তেজনা দিনহাটায়।বিজেপির পক্ষ থেকে দিনহাটা দুই নম্বর ব্লকের বিডিও অফিসে মনোনয়নপত্র জমা দিতে যাওয়ার পথে বিজেপি কর্মীদের গাড়ি আটকে গাড়িতে ভাঙচুর এবং বিজেপি কর্মীদের মারধরের অভিযোগ তৃণমূলের বিরুদ্ধে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে গোটা এলাকায়। অভিযোগ মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার শেষ দিনে দিনহাটার নাজিরহাট ২ গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার বিজেপি প্রার্থীরা গাড়িতে করে বিডিও অফিস যাওয়ার পথে ত্রিবেণী এলাকায় তৃণমূলের দুষ্কৃতীরা তাদের গাড়ি আটকে দিয়ে তাদের গাড়িতে ভাঙচুর চালায়। ভাঙচুর চালানো হয় মোট চারটি গাড়িতে। মারধর করা হয় বিজেপি প্রার্থীদের।

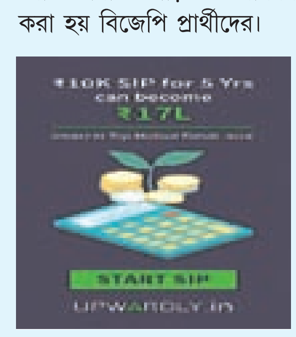

পঞ্চায়েত নির্বাচনে মনোনয়নের সময় গুলিবিদ্ধ, উত্তরবঙ্গ মেডিকেলে চিকিৎসাধীন যুবক

উত্তর দিনাজপুর ঃ চোপড়ায় মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার সময় সিপিএম কংগ্রেস জোটের প্রার্থী ও কর্মীদের সঙ্গে রাজ্যের শাসক দলের কর্মীদের সংঘর্ষ। যেখানে কয়েক রাউন্ড গুলি ছোড়া হয়েছে। এ ঘটনায় একজনের মৃত্যু হয়েছে।পঞ্চায়েত নির্বাচনে মনোনয়নের সময় সন্ত্রাস এবার আছড়ে পরল উত্তরবঙ্গে। উত্তর দিনাজপুরের চোপড়ায় মনোনয়ন পত্র জমা দেওয়ার সময় সিপিএম কংগ্রেসের সঙ্গে রাজ্যের শাসকদলের সংঘর্ষ ঘটে। ওই ঘটনায় আহত একজনকে উন্নত চিকিৎসার স্বার্থে শিলিগুড়ির উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়।

নৈমূল হক নামে গুলিতে আহত এক ব্যক্তিকে বৃহস্পতিবার উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়। তার হাতে গুলির ক্ষত রয়েছে। হাসপাতালে যাওয়ামাত্রই তাকে আইসিইউতে ভর্তি করা হয়। সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে নৈমুল হক বলেন, আমার স্ত্রী প্রার্থী হয়েছে। ওর মনোনয়ন পত্র জমা দিতে যাচ্ছিলাম। সেই সময় গুলি চলে। আমার ভাইপোর গুলি লাগে ও মারা যায়। সামনে থাকা আরও তিনজনকে বেধড়ক মারধর করা হয়েছে।

রেগুলেটেড মার্কেটের মাছ বাজারে অকশনের সময় ঘিরে মালিক পক্ষ ও শ্রমিক সংগঠনের বিবাদ

শিলিগুড়ি ঃ শিলিগুড়ির রেগুলেটেড মার্কেটের মাছ বাজারে অকশনের সময় ঘিরে মালিক পক্ষ ও শ্রমিক সংগঠনের মধ্যে বিবাদ।আলোচনার মাধ্যমে নির্দিষ্ট সময় নির্ধারণ করার দাবি জানায় শ্রমিক সংগঠন। জানা গিয়েছে, মাছ বাজারে অকশনের সময় গ্রীষ্মকালে সকাল ৭ টা ও শীতকালে সকাল ৭ৃ৫। তবে মালিকপক্ষ এই সময়ের পরিবর্তন করে সাড়ে ৬ টা করেছে। গত সোমবার থেকে সাড়ে ৬ টায় অকশনের সময় শুরু হয়। তবে মালিকপক্ষের অভিযোগ সেই সময়ক্রগঙ্খঙ্খঙ্গক্ত শ্রমিক সংগঠনের বেশ কয়েকজন মালিকপক্ষের ওপর চড়াও হয়। পরবর্তীতে পুলিশের দ্বারস্থ হয় মালিকপক্ষ।অন্যদিকে শ্রমিক সংগঠনের অভিযোগ মালিকপক্ষ তাদের সাথে আলোচনা না করে এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে যার ফলে শ্রমিকদের নানা সমস্যা হবে। ফলে তারা চায় মালিকপক্ষ শ্রমিকদের সঙ্গে আলোচনা করে একটি সিদ্ধান্ত নিক। বৃহস্পতিবার, এই বিষয়টি সাংবাদ মাধ্যমে তুলে ধরেন মালিক ও শ্রমিক উভয়পক্ষ। মালিকপক্ষের পক্ষ থেকে জানানো হল ফের যদি শ্রমিক সংগঠন তাদের ওপর চড়াও হয় কিংবা হেনস্থা করে তাহলে তারা পদক্ষেপ গ্রহন করবে।

বিএসএফের গুলিতে মৃত্যু হলো এক ভারতীয় যুবকের

কোচবিহার ঃ চোরাচালান করতে গিয়ে বিএসএফের গুলিতে মৃত্যু হলো এক যুবকের। ঘটনাটি ঘটেছে মেখলিগঞ্জের ভারত বাংলাদেশ সীমান্ত ফুলকাডাবরি এলাকায়। মৃত যুবকের নাম গৌতম বর্মন (২৮)। মৃত যুবকের পরিবারের অভিযোগ ওই যুবক ভিন রাজ্যে কাজ করতো। কিছুদিন আগেই বাড়ি ফিরেছিল সে। বাড়ি ফিরে মাসির বাড়িতে ঘুরতে গিয়েছিল। সেখানে ঘুরতে গিয়ে বিএসএফের গুলিতে মৃত্যু হয় তার।

কংগ্রেস কর্মীদের মারধরের কারণে তৃণমূল কর্মী আহত ঘটনাটি ঘটেছে?

উত্তর দিনাজপুর কংগ্রেস কর্মীদের মারধরের কারণে তৃণমূল কর্মী আহত ঘটনাটি ঘটেছে? উত্তর দিনাজপুর জেলার ইসলামপুর ব্লকের গাইসাল ২ গ্রাম পঞ্চায়েতের পশ্চিম মালকাডাঙ্গা এলাকায় ঘটনার জন্য ছড়িয়েছে এলাকায় আহতদেরকে ইসলামপুর মহাকুমা হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়েছে চিকিৎসার জন্য পাশাপাশি এই ঘটনায় রীতিমতো চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায় এই ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ এবং আহতদের নাম আহামেদ ,নুরুল হুদা,মেহেবুব , নুর ইসলাম ,সুস্তুরি

তৃণমূলের প্রার্থী তালিকায় নাম থাকলেও বিজেপিতে যোগ শাসকদলের উপপ্রধানের

মালদা চাঁচল পুরসভা না হওয়া নিয়ে ক্ষোভ তৃণমূলের অন্দরেই।পঞ্চায়েত ভোটের প্রাক্কালে বড় ধাক্কা শাসকদল তৃণমূলে। দলের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ সহ একাধিক ক্ষোভ উগড়ে দিয়ে দল ছাড়লেন তৃণমূল পরিচালিত চাঁচল গ্রাম পঞ্চায়েতের বিদায়ী উপপ্রধান উৎপল তালুকদার।জানা গিয়েছে,গ্রাম সংসদ স্তরে তৃণমূলের প্রার্থী তালিকায় নাম থাকলেও বিজেপির হয়ে মনোনয়ন দাখিল করেছেন তিনি।মূলত তৃণমূল পরিচালিত চাঁচল গ্রাম পঞ্চায়েত। এই গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান পদে দায়িত্বে ছিলেন উৎপল তালুকদার। কিন্তু পঞ্চায়েত ভোটের মনোনয়নের শেষ দিনেই তৃণমূলের দলীয় নেতৃত্ব সহ পঞ্চায়েতের বিরুদ্ধে একরাশ ক্ষোভ উগড়ে তৃণমূল ছেড়ে বিজেপিতে যোগদান করেছেন। বিজেপিতে যোগদানের পরে, তৃণমূল পরিচালিত চাঁচল গ্রাম পঞ্চায়েত ও দলীয় নেতৃত্বের উপর একরাশ ক্ষোভ উগড়ে দেন তিনি। তিনি বলেন, কাজ করতে পারছিলাম না। আমাকে প্রধান সহ পঞ্চায়েত কোনভাবেই কাজ করতে দিচ্ছিল না। আমাকে গুরুত্ব দিচ্ছিলো না। পাশাপাশি চাঁচল পৌরসভা নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে চাঁচল বাসিকে ঠকানো হয়েছে। যার কারণে আমি তৃণমূল ছেড়ে বিজেপিতে যোগদান করলাম। যদিও তার এই যোগদান কে গুরুত্ব দিতে নারাজ তৃণমূল। চাঁচল ১ নং ব্লক তৃণমূল সভাপতি আফসার আলি বলেন, উপ প্রধান সুবিধা ভোগী। শাসক দলে থেকে সুবিধা ভোগ করে এখন বিজেপিতে যোগদান করলেন। তার এই যোগদান আমাদের কোনোভাবেই কিছু যায় আসে না।

আজকের দিনটি

মেষ ঃ পারিবারিক চিন্তা। আয় কম, খর্চা বেশী। স্বাস্থ্য বাধা।

বৃষ ঃ প্রেমি-প্রেমিকার মধ্যে মনোমালিন্য। আর্থিক দুরাবস্থা, স্বাস্থ্যর অবনতি।

মিথুন ঃ ভোগ বিলাসে সময় কাটবে। ধনের অপব্যায়, পারিবারিক কার্যে বাধা।

কর্ক ঃ মান-সম্মান ও প্রতিষ্ঠায় বৃদ্ধি। অনিষ্ঠ গ্রহের শান্তি করান অন্যথা দুর্ঘটনার সম্ভাবনা।

সিংহ ঃ মুখরোচক আহারের সম্ভাবনা। বিদের ভ্রমণ বা অন্যান্য স্থানে ভ্রমণের যোগ। পরিবারে কিঞ্চিত অশান্তি।

কন্যা ঃ স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মধুর সম্পর্ক। ব্যবসায় লাভ।

বৃশ্চিক ঃ লম্বিত কার্য সম্পন্ন হইবে। সন্তান যোগের সম্ভাবনা। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সুসম্পর্ক ।

তুলা ঃ সন্তানের শারিরিক অবনতি। মা-বাবার সন্তান সুখ লাভ। গৃহ-ভূমি কেনার সম্ভাবনা।

ধনু ঃ নতুন কার্য ও নতুন ব্যাবসার উদ্বোধন। রাজনীতিজ্ঞদের উচ্চ পদ লাভ।

মকর ঃ পরিশ্রমদ্বারাই জীবনযাপন সুষ্ঠ ভাবে সম্ভব। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সুসম্পর্ক। ভ্রমণে সম্ভাবনা ।

কুম্ভ ঃ স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মধুর সম্পর্ক। ব্যবসায় লাভ।

মীন ঃ ব্যবসায় লোকসান, হওয়া কাজে বাধা, মহিলারা নিজের সাস্থ্যের দিকে লক্ষ রাখুন।

তান্ত্রিক অশোক স্বামী

দুই হাজার টাকা আয়কর আরোপের প্রস্তাব বাতিল করে বিল পাস

ঢাকা ঃ প্রত্যেক টিআইএনধারীর দুই হাজার টাকা বাধ্যতামূলক আয়কর রিটার্ন দেওয়ার বিধান বাতিল করে জাতীয় সংসদে কয়েকটি সংশোধনীসহ অর্থবিল ২০২৩ পাস হয়েছে।

রোববার অর্থমন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা কামাল সংসদে বিলটি পাসের প্রস্তাব করেন। সরকারের আর্থিক প্রস্তাব কার্যকর করা এবং কিছু আইন সংশোধন করতে এই বিল আনা হয়।

বিলে ২০২৩ সালের ১ জুলাই থেকে শুরু অর্থবছরের জন্য আর্থিক বিধান, বিদ্যমান কতিপয় আইন সংশোধনসহ কর প্রস্তাবসমূহ অনুমোদন করা হয়।

অর্থবিলে বলপয়েন্ট কলম তৈরিতে প্রস্তাবিত মূল্য সংযোজন কর (ভ্যাট) ১৫ শতাংশ থেকে পাঁচ শতাংশ বাদ দেয়া হয়েছে।

বিল পাসের প্রক্রিয়ায় জনমত যাচাই, বাছাই কমিটিতে প্রেরণ ও সংশোধনী প্রস্তাবের ওপর সরকারি দলের শহীদুজ্জামান সরকার, সেলিম আলতাফ জর্জ, জাতীয় পার্টির কাজী ফিরোজ রশীদ, ফখরুল ইমাম, শামীম হায়দার পাটোয়ারী, মুজিবুল হক, মো. রুস্তম আলী ফরাজী, রওশন আরা মান্নান, কাজী ফিরোজ রশীদ এবং গণফোরামের মোকাব্বির খান আলোচনায় অংশ নেন।অর্থমন্ত্রী অর্থবিলের ওপর আনীত সংশোধনী তালিকা নম্বর দুই এবং দুই (ক) এর কয়েকটি প্রস্তাব গ্রহণ করেন। বাকি প্রস্তাবগুলো কণ্ঠ ভোটে নাকচ হয়ে যায়।

সারা দেশে ডেঙ্গু পরিস্থিতির অবনতি

ঢাকা ঃ এক সপ্তাহ ধরে সারা দেশে বেড়ে চলেছে ডেঙ্গু আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা। এখন ৭ হাজার ২৩৮ জন ডেঙ্গুতে আক্রান্ত।

দেশে ডেঙ্গু জ্বরের সার্বিকভাবে পরিস্থিতি অবনতির দিকে যাচ্ছে। সেই সাথে ডেঙ্গু জ্বরে আক্রান্তের পাশাপাশি মৃতের সংখ্যাও বাড়ছে। চলতি বছরের প্রথম ছয় মাসে ৪৫ জনের মৃত্যু হয়েছে। প্রায় এক সপ্তাহ ধরে প্রতিদিন ডেঙ্গু আক্রান্তের সংখ্যা বাড়ছে।

ডেঙ্গুতে গত ২৪ ঘণ্টায় আরও তিনজনের মৃত্যু হয়েছে। এ সময় নতুন করে ৩৯৯ জন রোগী হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন। জনস্বাস্থ্যবিদেরা দৈনিক প্রথম আলোকে বলেন, এ বছরের ডেঙ্গু পরিস্থিতি আগের বছরগুলোর তুলনায় মারাত্মক হতে পারে। আর পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে জোর প্রস্তুতি নিতে হবে। পরিস্থিতি ধীরে ধীরে অবনতির দিকে যাচ্ছে।

ডেঙ্গুতে গত বছর প্রথম ছয় মাসে একজনের মৃত্যু হয়েছিল। আর আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা ছিল এক হাজার ৮৯। সেই হিসাবে চলতি বছরের পরিস্থিতি বেশ উদ্বেগজনক।

স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের হেলথ ইমার্জেন্সি অপারেশন সেন্টার ও কন্ট্রোল রুম গতকাল এক বিজ্ঞপ্তিতে জানায়, নতুন করে আক্রান্ত রোগীদের মধ্যে ঢাকাতেই ২৬৭ জন। বর্তমানে দেশে মোট এক হাজার ৪৯৮ জন ডেঙ্গু রোগী হাসপাতালে ভর্তি আছেন। এর মধ্যে ঢাকার ৫৩টি হাসপাতালে ১ হাজার ১১৭ জন। দেশে ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হওয়া রোগীর সংখ্যা দিন দিন বাড়ছে। ১৮ জুন ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলেন ৩০৫ জন। পরদিন ভর্তি হন ৩২২ জন। এরপর প্রতিদিন রোগী বেড়েছে। তবে শুক্রবার দেওয়া সরকারি তথ্যে দেখা যায়, রোগীর সংখ্যা কমে হয় ৪৬। সরকারি বিজ্ঞপ্তিতে সেদিন এও বলা হয় যে শুক্রবার বেশির ভাগ হাসপাতাল তথ্য না দেওয়ায় প্রকৃত সংখ্যা দেওয়া যায়নি। পরের দিনের সঙ্গে তা যুক্ত করা হবে। পরদিন শনিবার ডেঙ্গুতে আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা দাঁড়ায় ৫০০।

এরই মধ্যে শুরু হয়ে গেছে পবিত্র ঈদুল আজহার ছুটিতে বাড়ি ফেরা। এতে ডেঙ্গুর ঝুঁকি বেড়ে যেতে পারে বলে আশঙ্কা করছেন সরকারের রোগতত্ত্ব, রোগনিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের (আইইডিসিআর) উপদেষ্টা মুশতাক হোসেন। তিনি গতকাল বলেন, ঈদে ডেঙ্গু রোগীর চলাচল বেড়ে যাবে। কেউ হয়তো হালকা জ্বর নিয়েই ঢাকা ছাড়বেন, কিন্তু হয়তো তিনি ইতিমধ্যে ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে গেছেন। আবার মশাও এক স্থান থেকে আরেক স্থানে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। এ বছর ডেঙ্গুর ধরন (ভেরিয়েন্ট) ডেন‌দুই‌এ বেশি মানুষ আক্রান্ত হচ্ছেন। সীমিতসংখ্যক নমুনা বিশ্লেষণে দেখা গেছে, ৬২ শতাংশ রোগী ডেঙ্গুর ধরন ডেন‌দুই‌এ আক্রান্ত হয়েছেন। বাকি ৩৮ শতাংশ আক্রান্ত হয়েছেন অন্য ধরন ডেন‌তিন‌এ। আইইডিসিআর ডেঙ্গুর ধরন সম্পর্কে এ তথ্য জানিয়েছে।

জনস্বাস্থ্যবিদ অধ্যাপক বে‌নজির আহমেদ রোববার বলেন, ডেঙ্গু যে দেশে ঢোকে, সেখান থেকে বের হয় না। কিন্তু একে নিয়ন্ত্রণ করা যায়। আমাদের দেশে দুই যুগের বেশি সময় ধরে এর নিয়ন্ত্রণে কোনো কাজ করা হয়নি। ২০০০ সালে দেশে ডেঙ্গুর প্রকোপ দেখা দিলেও এর নিয়ন্ত্রণে যথেষ্ট কার্যকর কোনো ব্যবস্থাই নেওয়া হয়নি। তিনি পরামর্শ দেন, ডেঙ্গু নিয়ন্ত্রণে যথেষ্ট বরাদ্দ দিতে হবে এবং সেই সঙ্গে একটি সঠিক কর্মপরিকল্পনা করে তা বাস্তবায়ন করতে হবে।

বাংলাদেশ ও এএফডি'র মধ্যে ৩০ কোটি ৩০ লাখ ডলারের ঋণ চুক্তি সই

ঢাকা ঃ বাংলাদেশ এবং ফ্রান্সের উন্নয়ন সংস্থা, এজেন্স ফ্রান্স ডি ডেভেলপমেন্ট (এএফডি)-এর মধ্যে, মোট ২৭ কোটি ৭০ লাখ ইউরো (প্রায় ৩০ কোটি ৩০ লাখ ডলার) ঋণ সুবিধা চুক্তি (সিএফএ) সই হয়েছে। রোববার অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ (ইআরডি) থেকে পাঠানো এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, গত ২২ জুন বাংলাদেশের প্রতিনিধি হিসেবে অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের সচিব শরিফা খান এবং বাংলাদেশের জন্য এএফডি কাণ্ট্রি ডিরেক্টর বেনোইট চ্যাসাটে এই সিএফএ চুক্তিতে সই করেন। ঋণ সহায়তা চুক্তির আওতায়, বিআরটি প্রকল্পের জন্য ৬ কোটি ২০ লাখ ইউরো, চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন স্যুয়ারেজ প্রকল্পের জন্য ১৭ কোটি ৫০ লাখ ইউরো এবং বাংলাদেশ এনভায়রনমেন্টাল সাসটেইনেবল অ্যান্ড ট্রান্সফরমেশন(বিইএসটি) প্রকল্পের জন্য ৪ কোটি ইউরো প্রদান করবে এএফডি। বৃহত্তর ঢাকা সাসটেইনেবল আরবান ট্রান্সপোর্ট প্রজেক্ট (বিআরটি কোম্পানি কম্পোনেন্ট) নামে পরিচিত প্রথম প্রকল্পের লক্ষ্য, গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন (জিসিসি)-এ একটি টেকসই নগর পরিবহন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা। এই প্রকল্পটি একটি ২০ কিলোমিটার বাস র‌্যাপিড ট্রানজিট (বিআরটি) করিডোর প্রবর্তন করবে যা সমন্বিত শহুরে গতিশীলতার জন্য একটি সামগ্রিক সমাধান প্রদানের জন্য পাইলট প্রকল্প হিসেবে কাজ করছে। দ্বিতীয় প্রকল্প হলো উত্তর কাট্টলীর জন্য চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন পয়ঃনিষ্কাশন প্রকল্প। এটি চট্টগ্রাম শহরের উত্তর‌পশ্চিম অংশে অবস্থিত উত্তর কাট্টলী ক্যাচমেন্ট এলাকার জন্য একটি পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা এবং বর্জ্যপানি পরিশোধন অবকাঠামো নির্মাণ করবে। আর তৃতীয় প্রকল্প, বাংলাদেশ এনভায়রনমেন্টাল সাসটেইনেবিলিটি অ্যান্ড ট্রান্সফরমেশন (বিইএসটি) প্রকল্প এএফডি এবং বিশ্বব্যাংকের যৌথ প্রচেষ্টা। এর লক্ষ্য হলো বাংলাদেশে পরিবেশগত বিধিবিধান এবং প্রয়োগে বৃদ্ধি করা। প্রকল্পটি দেশের কারিগরি ও প্রশাসনিক সক্ষমতাকে শক্তিশালী করে, দূষণ রোধ এবং পরিবেশের গুণগতমান উন্নত করার ওপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে। এএফডি ফরাসি সরকারের পক্ষ থেকে সরকারি উন্নয়ন সহায়তা বাস্তবায়নে নিয়োজিত একটি দ্বিপক্ষীয় উন্নয়ন সংস্থা। এএফডি ২০১২ সাল থেকে বাংলাদেশে সক্রিয়ভাবে কাজ করছে।

পণ্যমূল্য বৃদ্ধি নিয়ে সংসদে সমালোচনার মুখে বাণিজ্যমন্ত্রী টিপু মুনশি

ঢাকা ঃ বাংলাদেশের বাণিজ্যমন্ত্রী টিপু মুনশি'র বিরুদ্ধে নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের মূল্য বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণে ব্যর্থতার অভিযোগ এনেছেন বিরোধী দলের সংসদ সদস্যরা। কড়ার সমালোচনার মুখে বাণিজ্যমন্ত্রী টিপু মুনশি বলেছেন, প্রধানমন্ত্রী যদি বিরোধী দলের কোনো সদস্যকে মন্ত্রণালয় পরিচালনার দায়িত্ব দেন, তবে পদত্যাগ করতে তার কোনো সমস্যা নেই। সোমবার গণফোরামের সংসদ সদস্য মোকাব্বির খান ২০২৩-২৪ অর্থবছরের বাজেটে, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের প্রস্তাবিত কাট মোশন নিয়ে আলোচনা চলাকালে টিপু মুনশি'র বিরুদ্ধে প্রথম সমালোচনা মুখর হন।নিত্যপণ্যের দাম বাড়ায় বাণিজ্যমন্ত্রীর সমালোচনা করেছেন জাতীয় পার্টির সংসদ সদস্যরাও। ছাঁটাই প্রস্তাবের আলোচনায়, জাতীয় পার্টির এমপি রুস্তম আলী ফরাজী বলেন, মন্ত্রণালয়ের মনিটরিং সেল কী করে? তিনি বলেন, এত বড় মন্ত্রণালয়। মন্ত্রীর গতিশীলতা না থাকলে দাম বাড়বে। একজন মানুষ কাজ করলে আর সবাই ঘুমালে দেশ চলবে না। বাজারের সিন্ডিকেট ভাঙতে হবে। তিনি আরো বলেন, ইচ্ছা করলে অবশ্যই সম্ভব। কিন্তু আপনি যদি মনে করেন ব্যবসাটা আমারই, তাহলে এটা দেশ ও জনগণের জন্য দুঃখজনক। জাতীয় পার্টির সংসদ সদস্য শামীম হায়দার পাটোয়ারী বলেন, গত কয়েক মাসে বিশ্ববাজারে পণ্যের দাম কমলেও, দেশে এর প্রভাব পড়ছে না। বাংলাদেশে মূল্যস্ফীতি ছিলো ৬ শতাংশ, এখন মনে হয় ১০ শতাংশ এবং এটা ক্রমবর্ধমান। মূল্যস্ফীতি মানুষের আয় শুষে নিচ্ছে। মূল্যস্ফীতির কারণে সাবান, রুটি সবকিছুর আকার ছোট হয়ে যাচ্ছে। তিনি বলেন, সিন্ডিকেট আছে। এই ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই। সেই সিন্ডিকেট শক্তিশালীও। কিন্তু তারা কি সরকারের চেয়ে শক্তিশালী? আমি মনে করি না তারা সরকারের চেয়ে শক্তিশালী হতে পারে। সরকারের মধ্যে কোনো সিন্ডিকেট থাকলে তা চিহ্নিত করতে হবে। জাতীয় পার্টির সংসদ সদস্য রওশন আরা মান্নান বলেন, বাজারে গেলে মানুষ বিরক্ত হয়। বাণিজ্য মন্ত্রণালয় বাজার মনিটরিং করছে না। বাণিজ্যমন্ত্রী একজন মুক্তিযোদ্ধা। কেন তিনি বাজার নিয়ন্ত্রণ করতে পারছে না। সংসদ সদস্য পীর ফজলুর রহমান বলেন, পেঁয়াজের বাজারে ১ হাজার ৫০০ কোটি টাকা লুটপাট হয়েছে। কিছু কোম্পানি চিনির বাজারে দৈনিক ১৭ কোটি টাকা লুটপাট করছে। দেড় মাসে ব্রয়লার মুরগির বাজারে হাজার হাজার কোটি টাকা লুটপাট হয়েছে। বাণিজ্যমন্ত্রী কিছুই করতে পারছেন না। আলোচনা‌সমালোচনার জবাবে বাণিজ্যমন্ত্রী টিপু মুনশি বলেন, পণ্যমূল্য বাড়ছে 'বৈশ্বিক পরিস্থিতির' প্রভাবে। আর দেশে যে 'সিন্ডিকেটের' কথা বলা হয়, তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া সম্ভব। তবে, জটিলতাও আছে। তিনি বলেন, বাজারে সিন্ডিকেটের কথা বলা হয়। এটা ঠিক যে বড় বড় গ্রুপগুলো একসঙ্গে অনেক বেশি ব্যবসা করে। আমাদের লক্ষ্য রাখা দরকার আমরা জেলে ভরলাম, জরিমানা করলাম। সেটা হয়ত করা সম্ভব। কিন্তু তাতে হঠাৎ করে ক্রাইসিস তৈরি হবে, সেটা সইতে তো আমাদের কষ্ট হবে। এজন্য আমরা আলোচনার মাধ্যমে নিয়মের মধ্যে থেকে চেষ্টা করি।' টিপু মুনশি বলেন, আমি জানি না কাদের কত বছরের অভিজ্ঞতা আছে রাজনীতিতে। আমি ৫৬ বছর ধরে রাজনীতি করছি। আমি এখন ৪০ থেকে ৪২ বছর ধরে ব্যবসা করছি। পদত্যাগের দাবির পরিপ্রেক্ষিতে তিনি বলেন, এখানে একজন তো আমাকে পদত্যাগ করতে বললেন। খুব ভালো কথা বলছেন। আমি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে বলবো, তিনি (মোকাব্বির) দায়িত্ব নিলে আমাকে ছেড়ে দিয়ে তাকে দায়িত্বটা দিতে পারেন। কোনো সমস্যা নেই আমার।

অসামাজিক কাজের প্রতিবাদ করায় মহিলা তৃণমূল কাউন্সিলরের স্বামীকে বেধড়ক মারধরের অভিযোগ উঠলো স্থানীয় দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে

মালদা ঃ এলাকায় অসামাজিক কাজের প্রতিবাদ করায় মহিলা তৃণমূল কাউন্সিলরের স্বামীকে বেধড়ক মারধরের অভিযোগ উঠলো স্থানীয় দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে। আক্রান্ত তৃণমূল কাউন্সিলরের স্বামী ইংরেজবাজার পুরসভার ২৭ নম্বর ওয়ার্ড কমিটির সাধারণ সম্পাদক পদে রয়েছেন। তাঁকে চিকিৎসার জন্য ভর্তি করানো হয়েছে মালদা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে। সোমবার দুপুরে ঘটনাটি ঘটেছে মালদা শহরের ২৭ নম্বর ওয়ার্ডের ঝলঝলিয়া এলাকায়। যদিও রবিবার রাতেই এই গোলমালের সূত্রপাত বলেই জানিয়েছে আক্রান্ত তৃণমূল কাউন্সিলারের স্বামী জয়ন্ত দাস (৩২)।

এদিকে এই ঘটনার ব্যাপারে হামলাকারী দুষ্কৃতী সুমন দাস সহ তার দলবলের বিরুদ্ধে ইংরেজবাজার থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন ইংরেজবাজার পুরসভার ২৭ নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল কাউন্সিলর পূজা দাস । অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে গোটা বিষয়টি নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

আক্রান্ত তৃণমূল নেতা জয়ন্ত দাস পুলিশকে অভিযোগে জানিয়েছেন, তাদের এলাকায় বেশ কিছুদিন ধরেই অসামাজিক কাজকর্ম চলছিল। বেআইনি মদ বিক্রি, সাট্টা, জুয়ার ঠেক এসব নিয়ে এলাকার মানুষ প্রতিবাদে সোচ্চার হয়েছিলেন। রবিবার রাতে কিছু মদপ্য যুবক আমাদের ওয়ার্ডের একজন ফাস্টফুড ব্যবসায়ী রতন দাসের দোকানে ঢুকে অযথা গোলমাল বাঁধায়। কারণ, রতনবাবুও অন্যায়ের প্রতিবাদ করেছিলেন। এরপর তাকেও বেধড়ক মারধর করা হয়। সেই সময়কার মতো বিষয়টি মিটে গেলেও এদিন সকালে রতন দাসের বিষয়টি নিয়ে আমি প্রতিবাদ জানায় । তখনই সুমন দাসের নেতৃত্বে তার দলবল আমার ওপর হামলা চালায়। দলীয় কর্মীদের তৎপরতায় অবশ্য প্রাণে বাঁচি।

তৃণমূল কাউন্সিলর পূজা দাস জানিয়েছেন, অন্যায়ের প্রতিবাদ করলেই কিছু দুষ্কৃতীদের হামলার শিকার হতে হচ্ছে। আমার স্বামীকেও দুষ্কৃতীরা মারধর করেছে । একজনের নাম জানতে পেরে নির্দিষ্ট ধারায় অভিযোগ জানিয়েছি। পুলিশকেও বলেছি অপরাধীদের অবিলম্বে গ্রেফতারের জন্য।

ইংরেজবাজার থানার পুলিশ জানিয়েছে, অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে পুরো বিষয়টি নিয়ে তদন্ত শুরু করা হয়েছে।

আজ নমিনেশনের শেষ দিন ।বড় ধাক্কা শাসক শিবিরে

মালদা ঃ নমিনেশনের শেষ দিন ।বড় ধাক্কা শাসক শিবিরে । ঘটনা হবিপুর থানার অন্তর্গত আইহো গ্রাম পঞ্চায়েতের । শাসকদলের গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান বাসনা মন্ডল ও তার দলবল নিয়ে যোগদান করেন ভারতীয় জনতা পার্টিতে ।আইহো গ্রাম পঞ্চায়েত উপপ্রধান বাসনা মন্ডলের অভিযোগ দীর্ঘদিন ধরে পার্টির সেবায় নিয়োজিত হয়ে কাজ করার পরেও তাকে দল গুরুত্ব দিচ্ছে না । সে কারণেই সদলবলে যোগ ভারতীয় জনতা পার্টিতে বাসনা মন্ডলের । এই নিয়ে আইহো গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান অনিতা সাহা কি বলে শুনুন

লোডশেডিংয়ের প্রতিবাদে হেরিকেন হাতে সিপিএমের বিক্ষোভ

শিলিগুড়ি ঃ শহরে ক্রমাগত লোডশেডিং এর ঘটনার প্রতিবাদ করে হেরিকেন হাতে বিক্ষোভ মিছিলে সামিল হল সিপিআইএম শিলিগুড়ি ২ নম্বর এরিয়া কমিটি। বৃহস্পতিবার শিলিগুড়ির হেলকাট রোডের অনিল বিশ্বাস ভবনের সামনে থেকে হাতে হেরিকেন নিয়ে একটি বিক্ষোভ মিছিল করে হিলকার্ড রোড স্থিত বিদ্যুৎ বন্টন দপ্তরে সামনে বিক্ষোভ দেখানোর পাশাপাশি বিদ্যুৎ দপ্তরের আধিকারিকের হাতে দাবি সম্মিলিত স্মারকলিপি তুলে দেওয়া হয়। তীব্র তাপদাহে যেভাবে শহর জুড়ে লোডশেডিং হচ্ছে তাতে আমজনতা ভোগান্তির শিকার হচ্ছে। অবিলম্বে এই লোডশেডিং বন্ধ করতে হবে এই দাবি তুলে স্মারকলিপি প্রদান করা হয়। এছাড়াও যদি সমস্যা সমাধান না হয় তাহলে বৃহত্তর আং‌দালনে নাম্বার হুশিয়ারি দেওয়া হয় সংগঠনের তরফে সিপিআইএম দুই নম্বর এরিয়া কমিটির পক্ষ থেকে।

ফের অগ্নিগর্ভ চোপড়া! বাম কংগ্রেস জোটের মিছিলে চললো গুলি

উত্তর দিনাজপুর ঃ রাজ্যে পঞ্চায়েত নির্বাচনের মনোনয়ন জমা করার শেষ দিনে রীতিমতো অগ্নিগর্ভ হয়ে উঠল উত্তর দিনাজপুর জেলার চোপড়া এলাকা। বৃহস্পতিবার চোপড়াতে বাম কংগ্রেস জোটের মিছিলে হামলার অভিযোগ উঠেছে। আর এই হামলার জেরে গুলিবিদ্ধ হয়েছেন ৩ জন। তাঁরা যে সময় মনোনয়ন পত্র জমা দিতে যাচ্ছিলেন, সেই সময় যাওয়ার পথে হামলা হয় বলে অভিযোগ উঠেছে। আর এই হামলার অভিযোগ উঠেছে তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে। এই ঘটনার জেরে ব্যাপক উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়েছে চোপড়ার কাঠালগুড়িতে। গুলিবিদ্ধ ৩ জনকে আনা হয়েছে ইসলামপুর হাসপাতালে। উল্লেখ্য, আজ মনোনয়ন পত্র জমা দেওয়ার শেষ দিনে গোটা চোপড়া জুড়েই কড়া নিরাপত্তার ব্যবস্থা করেছে পুলিশ। ব্লক অফিসের সামনে চলছে ১৪৪ ধারা। কিন্তু তা সত্ত্বেও এত বড় হামলা ঘটানো হয়েছে বলে অভিযোগ করেছে বামেরা। হামলা করা হয়েছে ব্লক অফিস থেকে কিছুটা দূরে রাস্তায়।বামেদের অভিযোগ, মনোনয়ন জমা না করতে দেওয়ার জন্যই পরিকল্পিতভাবে তৃণমূল কংগ্রেস আশ্রিত দুষ্কৃতীরা এই হামলা চালিয়েছে। এর ফলে আহত হয়েছেন বেশ কয়েকজন। তারমধ্যে গুলি লেগে হাসপাতালে ভর্তি ৩ জন ব্যক্তি। এই হামলা পরিকল্পিত বলে দাবি বাম কংগ্রেস নেতৃত্বের। স্থানীয় এক CPIM নেতা জানিয়েছেন, এই পঞ্চায়েত ভোটে তৃণমূল হারতে চলেছে। ওরাও সেটা বুঝে গিয়েছে, সেই কারণেই পরিকল্পনা করে বিরোধীদের ওপর এই ধরনের ঘৃণ্য হামলা করা হচ্ছে। আর পুলিশ প্রশাসনের কথা যত কম বলা যায় ততই ভালো। তাঁরা চোখে কিছুই দেখতে পাচ্ছেন না। এত বড় ঘটনা ঘটে গেল, তাতেও কোনও পদক্ষেপ নেই। গ্রেফতার নেই। ব্লক অফিস থেকে প্রায় কয়েক কিলোমিটার দূরে এই গুলি চলে বলে জানা গিয়েছে। যারা গুলিবিদ্ধ হয়েছেন তাদের কাঁধে করে স্থানীয় চিকিৎসা কেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হয়। হাসপাতালে যাওয়ার পরে একজনকে মৃত বলে ঘোষণা করেন চিকিৎসকরা।

আদিবাসী সেঙ্গেল অভিযানের ডাকে ভারত বনধের সমর্থনে ফাঁসিদেওয়ায় পথ অবরোধ

শিলিগুড়ি ঃপাঁচ দফা দাবিতে আদিবাসী সেঙ্গেল অভিযানের ডাকে ভারত বনধের ডাক দেওয়া হয়েছে। আদিবাসী সেঙ্গেল অভিযানের দার্জিলিং জেলা কমিটির তরফে বনধের সমর্থনে পথ অবরোধ কর্মসূচি পালন করা হয়।বৃহস্পতিবার তীর ধনুক, ধামসা মাদল নিয়ে প্রথমে ফাঁসিদেওয়ায় বনধের সমর্থনে মিছিল করা হয়। এরপর ঘোষপুকুরে এশিয়ান হাইওয়ে অবরোধ করে আদিবাসী সেঙ্গেল অভিযানের দার্জিলিং জেলা কমিটির কর্মী সমর্থকরা। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় ফাঁসিদেওয়া থানার পুলিশ। এদিকে পথ অবরোধের জন্য যানজটের সৃষ্টি হয়। তাতে বিপাকে পরতে হয় নিত্যযাত্রীদের।

কয়েক মিনিটের ভয়াবহ ঘূর্ণিঝড়ে লণ্ডভণ্ড গোটা গ্রাম

কোচবিহার ঃ কয়েক মিনিটের ভয়াবহ ঘূর্ণিঝড়ে লণ্ডভণ্ড গোটা গ্রাম। গতকাল রাত দুইটা নাগাদ হঠাৎ করেই দমকা হাওয়া শুরু হয়।এর পরে শুরু হয় ভয়ানক ঝড়। সেই ঝড়ে ব্যাপক ক্ষয় ক্ষতি হয় দিনহাটার ভেটাগুড়ি এক নং গ্রাম পঞ্চায়েতের ভেটাগুড়ি খারিজা বালাডাঙ্গা এলাকায়। ভেঙে যায় বিদ্যুতের খুটি। দুমড়ে মুছে যায় এলাকার বহু বাড়ি।কারোর শোবার ঘর, গোয়ালঘর, রান্নাঘরের ছাউনি উড়ে গিয়েছে।পাশাপাশি বিঘার পর বিঘা জমির পাট নষ্ট হয়ে গিয়েছে।রাস্তায় ভেঙে পড়েছে বহু গাছ। যার ফলে অসহায় হয়ে পড়েছে ঝড়ে কবলিত এলাকার বাসিন্দারা।

শিলিগুড়ির মাটিগাড়ার ঠিকনিকাটা এলাকার একটি জমিকে কেন্দ্র করে বিবাদ, একটি ক্লাব ভাঙচুর করার অভিযোগ, এক ক্লাব সদস্যকে মারধরের অভিযোগ

শিলিগুড়ি ঃ শিলিগুড়ির মাটিগাড়ার ঠিকনিকাটা এলাকার একটি জমিকে কেন্দ্র করে বিবাদ, একটি ক্লাব ভাঙচুর করার অভিযোগ। এক ক্লাব সদস্যকে মারধর করারও অভিযোগ ওঠে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ালো এলাকায়। - জানা গিয়েছে, ওই এলাকায় ভাই ভাই সংঘ নামে একটি ক্লাব রয়েছে যা ২০০২ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। সেই ক্লাবের পাশেই রয়েছে আরো কিছু দোকান। অভিযোগ, বৃহস্পতিবার দুপুরে আচমকাই ওই ক্লাবের পার্শ্ববর্তী দোকানের মালিক বেশ কিছু জনকে নিয়ে এসে ওই ক্লাবে ভাঙচুর চালায়। ক্লাবের এক সদস্যকে মারধর করার অভিযোগ ওঠে। দোকান মালিকের বক্তব্য ক্লাব কর্তৃপক্ষ অবৈধভাবে ক্লাবের ভেতর থেকে পাশের দোকানের কিছু অংশ দখল করে নিয়েছে। অন্যদিকে ক্লাব কর্তৃপক্ষের অভিযোগ তারা ক্লাবের নামে জমিটি কিনেছে। এই বচসাকে কেন্দ্র করে এলাকায় উত্তেজনা ছড়ায়। পরবর্তীতে ঘটনাস্থলে মেডিক্যাল ফাঁড়ির পুলিশ পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।

আচমকা ঝড় ময়নাগুড়িতে, ঘরে গাছ পড়ে গুরুতর আহত এক মহিলা

জলপাইগুড়ি ঃ বৃহস্পতিবার সকাল আনুমানিক ছয়টা নাগাদ বৃষ্টির সাথে আচমকা ঝড় হওয়ায় ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে ময়নাগুড়ি ব্লকে। অল্পের জন্য প্রাণে বাঁচলেন এক মহিলা। বর্তমানে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন বলে জানা গিয়েছে। জানা যায়, ময়নাগুড়ি ব্লকের সাপটি বাড়ি ১ গ্রাম পঞ্চায়েতের চেকাডেরা বুথের অন্তর্গত পণ্ডিতের বাড়ি এলাকায় এই ঝড়ের তান্ডব হয়। যার জেরে এলাকার প্রায় পঞ্চাশের অধিক পরিবার ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ঝড়ের ফলে প্রচুর গাছ উপড়ে পড়ে, কারো টিনের চাল উড়ে গিয়েছে, কোথাও ভেঙে পড়েছে বিদ্যুতের খুঁটি আবার কোথাও মুরগির ফার্ম ভেঙে পড়ে ব্যাপক ক্ষতি হয়। জানা যায় ওই এলাকার এক মহিলা রাধারাণী বিশ্বাসের শোবার ঘরে গাছ ভেঙে পড়ায় গুরুতর আহত হন। তাকে উদ্ধার করে প্রথমে ময়নাগুড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখান থেকে প্রথমে জলপাইগুড়ি ও পড়ে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে রেফার করানো হয়। সেখানেই বর্তমানে চিকিৎসাধীন রয়েছেন বলে স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে।

বিডিও অফিসে ১০৬ জনকে পাট্টা প্রদান

শিলিগুড়ি ঃ নকশালবাড়ির বিডিও অফিসে ডোকরা হলে ১০৬ জনকে পাট্টা প্রদান করল ব্লক প্রশাসন।জানা গিয়েছে, বৃহস্পতিবার একটি সভার আয়োজন করে উপভোক্তাদের হাতে পাট্টার শংসাপত্র প্রদান করা হয়।উপস্থিত ছিলেন শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের সভাধিপতি অরুণ ঘোষ, জেলা ওয়েলফেয়ার অফিসার অনাবিল দত্ত, নকশালবাড়ির বিডিও অরিন্দম মন্ডল, নকশালবাড়ির ভূমি ও ভূমি রাজস্ব আধিকারিক বিপ্লব হালদার সহ পঞ্চায়েত সমিতি ও পঞ্চায়েতের প্রধানরা।সভাধিপতি অরুণ ঘোষ জানান, দুয়ারে সরকারের ক্যাম্পে পাট্টার আবেদন করার ২ মাসের মধ্যে পাট্টা প্রদান করা হলো। আগামীদিনেও আরও পাট্টা প্রদান করা হবে।

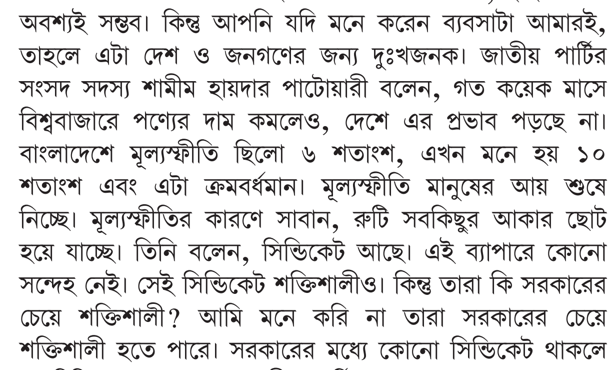

বাফুফেতে ফিফার দেয়া অর্থের অনিয়ম অনুসন্ধানে আপিল বিভাগের স্থিতাবস্থা জারি

ঢাকা ঃ ফুটবলের বৈশ্বিক কর্তৃপক্ষ ফিফা ও বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশন (বাফুফে)-কে দেয়া অর্থের দুর্নীতি, পাচার, আত্মসাৎ ও জালিয়াতির অভিযোগের বিষয়ে অনুসন্ধান করতে নির্দেশ দিয়েছিলেন হাইকোর্ট।এর মধ্যে, ফিফার দেয়া অর্থ নিয়ে অভিযোগ অনুসন্ধানের ওপর স্থিতাবস্থা বজায় রাখতে আদেশ দিয়েছেন আপিল বিভাগের চেম্বার বিচারপতি। রবিবার এক আবেদনের শুনানি নিয়ে, চেম্বার বিচারপতি মো. আবু জাফর সিদ্দিকী এ আদেশ দেন। একই সঙ্গে, হাইকোর্টের আদেশের বিরুদ্ধে বাফুফের সিনিয়র সহসভাপতি আবদুস সালাম মুর্শেদীর করা আবেদনটি, আগামী ৯ জুলাই আপিল বিভাগের নিয়মিত বেঞ্চে শুনানির জন্য নির্ধারণ করা হয়েছে। এর আগে, সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী সৈয়দ সায়েদুল হক সুমনের করা এক রিটের প্রাথমিক শুনানি নিয়ে গত ১৫ মে হাইকোর্ট রুল দিয়ে, অনিয়মের অভিযোগ অনুসন্ধানের নির্দেশ দিয়েছিলেন।

সম্পাদকীয়

কাশ্মীরের মসজিদে ঢুকে ভারতীয় সেনা 'জয় শ্রীরাম' বলিয়েছে বলে অভিযোগ

কাশ্মীরের পুলওয়ামাতে ভারতীয় সেনাবাহিনী জোর করে একটি মসজিদে ঢুকে মুসলিমদের 'জয় শ্রীরাম' বলতে বাধ্য করিয়েছে, রাজ্যের অন্তত তিনজন সাবেক মুখ্যমন্ত্রী এই অভিযোগ তোলার পর রীতিমতো শোরগোল পড়ে গেছে। পিপলস ডেমোক্র্যাটিক পার্টির নেত্রী মেহবুবা মুফতি শনিবার সন্ধ্যায় প্রথম টুইটারে এই অভিযোগ তোলেন। এর পরদিন আরও দুজন সাবেক মুখ্যমন্ত্রী, ওমর আবদুল্লাহ ও গুলাম নবি আজাদও বলেন এরকম ঘটনা ঘটে থাকলে তা চরম নিন্দনীয় এবং দাবি জানান - দোষীদের কঠোর সাজা দিতে হবে। তবে এই অভিযোগ সামনে আসার পর প্রায় দু'দিন কেটে গেলেও ভারতীয় সেনাবাহিনী এই অভিযোগ নিয়ে কোনও মন্তব্য করেনি - সেনা মুখপাত্র যেমন ঘটনাটি স্বীকার করেননি, তেমনি অস্বীকারও করেননি। শ্রীনগরে বিবিসির সংবাদদাতা মাজিদ জাহাঙ্গীরকে সেনাবাহিনীর একজন মুখপাত্র পর পর দু'দিন জানিয়েছেন এরকম কোনও ঘটনা ঘটেছে বলে তাদের জানা নেই, তবে তারা বিষয়টি নিয়ে খোঁজখবর নেবেন। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস পত্রিকাও জানাচ্ছে, তাদের সংবাদদাতা যখন এই বিষয়ে জানতে কাশ্মীরের সিনিয়র পুলিশ কর্মকর্তাদের ফোন করেছিলেন

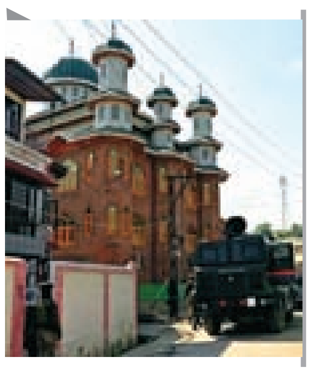

তারা হয় জবাব এড়িয়ে গিয়েছেন - নয়তো ফোনই ধরেননি। তবে পুলওয়ামার যে জাদ্দোরা গ্রামে ঘটনাটি ঘটেছে বলে বলা হচ্ছে, সেই গ্রামের সিভিল সোসাইটি গ্রুপের চেয়ারম্যান আলতাফ আহমেদ ভাট দাবি করেছেন রবিবার শীর্ষস্থানীয় সেনা কর্মকর্তারা তাদের গ্রামে এসে ওই ঘটনার জন্য দুঃখ প্রকাশ করে গেছেন। কলকাতার 'দ্য টেলিগ্রাফ' পত্রিকা মি. ভাটকে উদ্ধৃত করে আরও জানাচ্ছে, সেনাবাহিনীর যে মেজরের নেতৃত্বে ওই ঘটনা ঘটেছিল তাকেও তার পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে বলে সেনা কর্মকর্তারা গ্রামবাসীদের জানিয়েছেন। তবে সেনাবাহিনীর সূত্রে এই দাবির সত্যতা নিশ্চিত করা যায়নি - কারণ তারা বিষয়টি নিয়ে মুখে পুরোপুরি কুলুপ এঁটে রয়েছেন। মেহবুবা মুফতি শনিবার সন্ধ্যায় টুইট করেন, ৫০ রাষ্ট্রীয় রাইফেলসের সেনারা পুলওয়ামাতে একটি মসজিদে জোর করে ঢুকে পড়েছে এবং তার ভেতরে মুসলিমদের 'জয় শ্রীরাম' বলতে বাধ্য করেছে - এ খবর শুনে আমি স্তম্ভিত। অমরনাথ যাত্রার ঠিক আগে এবং দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ যখন নিজে কাশ্মীরে আছেন, তখন এধরনের একটি ঘটনা 'প্ররোচনা' ছাড়া আর কিছুই নয় বলে মিস মুফতি মন্তব্য করেন। আলতাফ আহমেদ ভাট ওই পত্রিকাটিকে জানান, শনিবার ভোররাতে প্রায় দুটো নাগাদ একদল সেনা তাদের গ্রামে আসে এবং তাকে ডেকে তুলে আরও কয়েকজন গ্রামবাসীকে খবর পাঠাতে বলে। গ্রাম থেকে বেরোনোর সব রাস্তা বন্ধ করে এরপর রাতের অন্ধকারে বাড়ি বাড়ি গিয়ে দরজায় ধাক্কা দিয়ে বেশ কয়েকজনকে তুলে আনা হয়। এদের মধ্যে মি. ভাটের ভাই জাভেদ আহমেদও ছিলেন, যিনি পেশায় একজন সরকারি স্কুলশিক্ষক। আলতাফ আহমেদ ভাট আরও বলেন, এরপর আমি তাদের চিৎকার ও কান্নাকাটির আওয়াজ পাই। আমি বুঝতে পারি যে তাদের মারধর করা হচ্ছে। কিন্তু প্রতিবাদ জানাতে গেলে সেনা জওয়ানরা আমাকে চুপ করতে বলে। পরে আমি জানতে পারি - গ্রামবাসীদের বলা হয়েছিল মসজিদের দরজা খুলে ভেতরে গিয়ে তাদের জয় শ্রীরাম স্লোগান দিতে হবে। তারা আপত্তি জানালে তাদের বেধড়ক পেটানো হয়। তার স্কুলশিক্ষক ভাই যখন সেনাদের জানান, বাইরে দাঁড়িয়ে বললেও মসজিদের ভেতরে গিয়ে তিনি কিছুতেই জয় শ্রীরাম বলতে পারবেন না - তখন তার মাথা চেপে ধরে সেনা সদস্যদের দেওয়ালে ঠুকে দিতেও দেখেন আলতাফ আহমেদ ভাট। এর ঘন্টাদেড়েক বাদে মসজিদের মুয়াজ্জিন যখন আজান দিতে সেখানে আসেন, তাঁকেও পাকড়াও করে সেনা সদস্যরা লাউডস্পিকারে ঠিক আজানের সুরে সুরে 'জয় শ্রীরাম' বলতে বাধ্য করে। কয়েকশো মিটার দূরে গ্রামের আর একটি মসজিদ, জামিয়া মসজিদেও ততক্ষণে সেনা জওয়ানরা পৌঁছে গেছেন এবং সেখানেও তারা ঠিক একই জিনিস করেন। ওখানেও দৌড়ে পালাতে যাওয়া মুয়াজ্জিন শিরাজ আহমেদকে ধরে এনে অন্য নামাজিদের সঙ্গে জয় শ্রীরাম বলানো হয়, জানাচ্ছেন তিনি। সেনা কমান্ডার না কি যাওয়ার আগে এই হুমকিও দিয়ে যান, আসন্ন ঈদ উল আজহায় তাদের অনুমতি ছাড়া গ্রামের কেউ যেন কোনও পশু কুরবানি দেওয়ার দুঃসাহস না দেখায়।

যে 'উলঙ্গ' যোদ্ধারা ব্রিটিশদের ভারত দখলে সহায়তা করেছিলেন

অনুপগিরি গোঁসাইয়ের বিধবা মা দারিদ্রের কারণে ছেলেকে একজন সেনানায়কের হাতে তুলে দিয়েছিলেন।

তিনি ছিলেন শত্রুপক্ষের মনে ভয়ধরানো এক যোদ্ধানেতা। তার নিজস্ব সেনাবাহিনীতে ছিল উলঙ্গ ও জটাধারী ঘোড়সওয়ার ও পদাতিক যোদ্ধাদের দল - যুদ্ধক্ষেত্রে তারা কামানের মত অস্ত্রও ব্যবহার করতো।

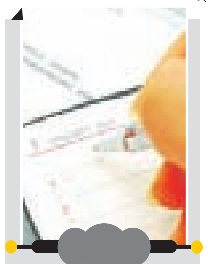

সৌতিক বিশ্বাস
প্রাবন্ধিক

কিন্তু অনুপগিরি গোঁসাই শুধু সৈনিক ছিলেন না - ছিলেন একজন সন্ন্যাসীও। তিনি ছিলেন হিন্দু দেবতা শিবের ভক্ত একজন নাগা বা নগ্ন সাধু, যাদের ভারতে খুবই সম্মানের চোখে দেখা হতো। তারা একটি প্রধান হিন্দু ধর্মীয় গোষ্ঠীর সদস্য যারা উলঙ্গ থাকেন, গায়ে মাখানো থাকে ছাই, আর মাথায় জটা।

ভারতের কুম্ভ মেলা - যা পৃথিবীর সবচেয়ে বড় ধর্মীয় উৎসব - তাতে এদের প্রায়ই দেখা যায়।

গোঁসাই ছিলেন এমনই একজন যোদ্ধা সাধু, বলছেন উইলিয়াম আর পিঞ্চ তার লেখা বই 'ওয়ারিয়র অ্যাসেটিক অ্যান্ড ইন্ডিয়ান এমপায়ার্স'।

নাগারা 'ভয়ংকর এবং উচ্ছৃঙ্খল' এরকম একটা ধারণা থাকলেও অষ্টাদশ শতাব্দীতে এই নাগারা ভালো ভালো অস্ত্রে সজ্জিত এবং সুশৃঙ্খল ছিলেন।

তা ছাড়া অশ্বারোহী এবং পদাতিক দু ধরনেরই সেনা হিসেবেও তারা ছিলেন অত্যন্ত উন্নত মানের - বলছেন মি. পিঞ্চ, যিনি যুক্তরাষ্ট্রের কানেক্টিকাটের ওয়েসলিয়ান ইউনিভার্সিটির একজন ইতিহাসবিদ।

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে একজন নাগা সৈনিকের একটি পোর্ট্রেট আঁকিয়েছিলেন ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির একজন কর্মকর্তা জেমস স্কিনার।

সেই ছবিতে দেখা যায়, খালি পায়ে একজন নগ্ন সাধু, তার গায়ে ঝোলানো একটি চামড়ার বেল্ট, সাথে লাগানো বাঁকা তলোয়ার, আর কিছু কয়েকটি থলিতে ভরা বারুদ, গুলি, এবং চকমকি পাথর।

তার ঘন এবং জটপাকানো চুল মাথায় এমনভাবে প্যাঁচানো যে মনে হয় যেন তিনি একটা শিরস্ত্রাণ পরে আছেন।

তার বাম হাতে লম্বা নলওয়ালা সেযুগের বন্দুক - যার নাম ছিল মাস্কেট। কপালে কমলা রঙের তিলক আঁকা।

সেযুগে নাগাদের সুনাম ছিল আচমকা আক্রমণকারী সেনাদল হিসেবে, তা ছাড়া হাতাহাতি যুদ্ধেও তাদের পারঙ্গমতা ছিল - লিখেছেন মি. পিঞ্চ।

অনুপগিরি গোঁসাইয়ের নেতৃত্বে তাদের একটি পূর্ণাঙ্গ পদাতিক বাহিনী গড়ে ওঠে - যারা সে সময়কার যে কোন সেরা সৈন্যদলের সাথেও পাল্লা দিতে পারতো।

অষ্টাদশ শতকের শেষ দিকে অনুপগিরি এবং তার ভাই উমরাওগিরি ২০,০০০ লোকের বাহিনীর নেতৃত্ব দিতেন। উনবিংশ শতাব্দীতে এসে কামান এবং রকেটধারী সন্ন্যাসী সৈন্যদের সংখ্যা নাটকীয়ভাবে বৃদ্ধি পায়।

লেখক ইতিহাসবিদ উইলিয়াম ডালরিম্পল অনুপগিরিকে বর্ণনা করেছেন একজন ভীতিউদ্রেককারী নাগা সেনানায়ক হিসেবে - যাকে হিম্মত বাহাদুর বা সাহসী বীর হিসেবে মুঘল খেতাব দেয়া হয়েছিল।

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি এবং কীভাবে তারা ভারতে আধিপত্য কায়েম করলো তা নিয়ে দি অ্যানার্কি নামে একটি বই লিখেছেন

ইউলিয়াম ডালরিম্পল।

এই বইতে তিনি লিখেছেন মির্জা নাজাফ খান নামে একজন মুঘল সেনানায়কের বাহিনীর কথা। এই বাহিনীতেই যোগ দিয়েছিলেন ভিন্ন ধরনের একদল সৈন্য - অনুপগিরি গোঁসাইয়ের জটাধারী নাগা - যাতে ছিল ৬,০০০ নগ্ন সাধু এবং ৪০টি কামান।

অনুপগিরির বাহিনীর ব্যাপারে উল্লেখ করা হচ্ছে তাতে কী ছিল - ১০,০০০ গোঁসাইয়ের একটি সেনাদল (অশ্বারোহী ও পদাতিক সমেত), পাঁচটি কামান, রসদপত্রে ভর্তি অসংখ্য বলদেটানা গাড়ি, তাঁবু, এবং নগদ ১২ লাখ টাকা। ২০১৯-এর মুদ্রামানে এর পরিমাণ হবে ১৬ লক্ষ ব্রিটিশ পাউন্ডের সমান।

অনুপগিরি ছিলেন একজন রহস্যময় ব্যক্তি - যাকে উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে সফলতম সামরিক উদ্যোক্তা বা 'ভাড়াটে বাহিনী' বলা যেতে পারে।

কথাটা ভুল নয়। কারণ সে যুগে রাজারা যে সমস্ত ব্যক্তিগত বাহিনী নিয়োগ করতেন - তার সবই ছিল ভাড়াটে সৈন্য দিয়ে গঠিত। অনুপগিরির সম্পর্কে একজন সমসাময়িক ভারতীয় বলেছিলেন তিনি ছিলেন এমন একজন লোক যে দুই নৌকায় পা রেখে নদী পার হচ্ছিলেন - যাতে কোন একটি ডুবে গেলে তিনি আরেকটিতে চলে যেতে পারেন, কথাটি লিখেছিলেন টমাস ব্রুক - সে সময় বেনারস (এখনকার বারাণসী) শহরের একজন বিচারক।

এতে তাই অবাক হবার কিছুই নেই যে সর্বত্রই এই আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্বের যোদ্ধার উল্লেখ পাওয়া যায়।

অনুপগিরিকে সর্বত্র দেখা যেতো কারণ তিনি ছিলেন এমন একজন লোক যাকে সবারই দরকার হতো। আবার তাকে যে দরকার হচ্ছে সে জন্য অনেকে আবার তাকে পছন্দও করতো না। যাদের ভাড়াটে সৈনিক দরকার তাদের কাছে তিনি ছিলেন একজন প্রয়োজনীয় লোক। আবার কোন গোপন খবর বের করা, দুপক্ষের মধ্যে আপোষরফা করা বা কোন একটা নোংরা কাজ কাউকে টের পেতে না দিয়ে করিয়ে নেয়া - এগুলোর জন্যও লোকে তার শরণাপন্ন হতো, বলেন মি. পিঞ্চ।

অনুপগিরি নানা পক্ষের হয়ে লড়াই করেছেন। ১৭৬১ সালের পানিপথের যুদ্ধে তিনি মুঘল সম্রাট ও আফগানদের হয়ে মারাঠাদের বিরুদ্ধে লড়াই করেছেন।

তিন বছর পর তিনি মুঘল বাহিনীর হয়ে ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছেন বক্সারের লড়াইয়ে।

আবার দিল্লিতে পারস্যের নাজাফ খানের উত্থানেও অনুপগিরি গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা পালন করেছিলেন।

এরও পরে তিনি যোগ দেন ব্রিটিশদের পক্ষে এবং তাদের হয়ে ১৮০৩ সালে মারাঠাদের পরাজিত করার যুদ্ধে ভুমিকা রাখেন।

ব্রিটিশদের দিল্লি দখলের যুদ্ধেও তিনি সহায়তা করেছিলেন। এটা ছিল সেই ঘটনা যার ফলে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি দক্ষিণ এশিয়ায় তথা বিশ্বে সবচেয়ে বড় শক্তি হয়ে ওঠে, লিখেছেন মি. পিঞ্চ।

মি.পিঞ্চের কথায়, অষ্টাদশ শতকে ভারতে মুঘল ও মারাঠা শক্তির পতন এবং ব্রিটিশ শক্তির উত্থানের ঘটনাগুলোকে যতই পরীক্ষা করে দেখা যায়, ততই এর পশ্চাতে অনুপগিরি গোঁসাইয়ের ভুমিকা স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

অনুপগিরির জন্ম ১৭৩৪ সালে উত্তর ভারতের কৌশলগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ বুন্দেলখন্ডে।

তার বাবা মারা যাবার পর বিধবা মা দারিদ্র্যের কারণে অনুপগিরি ও তার বড় ভাইকে একজন যোদ্ধা নেতার হাতে তুলে দেন।

এমন গল্পও আছে যে তিনি মাটির তৈরি সৈন্যদের সাথে খেলে শৈশব কাটিয়েছেন - তবে এগুলো হয়তো নিতান্তই গালগল্প।

লোকের মুখে মুখে ফেরা গল্পে আভাস পাওয়া যায় যে ১৬শ শতকে মুসলিমদের আক্রমণ ঠেকানোর জন্য অনুপগিরির মতো লোকদের অস্ত্রধারী হবার অনুমতি দেয়া হয়। তবে মি.পিঞ্চ এমন তথ্য পেয়েছেন যে অনুপগিরি মুঘল সম্রাট শাহ আলম এবং অন্য মুসলিম নিয়োগদাতার বাহিনীতে কাজ করেছেন। এমনকি আফগান রাজা আহমদ শাহ আবদালির পক্ষ নিয়ে তিনি ১৭৬১ সালে যুদ্ধ করেছেন মারাঠাদের বিরুদ্ধে।

তার জীবন নিয়ে যেসব কবিতা রচিত হয়েছে তাতে তার সঙ্গীদের মধ্যে মুসলিমরা ছিল বলে উল্লেখ পাওয়া যায়।

অনুপগিরির প্রতিভা ছিল এখানেই যে ক্ষমতার ক্ষেত্রে তার অপরিহার্যতা তিনি তুলে ধরতে পারতেন। তার জন্ম উচ্চ শ্রেণীতে হয়নি, এবং তিনি জানতেন যে কখন লড়াই করতে হবে আর কখন পালাতে হবে, মি. পিঞ্চ লেখেন, তিনি জানতেন কীভাবে শত্রু ও মিত্র উভয় পক্ষকে বোঝাতে হয় যে তার হারাবার কিছুই নেই।

সেটা ছিল এমন এক সময় ও স্থান যখন একজন সশস্ত্র সাধুকে দেখা হতো এমন একজন লোক হিসেবে যে মৃত্যুকে জয় করেছে, বলছেন মি. পিঞ্চ।

মি. ডালরিম্পল তার লেখায় বক্সারের যুদ্ধের নাটকীয় বর্ণনা দিয়েছেন - যে যুদ্ধের ফলে বাংলা ও বিহারে ব্রিটিশ ক্ষমতা নিশ্চিত হয়েছিল।

ওই যুদ্ধে অনুপগিরি তার উরুতে গুরুতর আঘাত পেয়েছিলেন। আহত অবস্থায় তিনি মুঘল সম্রাট সুজাউদদৌলাকে বোঝান যেন তিনি রণক্ষেত্র থেকে পালিয়ে যান।

অনর্থক মারা যাবার মুহূর্ত এটা নয়, তিনি বলেছিলেন, আমরা অন্য আরেকদিন সহজেই জিততে পারবো, প্রতিশোধ নিতে পারবো।

তারা তখন নৌকা সাজিয়ে তৈরি একটি সেতু দিয়ে নদী পার হয়ে পালালেন। অনুপগিরি আদেশ দিলেন, সেতুটি যেন এর পরপরই ধ্বংস করে ফেলা হয়, যাতে আরেক দিন যুদ্ধ করার জন্য বেঁচে থাকা যায়।

সাময়িকী

ভাগনার বিদ্রোহ নিয়ে জেলেনস্কি-বাইডেন

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ছাড়াও আরো কিছু দেশের প্রধানের সঙ্গে কথা বলেছেন ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট।

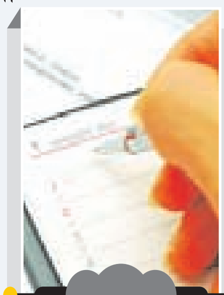

টলিউস ওলোরুনিপা
কলামিস্ট

রোববার একাধিক দেশের রাষ্ট্রপ্রধানের সঙ্গে ভাগনার বিদ্রোহ নিয়ে আলোচনা করেছেন জো বাইডেনের সঙ্গে তার দীর্ঘ আলোচনা হয়েছে বলে জেলেনস্কি জানিয়েছেন। তার বক্তব্য, রাশিযার এই পরিস্থিতি প্রমাণ করে দিচ্ছে, পুটিনের জনপ্রিযতা কমছে

বাইডেনের আগে পোল্যান্ডের প্রেসিডেন্টেরসঙ্গে তার কথা হযেছে বলে জানিযেছেন, জেলেনস্কি নিজেই। এছাড়াও তার কথা হয়েছে ক্যানাডার প্রধান জাস্টিন ট্রুডোর সঙ্গে। জেলেনস্কি বলেছেন, সকলের সঙ্গেই রাশিয়ার সার্বিক পরিস্থিতি নিয়ে কথা হয়েছে তার। এই বিদ্রোহ যুদ্ধ বন্ধ করতে সাহায্য করবে কি না, তা নিয়ে আলোচনা হয়েছে। কয়েকদিনের মধ্যেই ন্যাটোর বৈঠক শুরু হবে। সেখানে এই বিষয়গুলি যাতে আলোচনায় আসে, সে কারণেই এদিন সকলকে আলাদা করে ফোন করেছিলেন জেলেনস্কি।

এদিকে যুক্তরাজ্যের প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, গত এক বছরে শুধুমাত্র যুক্তরাজ্য ১৭ হাজার ইউক্রেনের সেনাকে প্রশিক্ষণ দিয়েছে। পাঁচ সপ্তাহের এই গুরুত্বপূর্ণ প্রশিক্ষণের নাম দেওয়া হয়েছিল 'অপারেশন ইন্টারফেস'। ক্যানাডা, অস্ট্রেলিয়া, ফিনল্যান্ড, নরওয়ে, নিউজিল্যান্ড, সুইডেন, ডেনমার্ক, লিথিওনিয়ার মতো দেশ এই প্রশিক্ষণে যুক্তরাজ্যকে সাহায্য করেছে বলে জানানো হয়েছে। ইউক্রেনের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে সাধারণ মানুষ এই সেনা প্রশিক্ষণ নিতে এসেছিলেন। তারা সকলেই দেশের জন্য লড়তে চান। পাঁচ সপ্তাহে তারা অনেকটাই প্রশিক্ষণ পেয়েছেন।

এদিকে সোমবারই লুক্সেমবুর্গে ইউরোপীয় ইউনিয়নের দেশগুলির পররাষ্ট্রমন্ত্রীরা বৈঠকে বসছেন। ইউক্রেনকে কীভাবে সাহায্য করা হবে, সামরিক দিক থেকে আর কী কী সাহায্য দেওয়া প্রয়োজন, এই বিষয়টি নিয়ে আলোচনা হবে বলে জানা গেছে।

তারইমধ্যে ইউক্রেনের প্রতিরক্ষামন্ত্রী জানিয়েছেন, ইউক্রেন নয়, রাশিয়া এবার নিজের সমস্যার দিকে মন দিক। নিজের জনগণকে সামলাক। দেশের ভিতর বিদ্রোহের আগুন বন্ধ করুক।

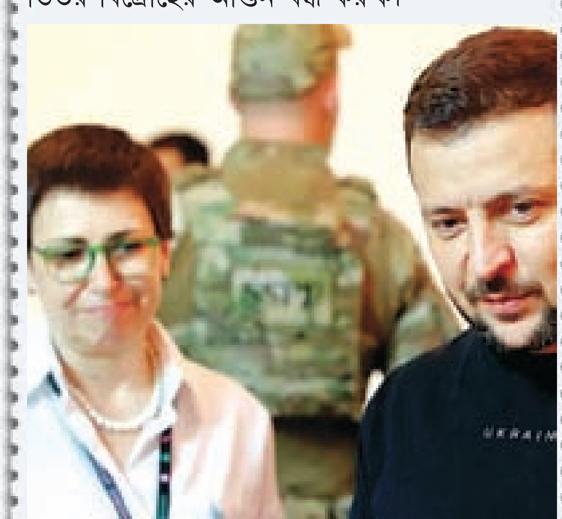

জানা অজানা

নুতন দীক্ষার্থীদের প্রতি

জয়তু শ্রীরামকৃষ্ণ।এই বছর রামকৃষ্ণ মিশন জামশেদপুরে দীক্ষার প্রোগ্রাম হলো।বেলুড় মঠের সহ সভাপতি পূজনীয় গিরিশানন্দ জী মহারাজ দীক্ষা দিলেন।দীক্ষা হলো ২২,২৩ ও ২৫ জুন।এই বছর মাতাজী আশ্রমের প্রেরণায় পোটকা অঞ্চলের বিভিন্ন গ্রাম থেকে ২৩ তারিখে ৭০ জন ও ২৫ তারিখে ২৫ জন অর্থাৎ ৯৫ জন ভক্ত দীক্ষা নিলেন অর্থাৎ রামকৃষ্ণ নাম নিলেন যা খুবই গৌরবের ও আনন্দের বিষয়। মাতাজী আশ্রম হাতা থেকে সকল ভক্ত ও দীক্ষার্থীদের অভিনন্দন জানাই।দীক্ষা নেওয়া মানে নুতন জীবন শুরু করা ও আধ্যাত্মিক জীবনে পা রাখা।জীবন কে সুন্দর করতে হবে ও ভালো করতে হবে তবেই হবে দীক্ষা নেওয়ার সার্থকতা।এরপর আপনারা সবাই মাতাজী আশ্রমের উৎসব অনুষ্ঠানে আসবেন ও আশ্রমের সাথে যোগাযোগ রাখবেন। তাছাড়া মাতাজী আশ্রমের সদস্য হওয়ার জন্যও সবাইকে অনুরোধ করি।দয়া করে আপনাদের সবার মোবাইল নম্বর গুলো পাঠাবেন।ভালো থাকবেন সবাই।

গ্রিসে রক্ষণশীলরাই সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেল

গ্রিসে দুই মাসের মধ্যে দ্বিতীয়বার জিতলেন প্রধানমন্ত্রী কিরিয়াকোস মিৎসোতাকিস। এবার পার্লামেন্টে নিরাপদ গরিষ্ঠতা নিয়ে।

রোববার পার্লামেন্টের ভোট হয়। তারপর ৯৫ শতাংশ ব্যালট গণনা হয়ে গেছে। মিৎসোতাকিসের নেতৃত্বে রক্ষণশীল নিউ ডেমোক্রেটিক পার্টি দাবি করেছে, তারা ৪০ দশমিক পাঁচ শতাংশ ভোট পেয়েছে। সরকার গঠন করা নিয়ে আর কোনো অনিশ্চয়তা নেই।

মিৎসোতাকিস জানিয়েছেন, ''এরপর সংস্কার কর্মসূচি রূপায়ণে কোনো বাধা থাকলো না। অন্য কোনো দলের মুখাপেক্ষি হয়ে থাকতে হবে না। মানুষ আমাদের নিরাপদ সংখ্যাগরিষ্ঠতা দিয়েছে।'' দলের সদরদপ্তরের বাইরে সমর্থকদের মিৎসোতাকিস বলেছেন, ''এবার দ্রুত আর্থিক বৃদ্ধি হবে।'' ম্যাকেঞ্জির সাবেক পরামর্শদাতা ৫৫ বছর বয়সি এই নেতার দাবি, ''সকলের পারিশ্রমিক বাড়বে।''

এখন যা অবস্থা তাতে ৩০০ সদস্যের পার্লামেন্টে মিৎসোতাকিসের দল পাবে ১৫৭টি আসন। গ্রিসের আইন অনুসারে, পরপর নির্বাচন হলে সংখ্যাগরিষ্ঠ দল ৫০টি আসন বেশি পাবে। মাস দুয়েক আগের নির্বাচনে মিৎসোতাকিস সংখ্যাগরিষ্ঠতার থেকে পাঁচটি আসন কম পেয়েছিলেন। তিনি তাই আবার নির্বাচনের পথে হাঁটেন।

রোববার ৩২টি দল নির্বাচনে অংশ নেয়। ৯৮ লাখ ভোটদাতা ভোট দিয়েছিলেন। চরম বামপন্থিদের জোট ১৮ শতাংশ ভোট পেয়েছে। মে মাসের নির্বাচনের তুলনায় তাদের ফল খারাপ হয়েছে। কমিউনিস্ট পার্টি পেয়েছে সাত শতাংশ, অতি জাতীয়তাবাদী স্পার্টার্ন পেয়েছে ৫ শতাংশ। পিএএসওকে পেয়েছে ১৩ শতাংশ ভোট। গত ১৪ জুনের গ্রিসের সমুদ্রতটের কাছে অভিবাসনপ্রত্যাশীদের নৌকা ভেঙে কয়েকশ মানপষের মৃত্যু হয়েছে। এই দুর্ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে ভোট হয়েছে। সমীক্ষা জানিয়েছিল ২০১৯ থেকে প্রধানমন্ত্রী থাকা মিৎসোতাকিসের ক্ষমতায় আসার সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি। তাদের সেই কথা মিলে গেল।

পাঠকের চিঠি

টাকার গরম...

কেউ কেউ বলেন... অর্থই অনর্থের মূল।কেউ কেউ বলেন... টাকা নেই তো সবই ফাঁকা।আসলে বেঁচে থাকতে গেলে টাকা বা অর্থের প্রয়োজন।টাকা না থাকলে আমরা কিছুই করতে পারবো না,না পরিবারের কাজ,না সমাজের কাজ,না দেশের কাজ,না ধর্মের কাজ।আবার যদি বেশি টাকা বা অর্থ হয়ে যায় তাহলে শক্তির অহংকার হয়।ধনের অহংকার হয়।ধরা কে সরা জ্ঞান করে।অর্থের অপব্যবহার করে।অকাজ ,কুকাজ ও কুকর্ম করে।তাই ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব বলেছেন,,সংসার প্রতিপালন করার জন্য যেটুকু অর্থের প্রয়োজন তা সৎ উপায়ে অর্জন করবে এতে কোনো দোষ নেই।আর অর্থ বেশি হয়ে গেলে ও টাকা বেশি হয়ে গেলে শরীর গরম হয়ে যায় তাতে ক্ষতিই বেশি হয়ে থাকে।এমনকি প্রাণ নাশ ও হয়ে থাকে।এই প্রসঙ্গে কথামৃতের একটা গল্প মনে পড়ে গেল।এক হাতী প্রতিদিন জঙ্গল থেকে এক পুকুরে জল পান করতে যেত।পুকুরের পাড়ে এক গর্তে এক ব্যাঙ থাকতো।হাতী যখন আসতো তখন হাতী কে দেখে ব্যাঙভয়ে গর্তে ঢুকে যেতো।একদিন ব্যাঙ টি একটি রুপোর টাকা পায়।তাতে ব্যাঙের শরীর গরম হয়ে যায়।সেদিন যখন হাতী পুকুরে জল পান করতে আসে সেদিন কিন্তু ব্যাঙ ভয়ে গর্তে আর লুকোয় নি।উপরন্তু হাতী কে আসতে দেখে তাকে গর্ব ভরে লাথি দেখায়।হাতী ব্যাঙের এই পরিবর্তন ও আচরণ দেখে হতবম্ব হয়ে যায়।সে ব্যাপার কি জানার জন্য ব্যাঙের কাছে যায় ও দেখে তার কাছে একটা রুপোর টাকা আছে।হাতী বুঝে নিলো ব্যাঙের টাকার গরম হয়েছে তাই আমাকে আজ লাথি দেখাচ্ছে।এই বলে হাতী পা দিয়ে ব্যাঙের ভবলীলা সাঙ্গ করলো।এই হলো অর্থই অনর্থের মূল।

সুনীল কুমার দে,জামশেদপুর

স্বত্বাধিকারী, মুদ্রক, প্রকাশক, সম্পাদক : রজত কুমার গুপ্তা, দ্বারা এইচ.আই. ২৫৪, হরমু হাউসিং কলোনী, রাঁচি-৮৩৪০০২ থেকে প্রকাশিত এবং বৃন্দা মিডিয়া পাবলিকেশন প্রা.লি. চিরৌন্ডী, বোড়েয়া রোড রাঁচি থেকে মুদ্রিত। নির্বাহী সম্পাদক : আদিত্য কুমার চ্যাটার্জী* ফোন : ০৬৫১২২৪৪৬০৫, ফ্যাক্স : ০৬৫১২২৪৪৫০৫ (*পীআরবী অধিনিয়ম অনুযায়ী খবরের চয়নের জন্য উত্তরদায়ী)
Printed, Published & Edited by Rajat Kumar Gupta and printed at Vrinda Media publication pvt.ltd, Chiraundi, Boraiya Road, Ranchi, Published at HI 254, Harmu Housing Colony, Ranchi-834002, Jharkhand. : Executive Editor :Aditya Kumar Chatterjee * Phone : 0651-2244605, 0651-2244505 (*Responsible for news as per PRB Act) RNI Registration : JHABEN 00015 email-rashtriyokhobor@gmail.com www.rashtriyakhabar.com

বিদেশিদের কাছে তালিকার রাজনীতিতে প্রধান দুই দল

ঢাকা ঃ যুক্তরাষ্ট্রের নতুন ভিসানীতির পর বিদেশিদের কাছে তালিকা পাঠানোর রাজনীতিতে নেমেছে প্রধান দুই রাজনৈতিক দল আওয়ামী লীগ ও বিএনপি।

গত মাসে বিএনপির কয়েকজন নেতার নির্বাচনবিরোধী বক্তব্য সংযুক্ত করে যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্টনি ব্লিংকেনের কাছে একটি চিঠি দিয়েছেন আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য মোহাম্মদ এ. আরাফাত। সেখানে তিনি বলেছেন, মার্কিন ভিসা নীতি বিএনপির নেতাদের জন্যও প্রযোজ্য হবে। অন্যদিকে রাজনৈতিক কর্মসূচিতে বাধা, হামলা ও নেতাকর্মীদের বিরুদ্ধে নির্যাতনের অভিযোগ এনে সম্প্রতি ৩৩ জন পুলিশ সদস্য এবং ১০ জন আওয়ামী লীগ নেতার তালিকা বিদেশি দূতাবাস, আন্তর্জাতিক সংস্থা ও মানবাধিকার সংগঠনে পাঠিয়েছে বিএনপি। বিএনপি বলছে, এরা গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের পথে বাঁধা ও মানবাধিকার লঙ্ঘনের সঙ্গে জড়িত। অবশ্য প্রধান দুই রাজনৈতিক দলের এই রাজনীতিকে ইতিবাচকভাবে দেখছেন না রাজনৈতিক বিশ্লেষকেরা। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শান্তনু মজুমদার বলেন, ''আমি তাদের এই তৎপরতার নিন্দা জানাই। আমাদের দেশটাতো স্বাধীন রাষ্ট্র। এখানে অনেক সমস্যা আছে এটা সত্যি। অনেক সম্ভাবনাও আছে। তালিকা তৈরি করে কোন দেশের কাছে হস্তান্তর করা হচ্ছে এটা আমি মনে করি তাদের রাজনৈতিক দেউলিয়াত্বের প্রমাণ। নিখুঁত প্রমাণ। কোন দেশে বিশৃঙ্খলা হলে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের কথা বলার রেওয়াজ আছে। কিন্তু এইভাবে যদি আমরা তালিকা সরবরাহ করতে থাকি আর সালিশ মানতে থাকি তাহলে রাষ্ট্র হিসেবে আমাদের মানটা কোথায় থাকে? এই কথাটা বলার জন্য উগ্র জাতীয়তাবাদী হওয়ার প্রয়োজন নেই। এটা সাধারণ একটা বিষয়। আমাদের যে সমস্যা সেটা নিজেদেরই সামাধান করতে হবে। সেটা আলাপআলোচনা করে হতে পারে। কিন্তু কাউকে কর্তা মেনে এটা করা আমার কাছে ঠিক মনে হচ্ছে না।''

গত ৩ জুন বিএনপি ১৪ সদস্যের একটি তথ্য সংগ্রহ কমিটি গঠন করেছে। দলের সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবীর রিজভী এর প্রধান। এই কমিটি ঘটনার বিবরণ, জড়িত পুলিশ সদস্য এবং আওয়ামী লীগ নেতাদের তথ্য সংগ্রহ ও যাচাইবাছাই করে চিঠি আকারে তা দলের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ক কমিটির কাছে হস্তান্তর করে। সেখান থেকে বিদেশিদের কাছে পাঠানো হয়।

গত ২৪ মে বাংলাদেশের জন্য যুক্তরাষ্ট্রের নতুন ভিসানীতি চালুর পর কমিটি করা হয়েছে। সম্প্রতি বিভিন্ন

দূতাবাসে পাঠানো ছয়টি ঘটনার জন্য ৪৩ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হয়েছে। এর মধ্যে ৩৩ জন পুলিশ সদস্য। আওয়ামী লীগ, যুবলীগ ও ছাত্রলীগ নেতাকর্মী আছেন ১০ জন। এসব পুলিশ সদস্য ও সরকারি দলের নেতাদের নাম, পদবি এবং ঠিকানাও উল্লেখ করা হয়েছে চিঠিতে। আন্তর্জাতিক সম্পর্ক কমিটি তা বিদেশি মিশনে পাঠায়।

তথ্য সংগ্রহ কমিটির আহ্বায়ক রুহুল কবীর রিজভী বলেন, ''বিরোধী দলের সভাসমাবেশে হামলা, মিথ্যা মামলা ও নেতাকর্মীদের নির্যাতনের সাম্প্রতিক ঘটনার নেতৃত্বে থাকা পুলিশ কর্মকর্তা, সদস্য এবং জড়িত আওয়ামী লীগ নেতাকর্মীদের তথ্য সংগ্রহ করা হচ্ছে। তথ্যগুলো যাচাইবাছাই করে ঘটনার বিবরণ ও জড়িতদের নামসহ আমরা দেশের মিডিয়ার কাছে পাঠাচ্ছি। একই সঙ্গে সেটা বিভিন্ন মানবাধিকার সংগঠন ও বিদেশি মিশনগুলোতেও পাঠানো হচ্ছে। এর সঙ্গে ভিডিও, ছবি, গণমাধ্যমে প্রকাশিত সংবাদ সংযুক্ত করা হয়। তবে পুরানো ঘটনা নয়, সম্প্রতিক সময়ে যে ঘটনাগুলো ঘটেছে সেগুলোই আমরা সামনে আনছি।''

বিএনপির তালিকায় যে ঘটনাগুলো স্থান পেয়েছে তার মধ্যে আছে গত ৮ জুন লোডশেডিংয়ের প্রতিবাদে পাবনায় বিদ্যুৎ অফিসের সামনে অবস্থান কর্মসূচিতে আওয়ামী লীগের হামলা, পুলিশের নির্লিপ্ততা। এর জন্য অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সদর), ডিবির তিন ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) এবং আওয়ামী লীগ ও ছাত্রলীগের স্থানীয় তিন নেতাকে অভিযুক্ত করা হয় চিঠিতে। এই পুলিশ কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে বিএনপির কর্মসূচিতে বাধা দেওয়ার অভিযোগও আনা হয়।

অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সদর) হাসিবুল বেনজির বলেন, ''এই ধরনের অভিযোগ আনা হলে আমি বলব সেটা পুরোপুরি ভিত্তিহীন। বরং পুলিশের ভূমিকার কারণেই ওই দিন সংঘর্ষ নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হয়েছে। আওয়ামী লীগ ও বিএনপি নেতাকর্মীরা সংঘর্ষে লিপ্ত হয়েছিলেন। আমরা ভূমিকা নিয়ে তাদের নিবৃত্ত করেছি। কাউকে লাঠিচার্জ বা আঘাত করা হয়নি। ঝুঁকি নিয়ে খালি হাতে আমরা তাদের সরিয়ে দিয়েছি। এখন যদি এই ধরনের কথা বলা হয়, সেটা কোনভাবেই ঠিক হবে না।''

এছাড়া ৯ জুন যুবদলের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক মোনায়েম মুন্নার মুক্তির দাবিতে কুমিল্লা জেলা যুবদলের বিক্ষোভ মিছিলে পুলিশ হামলা করে বলে অভিযোগ আনা হয়। এ ঘটনায় জড়িত হিসেবে ১৪ পুলিশ সদস্যের নাম উল্লেখ করা হয়েছে। ১৪ জুন চট্টগ্রামে তারুণ্যের সমাবেশ শেষে মিরসরাইয়ে নিজ বাড়িতে ফেরার পথে ছাত্রদলকর্মী নাদিয়া নুসরাতকে শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন এবং মধ্যরাতে পুরানো মামলায় তাকে গ্রেপ্তারের ঘটনায় জড়িতদের নামও পাঠানো হয়েছে দূতাবাসগুলোতে। এ ঘটনায় স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান, ছাত্রলীগ ও যুবলীগের ছয়জন এবং জোরারগঞ্জ থানার ওসিসহ দুই পুলিশ সদস্যের নাম দেওয়া হয়েছে। ১৯ জুন বগুড়ায় তারুণ্যের সমাবেশে অংশ নিতে নওগাঁ থেকে ছাত্রদল, যুবদল ও স্বেচ্ছাসেবক দলের নেতারা রওনা হলে দুপচাঁচিয়া উপজেলায় পুলিশ বাধা দেয়। এ ঘটনায় দুপচাঁচিয়া থানার ওসি, ওসি (তদন্ত) ও তিন উপপরিদর্শকের বিরুদ্ধে বাধা দেওয়ার অভিযোগ আনা হয়।

বিএনপির চিঠিতে বলা হয়, সমাবেশে যেতে বাধা দেওয়ার এই ঘটনা ফৌজদারি অপরাধ। কারণ এতে সাংবিধানিক ও গণতান্ত্রিক অধিকার খর্ব করা হয়েছে। অভিযুক্ত পুলিশ সদস্যরা গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার ও অবাধ গণতান্ত্রিক পরিবেশ তৈরির ক্ষেত্রে বড় হুমকি।

বিদেশিদের কাছে তালিকা দিয়ে বিএনপি কী অর্জন করতে চায়? জানতে চাইলে বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক ও আন্তর্জাতিক কমিটির সদস্য শামা ওবায়েদ বলেন, ''তালিকা বিষয় না, দেশে কী হচ্ছে সেটা তো বিদেশিরা দেখছে। আমরা চাই দেশে সুষ্ঠু গণতান্ত্রিক পরিবেশ ফিরে আসুক। নির্দলীয় সরকারের অধীনে একটা নির্বাচন হোক। আমরা চাই দেশের মানুষ তাদের ভোটাধিকার ফিরে পাক। মানবাধিকার লঙ্ঘনের যে ঘটনাগুলো ঘটছে, সেটা আর না ঘটুক। সাধারণ মানুষ স্বৈরশাসন থেকে মুক্তি পাক।''

আওয়ামী লীগের কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য মোহাম্মদ এ আরাফাত গত ২৬ মে নিজের ফেসবুকে একটি চিঠি আপলোড করেছেন। এই চিঠিটি তিনি মার্কিন পররাষ্ট্র মন্ত্রীকে লিখেছেন। চিঠিতে বলা হয়েছে, ''আপনাদের সম্প্রতি ঘোষিত ভিসা নীতি অনুসারে যেখানে আপনি স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন, এই নীতি বাংলাদেশে একটি অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রতিশ্রুতিকে সমর্থন করে এবং যুক্তরাষ্ট্র, বাংলাদেশি নাগরিক বা যে কোনো রাজনৈতিক দলের কর্মকর্তারা যখন নির্বাচনকে বাধাগ্রস্ত করবে তখন তাদের উপর ভিসা নিষেধাজ্ঞা আরোপ হবে।''

চিঠিতে আরও বলা হয়, ''এখানে আমি কিছু ভিডিও ফুটেজ সংযুক্ত করেছি, যেখানে আপনি দেখতে পাবেন যে, বিএনপির কিছু শীর্ষ নেতারা বাংলাদেশের আসন্ন জাতীয় নির্বাচন বাধাগ্রস্ত করার জন্য প্রকাশ্যে ঘোষণা দিচ্ছেন। আমি আশা করি, আপনার ভিসা নীতি বিএনপির এই নেতাদের জন্যও প্রযোজ্য হবে।''

তালিকার রাজনীতির বিষয়ে জানতে চাইলে আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আ ফ ম বাহাউদ্দিন নাছিম ডয়চে ভেলেকে বলেন, ''আইনশৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনীর যারা জঙ্গিদের দমন করে, সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থান নিয়ে নির্বাচন সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে ভূমিকা রাখে, তাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ দিচ্ছে বিএনপি। বিদেশিদের কাছে তারা নিজ দেশের সম্মানহানি করছে। এগুলো আমরা নির্বাচন ভন্ডুল করার অপকৌশল হিসেবে দেখছি। দেখেন, আমাদের স্ত্রী, সন্তানরা এখন বাসার বাইরে বের হয়ে নির্বিঘ্নে ঘরে ফিরে আসছে। রাস্তাঘাটে জঙ্গিবাদীদের বোমা হামলায় কাউকে জীবন দিতে হচ্ছে না। এটা সত্যি যে, কখনও কখনও কোন কোন জায়গায় বিচ্ছিন্ন কিছু ঘটনা ঘটে। জঙ্গিসন্ত্রাসীরা কিন্তু এখন বাংলাদেশকে তাদের আশ্রয়ের জায়গা হিসেবে বেছে নিতে পারে না। আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর যেসব সদস্যের কারণে এটা সম্ভব হয়েছে তাদের মানসিকভাবে দুর্বল করে দিতে বিএনপি এসব তালিকা করছে বলেই আমার মনে হয়।''

জরুরীকালীন অবস্থা ঘোষণা করা দিনটি ভারতবর্ষের জন্য এক কালে অধ্যায় ছিল বলে মন্তব্য মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মার

৩০১ গণতন্ত্রের সেনানিদের মানপত্র প্রদান, ৯১ জনকে মাসিক ১৫ হাজার টাকা করে পেনশন প্রদানের প্রক্রিয়া শুরু

গুয়াহাটি (সব্যসাচী শর্মা) ঃ দেশের জরুরীকালীন অবস্থায় গণতন্ত্র রক্ষার জন্য অশেষ কষ্ট এবং ত্যাগ স্বীকার করা গণতন্ত্রের সেনানিরা প্রত্যেকের জন্য প্রেরণার উৎস। জরুরীকালীন অবস্থার বিরুদ্ধে ব্যাপক আঃেদালন গড়ে তোলা এই গণতন্ত্রের সেনানিদের জন্য ভবিষ্যতে দেশের কোন প্রধানমন্ত্রী জরুরীকালীন অবস্থা ঘোষণা করতে পারবেন না বলে মন্তব্য করেছেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। তিনি বলেন জরুরীকালীন অবস্থা ঘোষণা করা দিনটি ভারতবর্ষের জন্য সর্বদা এক কালে অধ্যায় তথা কালো দিন হিসেবে পালন করা হবে। প্রসঙ্গত গুয়াহাটি মহানগরের পাঞ্জাবাড়ি স্থিত শ্রীমন্ত শংকরদেব কলাক্ষেত্রের প্রেক্ষাগৃহে আপাতকালীন সময়ে কংগ্রেস সরকারের নির্যাতনের বলি হওয়া গণতন্ত্র সেনানিদের সম্মান জানার উদ্দেশ্যে রবিবার এক অনুষ্ঠান আযো়জন করা হয়েছিল। গণতন্ত্রের সেনানিদের সংবর্ধনা জ্ঞাপনের জন্য আযো়জিত অনুষ্ঠানে মুখ্য অতিথী হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। তিনি এই অনুষ্ঠানে ৩০১ জন গণতন্ত্রের সেনানি তথা তাদের নিকট আত্মীয়কে মানপত্রের মাধ্যমে সংবর্ধনা জানানোর পাশাপাশি ৯১ জনকে মাসিক ১৫ হাজার টাকা করে পেনশন প্রদানের প্রক্রিয়া আনুষ্ঠানিক ভাবে শুরু করেছেন। মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা বলেন ভারতবর্ষের গণতান্ত্রিক ইতিহাসে এই দিনটির এক পৃথক তাৎপর্য রয়েছে। সাধারণত ইতিহাসের তাৎপর্যপূর্ণ দিনটি ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গির মাধ্যমে বিশ্লেষণ করা হয়। তবে ১৯৭৫ সালের ২৫ জুন দিনটি ভারতীয় গণতন্ত্রের ইতিহাসে এক সর্বাধিক কালো দিন অথবা অন্ধকারের দিন হিসেবে বিশ্লেষণ করা হয়। ভারতীয় সভ্যতার সংস্কৃতির গৌরবোজ্জ্বল ঐতিহ্য এবং গণতান্ত্রিক মূল্যবোধকে ভুলুন্ঠিত করা সেই সময় ছিল দেশের ইতিহাসে এক সর্ববৃহৎ কালো অধ্যায়। তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর অনুমোদনের ভিত্তিতে তদানীন্তন রাষ্ট্রপতি ফখরুদ্দিন আলী আহমেদ জরুরী কালীন অবস্থা ঘোষণা করেছিলেন বলে মন্তব্য করেছেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রী বলেন গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণা করার আগে কেবিনেটের অনুমোদন প্রযো়জন হয়। সাংবিধানিক এবং গণতান্ত্রিক বিধি বিধান পালন না করে জরুরীকালীন অবস্থা ঘোষণা করার জন্য এটাকে কালো দিন হিসেবে অভিহিত করা হয়। দেশে গণতন্ত্র পুনর প্রতিষ্ঠা করার জন্য লক্ষ লক্ষ দেশপ্রেমিক সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। তারা সেই সময়ে মরণপণ যুদ্ধ করেছিলেন। সেই সময়ে কংগ্রেস সরকারের অমানবীয় আতিশয্যার কাছে শিরনত না করে বহু মহান ভারতীয় ইন্দিরা গান্ধীর স্বেচ্ছাচারিতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে কারাগারে দিন কাটিয়ে ছিলেন বলে উল্লেখ করেছেন তিনি। অসমে বহু দেশপ্রেমিক এবং গণতন্ত্রের সেনানিরা তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর স্বৈরাচারী এবং একনায়কত্ব বাদের বিরোধীতা করে দেশের গণতন্ত্রকে পুনরায় প্রতিষ্ঠা করার জন্য সংগ্রামে নেমে পড়েছিলেন বলে মন্তব্য করেছেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। তিনি বলেন এই মহান দেশপ্রেমিকদের ত্যাগ এবং সংগ্রামের ফলে এক বছর নয় মাস পরেই ১৯৭৭ সালের ২১ মার্চ ভারতবর্ষ পুনরায় গণতন্ত্র ফিরিয়ে পেয়েছিল। যেই সেনানিদের অশেষ ত্যাগ এবং কষ্টের ফলে দেশে জরুরী কালীন অবস্থা থেকে নিজেকে ফিরিয়ে আনতে সক্ষম হয়েছিল সেই গণতন্ত্রের সেনানিরা সুদীর্ঘকাল উপেক্ষিত হয়েছিলেন বলে মন্তব্য করেছেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রী বলেন স্বাধীনতার অমৃত কালের কৃতজ্ঞ অসমীয়া জাতি গণতন্ত্রের সেনানিদের উপযুক্ত মর্যাদা প্রদান করার জন্য তাদের সংবর্ধনা জ্ঞাপন করার পাশাপাশি মানপত্র প্রদান করা হয়েছে। যদি কোনো গণতন্ত্রের সেনানির মৃত্যু হয়েছে তাহলে সেই পরিস্থিতিতে তার স্ত্রী এবং পত্নীর আবর্তমানে তাদের অবিবাহিত কন্যাকে পেনশন প্রদানের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। গত ১৯ এপ্রিল মন্ত্রিসভার বৈঠকে নেওয়ার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য ৩০০ জন সেনানি কারারুদ্ধ হয়েছিলেন। তাদের প্রত্যেককে সম্মানপত্র প্রদান করার পাশাপাশি ৯১ জন গণতন্ত্রের সেনানি অথবা তাদের অবর্তমানে নিকট আত্মীয়কে ১৫ হাজার টাকা করে পেনশন দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে বলে জানান তিনি। মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা বলেন শত সহস্র ভারতীয় চরম ত্যাগ, সাহস এবং আত্ম বলিদানের ফলে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের অবসান ঘটিয়ে ভারত বর্ষ স্বাধীনতা লাভ করেছিল। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর সেই স্বরাজের সুফল দেশের সর্বসাধারণ জনতা পর্যন্ত প্রসারিত করার জন্য দেশের মুক্তিযোদ্ধারা এবং দেশের সংবিধান প্রণেতারা দেশকে বিশ্বের বৃহত্তম গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার জন্য মরণপণ সংগ্রাম করেছিলেন। বহু জাতি ধর্ম বর্ণ এবং ভাষা ঢাকা ভারতবর্ষের মতো দেশে বৈচিত্রের মধ্যে ঐক্যবার্তা রাখার জন্য গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের উপর আধারিত এক রাজনৈতিক ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য তারা গুরুত্ব দিয়েছিলেন। ভারতীয় সমতা এবং ভাতৃত্ববোধকে ভারতীয়দের জীবনের মূল মন্ত্র হিসেবে গণ্য করা হয়েছিল বলে মতামত ব্যক্ত করেছেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রী বলেন যে দেশে আবহমান কাল থেকে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ বিরাজ করে রয়েছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর ভাষায় ভারতবর্ষ গণতন্ত্রের জননী। ভারতের প্রাচীন এই গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ প্রথমবারের জন্য ভুলুন্ঠিত হয়েছিল পরাধীন ভারতে। সেই সময় ইংরাজ ভারতবর্ষের দখল করেছিল। দ্বিতীয় বার এই মূল্যবোধ পায়ের নিচে কুছলে দিয়ে গণতন্ত্রকে হত্যা করার অবিসন্ধি রচনা করেছিলেন সেই সময়ের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর নেতৃত্বে থাকা কংগ্রেস দল। অপশাসনকে সুরক্ষা প্রদান করার জন্য বহু একনায়কত্ববাদী রাষ্ট্রনেতা গণতান্ত্রিক মূল্যবোধে বিশ্বাসী রাজনৈতিক প্রতিপক্ষদের বন্ধ কোথায় প্রেরণ করার অসংখ্য উদাহরণ রয়েছে। কিন্তু পরম্পরাগত গণতান্ত্রিক মূল্যবোধে বিশ্বাসী ভারতবর্ষে ইন্দিরা গান্ধী বিরোধী প্রত্যেক নেতার কণ্ঠ রোধ করার দুষকার্য বিশ্ববাসীকে স্তম্ভিত করে তুলেছিল বলে মন্তব্য করেছেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রী বলেন ১৯৭৫ সালের ২৫ জুনের মধ্য রাত থেকে দেশে যে জরুরীকালীন অবস্থা প্রবর্তন করা হয়েছিল তার কারণ কোনো হিংসাত্মক রাজনৈতিক কার্যকলাপ ছিল না। অথবা কোনো রাষ্ট্রদ্রোহের জন্য এই জরুরি অবস্থা প্রবর্তন করা হয়নি। বরং সেই জরুরীকালীন অবস্থা ছিল ইন্দিরা গান্ধীর আক্রোশ তথা ব্যক্তিগত রাজনৈতিক ক্ষমতার সর্বস্তরের বহিঃপ্রকাশ। তিনি বলেন যেই কংগ্রেস দল মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে ইংরাজদের শাসন উৎখাত করে দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার কাজে ভর্তি হয়েছিল, যেই কংগ্রেস স্বরাজ আঃেদালনে দেশের লক্ষ লক্ষ জনতার সমর্থন না আদায় করেছিল, ইন্দিরা গান্ধীর আমল থেকে সেই কংগ্রেস গান্ধী পরিবারের হয়ে কাজ করা শুরু করেছিল। দেশে গণতন্ত্রকে বারংবার কুঠার আঘাত করা হয়েছিল। ইন্দিরা গান্ধী এবং তার পরিবারের কংগ্রেসের অনুগতরা সেই সময়ে সরকারি যন্ত্রের অপব্যবহার এর মাধ্যমে প্রায় অধিকাংশ বিরোধী নেতানেত্রীকে কারাগারে নিক্ষেপ করেছিল। মুখ্যমন্ত্রী বলেন জাতীয় সুরক্ষার আঁচিলায় ইন্দিরা গান্ধী তার বিরোধীদের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ পরায়ণ হয়ে ওঠার কারন ছিল তার হতাশা এবং একটি গভীর বিচার তথা রাজনৈতিক সমস্যার থেকে উদ্ভব হওয়া আশঙ্কা বলে মন্তব্য করেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা বলেন জরুরীকালীন সময়ে সংবাদপত্রের কঃঠ রোধ করা হয়েছিল। জরুরীকালীন অবস্থার কলঙ্কিত সময়ে অসমে তৎকালীন কংগ্রেস সরকার বহু নেতাকে গ্রেফতার করে কারাগারে নিক্ষেপ করেছিল। সেই সময়ে রাজ্যের গণতন্ত্রের সেনানিরা গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। দেশে যাতে পুনরায় জরুরি অবস্থা ঘোষণা করা না যায় সেই ক্ষেত্রে গণতন্ত্রের সেনানিরা এক অভেদ্য রক্ষাকবচ ভারতবাসীকে দিয়ে গেছেন। গণতন্ত্র হোক কিংবা বাংলাদেশে যুদ্ধের সময় অংশগ্রহণ করা সৈনিকরা সৌর্য বীর্য এবং গৌরবের প্রতীক। গণতন্ত্রের সেনানিদের ভবিষ্যতে তাম্রপত্র প্রদানের বিষয়টি রাজ্য সরকার চিন্তা চর্চা করবে বলে আশ্বাস দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। এদিনের অনুষ্ঠানে ক্যাবিনেট মন্ত্রী রঞ্জিত কুমার দাস, অতুল বরা, পরিমল শুক্লবদ্য, কেশব মহন্ত, চন্দ্র মোহন পাটোয়ারী, অশোক সিংহল, সাংসদ কুইন ওজা, অন্যান্য মন্ত্রী এবং বিধায়করা, মুখ্য সচিব পবন কুমার বরঠাকুর প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

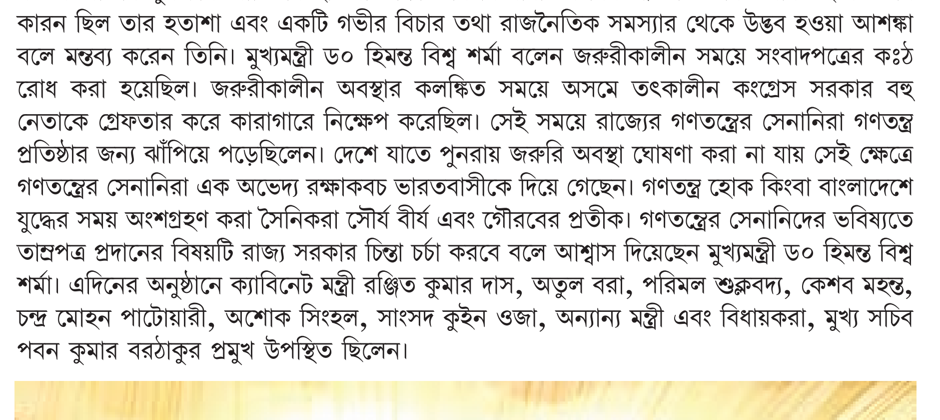

ডিলিমিটেশন নিয়ে রাজ্য জুড়ে আনন্দের পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে, কোথাও কোনো প্রতিবাদ নেই বলে মন্তব্য মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মার

এক্ষেত্রে আপত্তি থাকা একজন আহোম বিধায়ক পরের নির্বাচনে জিততে পারবেন না

সব্যসাচী শর্মা

গুয়াহাটি ঃ রাজ্যের লোকসভা এবং বিধানসভা কেন্দ্রের সীমানা পুনর্গঠনের ক্ষেত্রে ফের একবার প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করলেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। তিনি বলেন ডিলিমিটেশনের বিরুদ্ধে রাজ্যের কোথাও কোনো প্রতিবাদ নেই। প্রত্যেকেই খুশি। রাজ্যজুড়ে এক আনন্দ এবং উৎসবমুখর পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছে। ডিলিমিটেশন প্রক্রিয়ায় প্রকাশিত খসড়ায় যাদের কেন্দ্র বিলুপ্তি হয়েছে তারাই তাদের আপত্তির বিষয়টি বড়সড় আকারে প্রকাশ করে চলেছেন। এমনকি রাজ্যের একজন আহোম বিধায়ক এক্ষেত্রে সর্বাধিক তৎপর হয়ে রয়েছেন। তবে পরবর্তী নির্বাচনে এই আহোম বিধায়ক জয়ী হতে পারবে না বলে স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন তিনি।

উল্লেখ্য গুয়াহাটি মহানগরের পাঞ্জাবাড়ি স্থিত শ্রীমন্ত শংকরদেব কলাক্ষেত্রের প্রেক্ষাগৃহে আপাতকালীন সময়ে কংগ্রেস সরকারের নির্যাতনের বলি হওয়া গণতন্ত্র সেনানিদের সম্মান জানার উদ্দেশ্যে রবিবার এক অনুষ্ঠান আযো়জন করা হয়েছিল। এই অনুষ্ঠানের পর সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময়ে মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা বলেন ডিলিমিটেশনের খসড়া প্রকাশের পর থেকে রাভা জনগোষ্ঠী ব্যাপক আনন্দ উল্লাস প্রদর্শন করেছে। তবে শুধুমাত্র রাভা নয়, মরাণ মটক ইত্যাদি জনগোষ্ঠী, আহোম প্রত্যেকেই ডিলিমিটেশন নিয়ে সন্তোষ প্রকাশ করেছে। রাজ্যে কোথাও কোনো আন্দোলন নেই । সাময়িক কিছুটা আপত্তি এসেছে যাদের বিধানসভা কেন্দ্রের বিলুপ্তি ঘটেছে। এমনিতে সেই ধরনের কোনো প্রতিবাদ রাজ্যে নেই বলে মন্তব্য করেছেন তিনি।

মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা সাংবাদিকদের উদ্দেশ্য করে বলেন পুনর্গঠন জাতির উপর ভিত্তি করে হয় না। এই বিষয়ে যারা মন্তব্য করেন তাদের ভারতের সংবিধান আইন সম্পর্কে অল্প সামান্য ও জ্ঞান নেই। ভারত একটি ধর্মনিরপেক্ষ দেশ। ফলে প্রত্যেকের প্রতি চিন্তা করেই এখানে পুনর্গঠনের প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হয়। ধেমাজি লক্ষিমপুরে এই বিষয়ে ব্যাপক ফুর্তি রয়েছে। সেখানের আহোম নেতা মনোজ গগৈ এক্ষেত্রে মন্তব্য করে বারংবার নিজের সন্তুষ্টি প্রকাশ করেছেন। তাদের ন্যায় প্রদান করা হয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন বলে উল্লেখ করেন তিনি।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন ডিলিমিটেশন সংক্রান্তে শুধুমাত্র একজন আহোমের আপত্তিকে বিশাল বড় করে দেখানো হচ্ছে। সাংসদ পবিত্র মার্গেরিটা, মন্ত্রী যোগেন মোহন, বিধায়ক সুশান্ত বরগোহাই, মনোজ গগৈ প্রমুখ প্রত্যেকেই আহোম। কারো ডিলিমিটেশন নিয়ে কোনো অসুবিধা নেই। তবে যেহেতু ১৯ টি বিধানসভা কেন্দ্র উপজাতিদের। তারা শুধু অনুরোধ করেছেন যাতে এই বিষয়টির নজর দেওয়া হয়। যেখানে তাদের জনসংখ্যা বেশি সে কেন্দ্রটি যাতে উপজাতিদের অধীনে থাকে। এক্ষেত্রে পদক্ষেপ নেওয়ার আর্জি জানিয়েছেন তারা।সেই হিসেবে তিনি সেটা দেখে দেবেন বলে জানালেন মুখ্যমন্ত্রী। কিন্তু প্রচার মাধ্যমের চোখে শুধুমাত্র রাজ্যে একজনই আহোম রয়েছেন। তবে এই আহোম বিধায়ক পরের নির্বাচনে জয়ী হবে না এটা তিনি নিশ্চিত বলে মন্তব্য করেছেন। এই ডিলিমিটেশন প্রক্রিয়ার পর অসমে এবার ভূমিপুত্র, ভারতীয় মূলের নাগরিকদের আটকাতে কেউ পারবেনা বলে দৃঢ় সুরের ঘোষনা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। এখানে মুখ্যমন্ত্রী আহোম বলতে বিধায়ক অখিল গগৈকে বুঝিয়েছেন।

জেলাপরিষদের বিজেপি প্রার্থীর প্রচার

সিউড়ি (নিজস্ব প্রতিনিধি) ঃ ‐ বীরভূম জেলাপরিষদের চারনং আসনে বিজেপি প্রার্থী তীর্থঙ্কর ভট্টাচার্য । পেশায় আইনজীবী তীর্থঙ্কর ভট্টাচার্য । রবিবার থেকে প্রচার শুরু করলেন বিজেপি প্রার্থী তীর্থঙ্কর ভট্টাচার্য । দুবরাজপুর ব্লকের লক্ষ্মীনারায়ণপুর গ্রামপঞ্চায়েতের ঘাট গোপালপুর,লক্ষ্মীনারায়নপুর, পুংলাপুর,কাটাপালন,রামপুর সহ একাধিক গ্রামে বাড়ি বাড়ি প্রচার করেন । উপস্থিত ছিলেন দুবরাজপুর বিধানসভাকেন্দ্রের বিধায়ক অনুপ সাহা।

বিজেপির হাতে আক্রান্ত তৃণমূল আশঙ্কাজনক এক

সিউড়ি (নিজস্ব প্রতিনিধি) রবিবার রাতে মহম্মদবাজার ব্লকের কাপিষ্ঠা গ্রামপঞ্চায়েতের মুরালপুর গ্রামে তৃণমূলকর্মীরা প্রচার সেরে বাড়ি ফেরার পথে বিজেপির কিছু লোকজন তিনজন তৃণমূলকমীর উপর ওপর আক্রমণ করে বলে অভিযোগ । আক্রান্তরা হলো ‐ কপিসটা গ্রামপঞ্চায়েতের তৃণমূল বুথ সভাপতি রঞ্জিত মিস্ত্রি এবং মুস্তাকিম মিয়া ও জিতের হাসদা । রঞ্জিত ও জিতের সিউড়ি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন । মুস্তাকিম মিয়া আশঙ্কাজনক অবস্থায় কলকাতা পিজি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন । আক্রান্ত রঞ্জিত মিস্ত্রি বলেন, মিটিং করে ফেরার পথে সন্তু মন্ডল, তাপস দোলুই,বাবুলাল রায়ের নেতৃত্বে প্রায় পঁচিশজন বিজেপির লোকজন শাবল, কুড়ুল,তলোয়ার,রড দিয়ে আক্রমণ করে । মহম্মদবাজার থানায় অভিযোগ দায়ের করেছি ।

বীরভূমে আক্রান্ত অঞ্চল তৃণমূল সভাপতি

সিউড়ি (নিজস্ব প্রতিনিধি) ‐ ভোটের প্রচার সেরে বাড়ি ফেরার পথে ময়ূরেশ্বর দুইনং ব্লকের বোলেরা গ্রামের তারাপুকুর তেমাথা মোড়ের কাছে রবিবার সন্ধ্যায় ঢেকা অঞ্চল তৃণমূল সভাপতি মহম্মদ মোস্তফা শেখকে মারধর করার অভিযোগ উঠে বিজেপির বিরুদ্ধে । সিউড়ি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন মোস্তফা । মোস্তফা বলেন, প্রচার সেরে বাড়ি ফেরার সময় বিজেপির লোকজন আচমকা রড,বাঁশ, লাঠি দিয়ে প্রচন্ড মারধর করে ।

তৃনমূল কর্মীদের মারধরে গ্রেপ্তার দুই বিজেপি সমর্থক

সিউড়ি (নিজস্ব প্রতিনিধি) রবিবার রাতে মহম্মদবাজার ব্লকের কাপিষ্ঠা গ্রামপঞ্চায়েতের মুরালপুর গ্রামে তৃণমূলকর্মীরা প্রচার সেরে বাড়ি ফেরার পথে বিজেপির কিছু লোকজন তিনজন তৃণমূলকমীর উপর আক্রমণ করে । আক্রান্তরা হলো ‐ কপিসটা গ্রামপঞ্চায়েতের তৃণমূল বুথ সভাপতি রঞ্জিত মিস্ত্রি এবং মুস্তাকিম মিয়া ও জিতের হাঁসদা । রঞ্জিত ও জিতের সিউড়ি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন । মুস্তাকিম মিয়া আশঙ্কাজনক অবস্থায় কলকাতা পিজি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন । এইঘটনায় দুই বিজেপি সমর্থককে গ্রেপ্তার করেছে মহম্মদবাজার থানার পুলিশ । সোমবার সিউড়ি আদালতে তোলা হলে ধৃতদের চোদ্দোদিনের জেল হেফাজতের নির্দেশ দেন মহামান্য বিচারক । আইনজীবী সোমনাথ মুখার্জী বলেন, অভিযোগপত্রে একুশজনের নাম ছিল । মহম্মদবাজার থানার পুলিশ দুইজনকে ধরেছে তাদের মধ্যে একজনের নাম অভিযোগপত্রে ছিল আর আরেকজনের নাম অভিযোগপত্রে ছিল না । বিচারক কেস ডাইরি তলব করেছেন ।

বিশ্বকাপে খেলতে পারবে তো ওয়েস্ট ইন্ডিজ

লন্ডন (ওয়েবডেস্ক) ঃ তবে কী বিশ্বকাপে খেলার স্বপ্ন অনেকটাই শেষ হয়ে গেল ওয়েস্ট ইন্ডিজের! আজ নেদারল্যান্ডসের বিপক্ষে হারে এই সম্ভাবনাই এখন বেশি। ওয়েস্ট ইন্ডিজ সুপার সিক্সে উঠেছে শূন্য পয়েন্ট নিয়ে। যেখানে সুপার সিক্সে ওঠা গ্রুপ ‘এ’ এর অন্য দুই দল জিম্বাবুয়ে ও নেদারল্যান্ডসের পয়েন্ট ২।

জিম্বাবুয়ের হারারেতে নেদারল্যান্ডসের বিপক্ষে আজ ওয়েস্ট ইন্ডিজ হেরে যাবে, প্রথম ইনিংস পর হয়তো কেউ তা কল্পনাও করেনি। কারণ, টসে হেরে প্রথমে ব্যাট করতে নেমে নিকোলাস পুরানের সেঞ্চুরিতে ওয়েস্ট ইন্ডিজ তুলেছিল ৩৭৪ রান। কে জানত, এই নেদারল্যান্ডসই জেসন হোল্ডারদের বিপক্ষে সেই রান ছুঁয়ে ফেলবে। তেজা নিদামানুর সেঞ্চুরিতে ডাচরাও থামে ঠিক ৩৭৪ রানে। ম্যাচ গড়ায় সুপার ওভারে। সুপার ওভারে নেদারল্যান্ডসের সামনে দাঁড়াতেই পারেনি ওয়েস্ট ইন্ডিজ। হোল্ডারের করা সুপার ওভারে নেদারল্যান্ডসের অলরাউন্ডার লোগান ফন ভিক ক্রিজে এসে তোলেন ৩০ রান। ওভারের ৬ বলেই মারেন বাউন্ডারি। হোল্ডারের বলে ৩ ছক্কা ও আর ৩ চারে ম্যাচটা সেখানেই শেষ হয়ে যায়। সুপার ওভারে বল হাতেও আসেন ফন ভিক। ৫ বলের মধ্যেই ২ উইকেট তুলে নেন এই পেসার।

৩৭৫ রানের জবাবে নেদারল্যান্ডস শুরুটা করে দারুণ। দুই ওপেনার মিলে ১০.৪ ওভারে গড়েন ৭৬ রানের জুটি। ম্যাক্স’ও ডাউড ও বিক্রমজিত সিং, দুজনেই ৩০ এর ঘরে আউট হলেও তাঁদের স্ট্রাইকরেটই ছিল ১০০ এর বেশি। ১২৮ রানে ৩ উইকেট হারানো নেদারল্যান্ডসকে জয়ের স্বপ্ন দেখান মূলত নিদামানুর। স্কট এডওয়ার্ডসকে সঙ্গে নিয়ে গড়েন ৯০ বলে ১৪৩ রানের জুটি। ৬৮ বলে ক্যারিয়ারের দ্বিতীয় সেঞ্চুরি তুলে নেন এই ব্যাটসম্যান। দলের ৩২৭ রানে নিদামানুর আউট হলে ওয়েস্ট ইন্ডিজের দিকে ম্যাচ হেলে যায়। তবে ফন ভিক সেটা আর হতে দেননি। ২ ওভারে প্রয়োজন ৩০ রান এমন সমীকরণের সামনেও রোস্টন চেজের ১ ওভারে ২১ রান তুলে ম্যাচটাকে সহজ করে দেন তিনি।সুপার ওভারে না গিয়েই অবশ্য দলকে জেতানোর সুযোগ ছিল তাঁর। আলজারি জোসেফের করা ইনিংসের শেষ বলে তিনি আউট হলে ম্যাচ যায় সুপার ওভারে। তবে সুপার ওভারে নিজের কাজটা খুব ভালোভাবেই করেছেন এই অলরাউন্ডার।

এর আগে পুরানের ৬৫ বলে ১০৪ রানের ইনিংসে ৩৭৪ তোলে ওয়েস্ট ইন্ডিজ। ওয়েস্ট ইন্ডিজ ওপেনার ব্রেন্ডন কিং করেছেন ৭৬ রান।

মেসির উপহার ১ কোটি ৮৫ লাখ টাকায় শিশুদের জন্য বিক্রি করলেন নেইমার

প্যারিস ঃ লিওনেল মেসি ও নেইমারের বন্ধুত্বের গল্প সবারই জানা। বার্সেলোনায় থাকতে দুজনের বন্ধুত্বের সূত্রপাত। পিএসজিতে তা আরও গাঢ় হয়। সেই বন্ধুত্বের সুবাদেই মেসি পিএসজি ছাড়ার আগে নেইমারকে একটি উপহার দিয়ে এসেছিলেন। সে বস্তুটি আবার মেসি নিজেই উপহার হিসেবে পেয়েছিলেন পিএসজি সভাপতির নাসের আল খেলাইফির কাছ থেকে। তবে নেইমার কিন্তু মেসির দেওয়ার উপহার যত্ন করে তুলে রাখেননি। সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের সাহায্য করতে মেসির দেওয়া সেই উপহার কাজে লাগিয়েছেন পিএসজি ফরোয়ার্ড নেইমার।

ঘটনাটা জানিয়েছে ফ্রান্সের সংবাদমাধ্যম ‘লা পারিসিয়ান।’ ফ্রেঞ্চ লিগ আঁর গত মৌসুমে ক্লেরমঁর বিপক্ষে ৩ জুন পিএসজির হয়ে শেষ ম্যাচটি খেলেন মেসি।

এই ম্যাচের আগে ক্লাবটির সভাপতি নাসের আল খেলাইফি মেসি ও সের্হিও রামোসকে স্মারক উপহার দেন। মেসি পিএসজিতে ৩০ নম্বর জার্সি পরে খেলেছেন.এই জার্সি নম্বরকে সোনালি রঙে ভাস্কর্য বানিয়ে মেসির হাতে তুলে দেন ফরাসি ক্লাবটির সভাপতি। রামোসও একই রকম উপহার পান নাসের আল খেলাইফির কাছ থেকে। পিএসজি ছাড়ার আগে ক্লাবটিতে ৪ নম্বর জার্সি পরে খেলেছেন। কিন্তু মেসি পিএসজি সভাপতির সে উপহার নিজের কাছে রাখেননি। বন্ধু ও তখনকার ক্লাব সতীর্থ নেইমারের হাতে উপহারটি তুলে দিয়েছিলেন। ব্রাজিলিয়ান তারকা সেটি দারুণভাবেই কাজে লাগিয়েছেন। ব্রাজিলে নেইমারের নিজের নামে ফাউন্ডেশন আছে। সেই ফাউন্ডেশন থেকে বিভিন্ন দাতব্য কাজ করেন নেইমার। সমাজের সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের সাহায্য করেন। মেসির দেওয়া সেই উপহার এ জন্যই নিলামে তুলেছিলেন নেইমার। বেশ ভালো দামেই ভাস্কর্যটি বিক্রি হয়। ১ লাখ ৫৮ হাজার ইউরোয় (মুদ্রায় প্রায় ১ কোটি ৮৫ লাখ টাকা) এই ভাস্কর্য কিনে নেন ব্রাজিলের সংবাদকর্মী, ইউটিউবার ও স্ট্রিমার কাসিমিরো। নেইমারের কাছ থেকে এই ভাস্কর্য কেনার সুবিধাও পাচ্ছেন কাসিমিরো। একটি বিলাসবহুল বাড়িতে দুই রাত বিনা পয়সায় থাকার পাশাপাশি ব্রাজিলের অভিনেত্রী ডেবোরা সেক্কোর সঙ্গে নৈশভোজের সুযোগও পাবেন কাসিমিরো।

লাবুশেনও চান, ইংল্যান্ড ‘বাজবল’ খেলুক

লন্ডন ঃ ‘সে তো আউট হয়ে গেছে। ৪০ রান করে।’ এজবাস্টন টেস্টে জো রুটের ব্যাটিংয়ের প্রশংসা করছিলেন কেভিন পিটারসেন। তাঁর কথা শেষ হওয়ার পর শুধু ওপরের দুটি বাক্য বলেছিলেন রিকি পঃিটং। প্যাট কামিন্সকে দিনের প্রথম বলেই রিভার্স স্কুপ করার চেষ্টা বা স্কট বোল্যান্ডকে একই শটে ছক্কা মারা রুট দ্বিতীয় ইনিংসে করেছিলেন ৫৫ বলে ৪৬ রান। রুটের সে ইনিংসটিকে ‘অবিশ্বাস্য’ বলছেন মারনাস লাবুশেন। অস্ট্রেলিয়ার এ ব্যাটসম্যান চান, ইংল্যান্ড সিরিজজুড়েই এমন আক্রমণাত্মক ক্রিকেট খেলুক। সেটি তিনি উপভোগও করছেন দারুণ। তবে প্রতিপক্ষ হিসেবে ইংল্যান্ডের ‘বাজবল’-এর একটা সুবিধাও দেখছেন লাবুশেন। ২৮ জুন থেকে শুরু লর্ডস টেস্টের আগে আজ অনুশীলন করেছে অস্ট্রেলিয়া। লাবুশেন সেখানে ইংল্যান্ডের এই খেলার ধরন ও প্রথম টেস্টে নিজেদের পারফরম্যান্স নিয়ে বলেছেন, ‘মিথ্যা বলব না, ইংল্যান্ড যেভাবে খেলছে, সেটি উপভোগ করি। ক্রিকেট দর্শক হিসেবে এর আগের সিরিজগুলো দারুণ লেগেছে আমার। আমার মনে হয় এটি রোমাঞ্চকর, বিনোদনদায়ী, দেখতে দারুণ। তবে দিন শেষে আমাদের দলের যে মান, তার অনেক নিচের ক্রিকেট খেলেছি আমরা।’ এজবাস্টনে ২ উইকেটে হারার পর থেকে ইংল্যান্ডের পক্ষ থেকে বলা হচ্ছে, লর্ডসে আরও আক্রমণাত্মক ক্রিকেট খেলবে তারা। জ্যাক ক্রলি বা ওলি রবিনসন বলেছেন, লর্ডসের উইকেট তাঁদের খেলার ধরনের সঙ্গে বেশ মানানসই। লাবুশেন অবশ্য ভিন্ন কথাই বলছেন, ‘তারা আমাদের বোলারদের বিপক্ষে কেমন করে, সেটি দেখার কথা ছিল। সেটি যে করতে পারে, তারা দেখিয়েছে। তবে লর্ডসে যখন উইকেটে আরেকটু বেশি কিছু থাকবে, তখন কেমন হবে? প্রথম টেস্টের পর আমরা ১-০তে এগিয়ে। এটা আমাদের জন্য ইতিবাচক, কারণ আমার মনে হয় না নিজেদের সেরাটি খেলেছি।’ লাবুশেনের ইঙ্গিতটা পরিষ্কার, সেরাটা না খেলেও যদি এ ইংল্যান্ডকে হারানো যায়, তাহলে আরও ভালো খেললে স্বাগতিকদের অবস্থা খুব একটা ভালো হবে না। রুটের দ্বিতীয় ইনিংসের ব্যাটিংয়ের প্রসঙ্গ টেনে এরপর লাবুশেন বলেছেন, তাঁর অমন ব্যাটিংই অস্ট্রেলিয়াকে ম্যাচে রেখেছিল। লাবুশেন বলেন, ‘সে যেভাবে ব্যাটিং করছে, সেটি দুর্দান্ত। মানে সে যখন স্বাভাবিকভাবে ব্যাটিং করে, সেটির কথাই বলছি। সে সত্যিই ভালো খেলছে। তবে আমাদের দিক থেকে দেখলে, তার খেলার এই পদ্ধতি ও আর ওই শটগুলোই আমাদের ম্যাচে রেখেছিল।’ সেটি কীভাবে, লাবুশেন ব্যাখ্যা করলেন, ‘আমি দ্বিতীয় ইনিংসটি উদাহরণ হিসেবে দেব। তার সামনে বোধহয় সুযোগ ছিল ম্যাচটি আমাদের হাত থেকে পুরোপুরি ছিনিয়ে নেওয়ার। কিন্তু সে যেভাবে খেলছিল, সেটিই আমাদের ম্যাচে রেখেছিল। অবিশ্বাস্য এক ইনিংস খেলেছে, কিন্তু ৪০ (৪৬) রানেই আউট হয়ে গেছে। যদি ইনিংসটিকে সে ৮০ বা এর বেশি পর্যন্ত নিতে পারত, তাহলে আমাদের ৩০০ রান তাড়া করতে হতো। যেটি কঠিন একটা কাজ ছিল।’ এ কারণেই ইংল্যান্ডের খেলার ধরনের নিজেদের সুযোগ দেখছেন লাবুশেন, ‘তারা আক্রমণাত্মক ক্রিকেট খেলছে, সে ভিন্ন এক পদ্ধতিতে এগোচ্ছে। এটি দারুণ। কিন্তু এটিই আমাদের সুযোগ তৈরি করে দেয়। আশা করি, সিরিজের

কোনো একপর্যায়ে গিয়ে এটি কাজে লাগবে।’ রোমাঞ্চকর এক জয় পেলেও এজবাস্টন ব্যক্তিগতভাবে লাবুশেনের জন্য গেছে ভুলে যাওয়ার মতোই। প্রথম ইনিংসে গোল্ডেন ডাকের পর দ্বিতীয় ইনিংসে মাত্র ১৩ রান করেই ফিরে যান আইসিসি টেস্ট র‍্যাঙ্কিংয়ের তখনকার শীর্ষ ব্যাটসম্যান। দুবারই স্টুয়ার্ট ব্রডের বলে উইকেটের পেছনে জনি বেয়ারস্টোকে ক্যাচ দেন তিনি। অমনভাবে আউট হওয়ার পর হতাশ লাবুশেন বলেছেন, ‘আমি যেভাবে খেলি, সে দুটি আউট আসলে এর সঙ্গে যায় না। এ কারণেই আমি নিজেকে নিয়ে খুব হতাশ। নিজেকে প্রশ্নও করেছি, কেন ওই ডেলিভারিগুলোতে ব্যাট চালালাম?’ উত্তরও পেয়েছেন সে প্রশ্নের, ‘আমি নিজের মতো ব্যাখ্যা দাঁড় করিয়েছি। আর যাতে এমন না হয়, সেটি নিশ্চিত করতে কৌশল বা টেকনিকের দিক দিয়ে আমি কিছু করতে পারি কি না। ওসব বলে খেলাটা আমার জন্য মোটেও নিয়মিত ঘটনা নয়, ফলে খুব বেশি চিন্তাও করা যাবে না। তবে নিজেকে আমি ওই আউটগুলোর চেয়ে বেশ উঁচু মানেরই মনে করি।’ লাবুশেন অবশ্য কৃতিত্ব দিয়েছেন ব্রডকেও। সাধারণত ব্রডের বল ভেতরে ঢোকে, এ ভাবনা থেকে খেললেও লাবুশেনের বিপদ ঘটিয়েছে আউটসুইং। লাবুশেন বলেছেন, ‘প্রথম বলটিতে যা হয়েছে, বেশির ভাগ সময়ই খেলতে গিয়ে মিস করবেন, এরপর নিজেকেই বলবেন, সমস্যা নেই। তুমি ঠিকঠাক করতে পারবে। তবে আমি (রবিচন্দ্রন) অশ্বিনের ব্যাপারেও এটি বলেছি, যারা সময় নিয়ে হোমওয়ার্ক করে, খেলাটি বুঝে এবং নির্দিষ্ট কাউকে কীভাবে আউট করে সেটি খুঁজে বের করে। তাদের প্রতি আমার অনেক সম্মান। আর তারা যে সময় ও প্রচেষ্টা ব্যয় করেছে, সেটির ফল যদি মেলে, তাহলে তাদের কৃতিত্ব দিতেই হবে।’

ওয়ানডের দ্বিতীয় বৃহত্তম জয় এখন জিম্বাবুয়ের

থিরুভনন্থাপুরাম (ওয়েবডেস্ক) ঃ বছরের শুরুতেই রেকর্ডটা গড়েছিল রোহিত শর্মার ভারত। জানুয়ারি মাসে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে থিরুভনন্থাপুরামে ৩১৭ রানে জিতেছিল তারা। ওয়ানডের ৫৩ বছরের ইতিহাসে সেটিই ছিল সবচেয়ে বড় ব্যবধানে জয়। আজ সেই রেকর্ড আরেকটু হলেই ভেঙে দিতে পারত জিম্বাবুয়ে। হারারেতে ওয়ানডে বিশ্বকাপের বাছাইপর্বে যুক্তরাষ্ট্রকে তারা হারিয়েছে ৩০৪ রানে। প্রথমে ব্যাটিং করে ৬ উইকেটে ৪০৮ রান তুলে যুক্তরাষ্ট্রকে জিম্বাবুয়ে গুটিয়ে দিয়েছে ১০৪ রানে। ওয়ানডে ইতিহাসে সপ্তম দল হিসেবে স্কোরবোর্ডে ৪০০ রান তোলার দিন জিম্বাবুয়ে পেল দ্বিতীয় বৃহত্তম জয়। যুক্তরাষ্ট্র আসলে জিম্বাবুয়ের ৪০৮ রানের চাপেই ভেঙে পড়েছে। তাদের ২৫.১ ওভার স্থায়ী ইনিংসে সর্বোচ্চ ব্যক্তিগত সংগ্রহ অভিষেক পারাদকারের। ৩১ বলে ২৪ রান করেছেন তিনি। ২৬ বলে ২১ রান জেসি সিংয়ের। এর বাইরে ১৩ করেছেন গজানন্দ সিং। রানআউট হয়েছেন দুজন-শ্যারন জোনস ও শায়ান জাহাঙ্গীর। জিম্বাবুয়ের সিকান্দার রাজা ৫ ওভার বোলিং করে মাত্র ১৫ রান দিয়ে নিয়েছেন ২ উইকেট। ২টি উইকেট নিয়েছেন রিচার্ড এনগারাভা। ১টি করে নিয়েছেন ব্র্যাড ইভান্স, লুক জঙ্গুয়ে ও রায়ান বার্ল। জিম্বাবুয়ের জয়ের মূল নায়ক শন উইলিয়ামস। এই বাঁহাতি ব্যাটসম্যান খেলেছেন ১০১ বলে ১৭৪ রানের ইনিংস। ৫৬ রানের ওপেনিং জুটির পর উইলিয়ামস গাম্বিকে সঙ্গে নিয়ে দ্বিতীয় উইকেট জুটিতে যোগ করেন ১৬০ রান। উইলিয়ামস সেঞ্চুরি পূরণ করেন মাত্র ৬৫ বলে। চলমান বাছাইপর্বে উইলিয়ামসের এটি দ্বিতীয় ও সব মিলিয়ে সপ্তম ওয়ানডে সেঞ্চুরি। ১৫৩ ম্যাচের ওয়ানডে ক্যারিয়ারে উইলিয়ামসের এটি সর্বোচ্চ ইনিংসও। আগের সর্বোচ্চ অপরাজিত ১২৯, ২০১৮ সালে চট্টগ্রামে বাংলাদেশের বিপক্ষে। জিম্বাবুয়ের হয়ে উইলিয়ামসের চেয়ে বড় ইনিংস আছে মাত্র দুটি। সব মিলিয়ে সময়টা দুর্দান্তই কাটছে জিম্বাবুয়ে ক্রিকেট দলের। ওয়ানডে বিশ্বকাপের বাছাইপর্বে সুপার সিক্স নিশ্চিত করার পথে ওয়েস্ট ইন্ডিজকে হারিয়ে বিশ্বকাপের চূড়ান্ত পর্বের জন্য নিজেদের ফেবারিট হিসেবে তুলে ধরেছে। আজ এল তাদের ওয়ানডে ইতিহাসের সর্বোচ্চ সংগ্রহ ও ওয়ানডেতে দ্বিতীয় বৃহত্তম জয়। ওয়ানডেতে জিম্বাবুয়ের আগের সর্বোচ্চ ছিল ৩৫১৭, ২০০৯ সালে মোম্বাসায় কেনিয়ার বিপক্ষে। কিন্তু সেই ম্যাচে জিম্বাবুয়ে জিতেছিল ১৫১ রানে। তবে আজকের আগে ওয়ানডেতে জিম্বাবুয়ের সবচেয়ে বড় ব্যবধানে জয় ছিল নামিবিয়ার বিপক্ষে।

বিরল অথচ বাস্তব কিছু অদ্ভূত মানসিক সমস্যা

নিউ ইয়র্ক (ওয়েবডেস্ক)ঃ সিজোফ্রেনিয়া এবং বাইপোলার ডিসঅর্ডারের মতো মানসিক সমস্যার কথাই বেশিরভাগ মানুষ শুনে থাকে। কিন্তু কিছু কিছু মানসিক সমস্যা এতোটাই বিরল যে, মানসিক রোগ চিকিৎসকদের অনেকে সারা জীবনেও একবার এমন রোগীর দেখা পান না। মনোরোগবিদ্যায় সবচেয়ে অদ্ভূত ও বিরল পাঁচটি রোগ বা উপসর্গের কথা এখানে তুলে ধরা হলো।

১. ফ্রেগোলি সিনড্রোম

ফ্রেগোলি সিনড্রোমে আক্রান্ত ব্যক্তিরা মনে করে যে, আলাদা আলাদা ব্যক্তি আসলে এক জনই মানুষ, যে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ছদ্মবেশ ধারণ করে। যারা এই সমস্যায় ভোগেন তারা মনে করেন যে, তারা ছদ্মবেশধারী ব্যক্তির দ্বারা নির্যাতিত। এই সমস্যার নামকরণ করা হয়েছে ইতালির মঞ্চ অভিনেতা লিওপলডো ফ্রেগোলির নামানুসারে। তিনি মঞ্চে উপস্থিত থেকেই খুব দ্রুত চরিত্র পরিবর্তন করে ফেলতে পারতেন এবং এজন্য তিনি প্রসিদ্ধ ছিলেন।

ফ্রেগোলি সিনড্রোমের কোন চিকিৎসা নেই

ফ্রেগোলি সিনড্রোম আরো অনেক মানসিক সমস্যার পাশাপাশি ঘটে থাকে। যেমন বাইপোলার ডিসঅর্ডার, সিজোফ্রেনিয়া এবং অবসেসিভ কমপালসিভ ডিসঅর্ডার ইত্যাদি।

মানে সাধারণত ব্যক্তির মুড, আবেগ বা মানসিক অবস্থার বিপরীতমুখী পরিবর্তন ঘটে যেসব মানসিক অবস্থায়।

এছাড়া মস্তিষ্কে আঘাত এবং পারসিনসন্স ডিজিজ নামে স্নায়ুরোগের চিকিৎসায় ব্যবহৃত লেভোডোপা নামে ওষুধ গ্রহণের কারণেও এই রোগ দেখা দিতে পারে।

২০১৮ সালের এক গবেষণায় বলা হয় যে, প্রথমবার সনাক্ত হওয়ার পর বিশ্ব জুড়ে এ ধরণের উপসর্গে আক্রান্ত মাত্র ৫০ জন ব্যক্তির খোঁজ পাওয়া গেছে।

এরপর ২০২০ সালের এক গবেষণা অনুযায়ী, স্ট্রোকে ভোগা রোগীদের মধ্যে এক দশমিক এক শতাংশ ঘটনায় এ ধরণের সিনড্রোম দেখা দেয়ার আশঙ্কা রয়েছে।

এর মানে হচ্ছে এ পর্যন্ত ৫০ জনের চেয়ে বেশি মানুষ এই সিনড্রোমে আক্রান্ত হয়েছেন। কিন্তু তারপরও এটি বেশ বিরল মানসিক উপসর্গ।

ফ্রেগোলি সিনড্রোমের তেমন কোন চিকিৎসা নেই। তবে মানসিক রোগের চিকিৎসায় ব্যবহৃত কিছু ওষুধের মাধ্যমে এর উপসর্গ কমিয়ে আনা যায়।

২. কোটার্ড'স সিনড্রোম

কোটার্ড'স সিনড্রোম আক্রান্ত মানুষকে 'জীবন্মৃত' বা 'ওয়াকিং ডেড সিনড্রোম' আক্রান্ত বলে বর্ণনা করা হয়।

এ রোগে আক্রান্ত মানুষরা বিশ্বাস করে যে তারা মৃত এবং তাদের কোন অস্তিত্ব নেই। অনেকে আবার মনে করে যে তার দেহের কোন একটি অংশ সক্রিয় নেই।

এই রোগের নামকরণ করা হয়েছে ১৯ শতকের ফরাসি স্নায়ুরোগ বিশেষজ্ঞ জুলস কোটার্ড এর নামানুসারে। তিনি ১৮৮২ সালে প্রথম এই রোগের উপসর্গ বিষয়ে ধারণা দেন।

সিজোফ্রেনিয়া, বিষন্নতা এবং বাইপোলার ডিসঅর্ডারে ভোগা রোগীদের মধ্যে এই মানসিক উপসর্গ দেখা দেয়ার আশঙ্কা বেশি থাকে।

এছাড়া ভাইরাস প্রতিরোধী ওষুধ অ্যাসিক্লোভিরের বিরল পার্শ্বপ্রতিক্রিয়াতেও এ রোগের উপসর্গ দেখা দিতে পারে।

মস্তিস্কের যে অংশের সাহায্যে মানুষ চেহারা সনাক্ত করে এবং যে অংশ আবেগীয় বিষয়ের সাথে যুক্ত এই দুই অংশের মধ্যকার সংযোগ বিচ্ছিন্নতা ঘটলে তার কারণে এই উপসর্গ দেখা দিতে পারে।

বিরল এই উপসর্গের ক্ষেত্রে বিষণ্নতা প্রতিরোধী চিকিৎসা, মানসিক রোগের চিকিৎসা এবং মেজাজ স্থিতিশীল রাখার চিকিৎসা কার্যকর। এছাড়া ইলেক্ট্রোকনভালসিভ থেরাপিও কাজ করে।

৩. এলিয়েন হ্যান্ড সিনড্রোম

এলিয়েন হ্যান্ড সিনড্রোম বিশ্বের অন্যতম বিরল স্নায়ুরোগ গুলোর মধ্যে একটি। এতে আক্রান্ত ব্যক্তিরা মনে করে যে তার হাতের আলাদা একটি মন আছে এবং সেটি তার নিজের মর্জিমাফিক কাজ করে। একই সাথে আক্রান্ত ব্যক্তি মনে করেন যে তার হাত আসলে তার নিজের নয়।

এই সিনড্রোম প্রথম ১৯০৮ সালে সনাক্ত করা হয়। কিন্তু ১৯৭০ এর দশকের আগ পর্যন্ত এটি খুব পরিস্কার করে বা ভালভাবে বর্ণনা করা সম্ভব হয়নি।

'এলিয়েন হ্যান্ড সিনড্রোম' এই শব্দ প্রথম প্রচলন করেন আমেরিকার নিউরোফিজিওলজিস্ট জোসেফ বোগেন।

মস্তিষ্কের অস্ত্রোপচারের পর সেরে উঠছে এমন কিছু রোগীর মধ্যে দেখা দেয়া অদ্ভূত ও নতুন আচরণকে বর্ণনা করার জন্য তিনি এই শব্দগুচ্ছ ব্যবহার করেছিলেন।

এই সিনড্রোমে আক্রান্ত ব্যক্তিরা সংবেদনশীলতা প্রক্রিয়াগতকরণ বিষয়ক জটিলতায় ভোগে এবং মনে করে যে তাদের হাতের কাজের সাথে তারা জড়িত নয়।

গবেষণায় দেখা যায় যে, এই উপসর্গে আক্রান্ত ব্যক্তিরা প্রায়ই এলিয়েন হ্যান্ড এর নকল করে এবং বিশ্বাস করে যে তাদের হাতের উপর কোন আত্মা ভর করেছে বা কোন ভিনগ্রহের প্রাণি বা জীবের অস্তিত্ব রয়েছে তাদের হাতে।

এই রোগের কারণগুলোর মধ্যে রয়েছে ডিমেনসিয়া, স্ট্রোক, প্রিয়ন ডিজিজ (মস্তিস্কের এক ধরণের মারাত্মক রোগ), টিউমার এবং খিঁচুনি।

মারাত্মক ধরণের মৃগী রোগের চিকিৎসায় মস্তিস্কের ডান ও বাম সেরিব্রাল হেমিস্ফেয়ার আলাদা করার অস্ত্রোপচার করা হয়েছে এমন রোগীদের মধ্যেও এ ধরণের উপসর্গ দেখা দিতে পারে।

এই উপসর্গ খুবই বিরল।

২০১৩ সালের এক প্রতিবেদনে বলা হয় যে, চিকিৎসা বিষয়ক জার্নালগুলোতে এ পর্যন্ত ১৫০টি এ ধরণের ঘটনার উল্লেখ রয়েছে।

যদিও এখনো পর্যন্ত এই রোগের কোন চিকিৎসা নেই, তারপরও আক্রান্ত হাতকে ব্যস্ত রাখার মাধ্যমে এই উপসর্গ কিছুটা নিয়ন্ত্রণে রাখা যায়। আক্রান্ত হাতকে ব্যস্ত রাখতে এটিকে কিছু কাজ দেয়া হয় যেমন, কোন কিছু ধরে রাখতে দেয়া ইত্যাদি।

অন্য চিকিৎসার মধ্যে রয়েছে বটালিনাম টক্সিন ইনজেকশন এবং মিরর বক্স থেরাপি।

মিরর বক্স থেরাপি হচ্ছে একটি বাক্সের মধ্যে বিশেষ কায়দায় দুটি আয়না বসিয়ে সেটি 'অলীক অঙ্গের' (অঙ্গ অপসারণের পরও সেটি সেখানে রয়েছে এমনটা মনে করেন যিনি) ব্যথা দূর করার জন্য ব্যবহার করা হয়।

স্ট্রোকে আক্রান্ত রোগীদের মধ্যে এর চিকিৎসা বেশি কার্যকর হয়।

৪. সিনড্রোম ডি একবোম

একবোম'স সিনড্রোম হচ্ছে স্পর্শকাতর একটি হ্যালুসিনেশন (অবাস্তব কিছু দেখা) যেখানে আক্রান্ত ব্যক্তিরা বিশ্বাস করে যে তারা পরজীবী দ্বারা আক্রান্ত এবং মনে করে যে তাদের চামড়ার নিচে পোকামাকড় কিলবিল করছে।

এই উপসর্গের নামকরণ করা হয়েছে সুইডিশ নিউরোলজিস্ট কার্ল একবোমের নামানুসারে। তিনি ১৯৩০ এর দশকে প্রথম এই অবস্থার বর্ণনা করেন।

আক্রান্ত ব্যক্তি মনে করে যে তাদের চামড়ার নিচে পোকামাকড় কিলবিল করছে।

এই উপসর্গে কত লোকে আক্রান্ত তা এখনো অজানা। কিন্তু নতুন একটি গবেষণায় বলছে যে, যুক্তরাষ্ট্রের একটি বড় ক্লিনিকে বছরে অন্তত ২০টি এ ধরণের ঘটনা দেখা যায়।

একবোম সিনড্রোমে আক্রান্ত ১২২৩টি আলাদা ঘটনার বিশ্লেষণ থেকে দেখা গেছে যে, এই উপসর্গে বেশি আক্রান্ত হয় নারীরা (আক্রান্তের দুই তৃতীয়াংশ নারী) এবং ৪০ বছরের বেশি বয়সীরা বেশি ঝুঁকিতে থাকে।

এই উপসর্গ সাধারণত তিন থেকে চার ঘণ্টা স্থায়ী হয়।

একবোম সিনড্রোমের সাথে সম্পর্কযুক্ত অন্য স্বাস্থ্য সমস্যাগুলোর মধ্যে রয়েছে সিজোফ্রেনিয়া, মস্তিষ্কের রোগ, স্নায়ুর রোগ, এবং ব্যক্তিত্ব সম্পর্কিত জটিলতা।

এছাড়া যেসব ব্যক্তি অ্যালকোহল ত্যাগ করছেন, কোকেইন ব্যবহার করছেন, যাদের স্ট্রোক, ডিমেনসিয়া আছে এবং মস্তিষ্কের থ্যালামাস নামে অংশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এমন ব্যক্তিরাও এতে আক্রান্ত হতে পারে।

একবোম সিনড্রোমে আক্রান্ত রোগীরা বেশিরভাগ সময় মানসিক চিকিৎসা নিতে চান না। কারণ তারা বিশ্বাস করেন যে, এই সমস্যার জন্য শারীরিক চিকিৎসা দরকার।

৫. অ্যালিস ইন ওয়ান্ডারল্যান্ড সিনড্রোম

অ্যালিস ইন ওয়ান্ডারল্যান্ড সিনড্রোমকে টড সিনড্রোমও বলা হয়। এতে আক্রান্ত ব্যক্তির শারীরিক গঠন, দৃষ্টি, শ্রবণ, স্পর্শ এবং স্থান বা সময় সম্পর্কিত অনুভূতি যথার্থ থাকে না।

এতে আক্রান্ত ব্যক্তিরা মনে করে যে, তাদের আশেপাশে থাকা জিনিসপত্র আকারে বাস্তবের তুলনায় অনেক ছোট, অন্যদিকে আশে পাশে থাকা মানুষ বাস্তবের তুলনায় আকারে অনেক বড়।

এর বিপরীত অনুভূতিও হয় ¯ যেখানে আক্রান্ত ব্যক্তি মনে করে যে, জিনিসপত্র বাস্তবের তুলনায় অনেক বড় এবং মানুষজন আকারে অনেক ছোট।

এসব অভিজ্ঞতার সাথে কিছু মস্তিষ্ক বিকৃতি দেখা দিতে পারে।

এই উপসর্গ কী পরিমাণে দেখা যায় সে বিষয়ে খুব একটি জানা যায় না। তবে শিশুদের মধ্যে এবং মাইগ্রেনে আক্রান্ত ব্যক্তিরদের মধ্যে এ ধরণের উপসর্গ বেশি দেখা যায়।

এতে আক্রান্ত ব্যক্তি ভয় পেয়ে থাক এবং ঘাবড়ে যায়। এ কারণে চিকিৎসা হিসেবে বিশ্রাম এবং অবসরের পরামর্শ দেয়া হয়ে থাকে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এই উপসর্গ খুব বেশি দিন স্থায়ী হয় না।

অ্যালিস ইন ওয়ান্ডারল্যান্ড সিনড্রোম নিয়ে সম্প্রতি করা এক বিশ্লেষণে জানা যায়, আক্রান্তদের মধ্যে অর্ধেকই চিকিৎসার মাধ্যমে আরোগ্য লাভ করে।

টুকরো খবর

বাংলাদেশের জাতীয় সংসদে ২০২৩-২৪ অর্থবছরের বাজেট পাস

ঢাকা (ওয়েবডেস্ক)ঃ বাংলাদেশের জাতীয় সংসদ ২০২৩-২৪ অর্থবছরের জন্য ৭ লাখ ৬১ হাজার ৭৮৫ কোটি টাকার জাতীয় বাজেট পাস করেছে। এই বাজেটে, জিডিপি প্রবৃদ্ধির লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে ৭ দশমিক ৫ শতাংশ, আর বার্ষিক মূল্যস্ফীতি ধরা হয়েছে প্রায় ৬ শতাংশ। সোমবার জাতীয় সংসদে এই বাজেট পাস করা হয়। অর্থমন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা কামাল, ১১ লাখ ১০ হাজার ৮৪০ কোটি টাকার বরাদ্দ চেয়ে বরাদ্দকরণ বিল ২০২৩ উত্থাপন করলে, তা কণ্ঠভোটে পাস হয়। এর আগে, সংসদ কিছু পরিবর্তনসহ অর্থ বিল২০২৩ পাস করেছে জাতীয় সংসদ। সরকারের প্রযোজেনীয় উন্নয়ন ও অনুন্নয়ন ব্যয় মেটানোর জন্য অর্থ বরাদ্দে, সংসদের অনুমোদনের জন্য অর্থ মন্ত্রণালয় উত্থাপিত প্রস্তাবএর পরিপ্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীরা অনুদানের জন্য ৫৯টি দাবির মাধ্যমে স্ব স্ব মন্ত্রণালয়এর ব্যয়যৌক্তিকতা পেশ করেন। এর আগে, বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের ৫৯টি দাবিতে, বিরোধী সদস্যদের মোট ৫০৩টি কর্তন প্রস্তাব কন্ঠভোটে প্রত্যাখ্যান করে জাতীয় সংসদ। জাতীয় পার্টি ও গণফোরামসহ মোট ১০ জন সংসদ সদস্য বাজেটে তাদের ছাঁটাই প্রস্তাব পেশ করেন। ছাঁটাই প্রস্তাব উত্থাপন করা সংসদ সদস্যরা হলেন কাজী ফিরোজ রশীদ, রুস্তম আলী ফরাজী, মুজিবুল হক, ফখরুল ইমাম, পীর ফজলুর রহমান, শামীম হায়দার পাটোয়ারী, বেগম রওশন আরা মান্নান, হাফিজ উদ্দিন আহমেদ, মোকাব্বির খান ও রেজাউল করিম বাবলু। পরে, স্পিকার ড. শিরীন শারমিন চৌধুরী দুপুরের খাবারের বিরতি না দিয়ে, বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের অনুদানের দাবি পাসের প্রক্রিয়া দ্রুততর করেন। বরাদ্দ বিল পাস হওয়ার সময় বিরোধী ও স্বতন্ত্র সাংসদরা অধিবেশনে উপস্থিত ছিলেন এবং তারা বিলটি পাস করতে আপত্তি তোলেননি। অর্থমন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা কামাল ১ জুন ২০২৩-২৪ অর্থবছরের জন্য, ৭ লাখ ৬১ হাজার ৭৮৫ কোটি টাকার বাজেট পেশ করেছন। এই আকার জিডিপির ১৫ দশমিক ২ শতাংশ। বাজেটে ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত, জ্ঞানভিত্তিক, এবং ২০৪১ সালের মধ্যে 'স্মার্ট বাংলাদেশ' নিশ্চিত করার নীতির প্রতিফলন রয়েছে। বাজেটে, পরিচালন ও অন্যান্য খাতে বরাদ্দ রাখা হয়েছে ৪ লাখ ৩৬ হাজার ২৪৭ কোটি টাকা এবং বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে রয়েছে ২ লাখ ৬৩ হাজার কোটি টাকা। মোট রাজস্ব ধরা হয়েছে ৫ লাখ কোটি টাকা। এর মধ্যে, ৪ লাখ ৩০ হাজার কোটি টাকা জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এবং ৭০ হাজার কোটি টাকা অন্যান্য উৎস থেকে সংগ্রহ করা হবে। এদিকে, ২০২৩-২৪ অর্থবছরের বাজেটে সামগ্রিক ঘাটতি দাঁড়াবে ২ লাখ ৬১ হাজার ৭৮৫ কোটি টাকা, যা জিডিপির ৫ দশমিক ২ শতাংশ। মোট ঘাটতির মধ্যে ১ লাখ ৫৫ হাজার ৩৯৫ কোটি টাকা অভ্যন্তরীণ উৎস থেকে এবং ১ লাখ ২ হাজার ৪৯০ কোটি টাকা বাইরের উৎস থেকে অর্থায়ন করা হবে।

ব্যাংল্যাদেশ থেকে আরো শান্তিরক্ষী নিয়োগে বিশেষ বিবেচনা করা হবে ঃল্যাক্রোইক্স

ঢাকা ঃ ঢাকা সফররত জাতিসংঘের শান্তিরক্ষা বিষয়ক আন্ডার সেক্রেটারি জেনারেল জিন পিয়েরে ল্যাক্রোইক্স বাংলাদেশ থেকে আরো শান্তিরক্ষী নিযোগের বিষয়ে বিশেষ বিবেচনার আশ্বাস দিয়েছেন। ২৫ জুন সেনাবাহিনী সদর দপ্তরে, ভারপ্রাপ্ত সেনাপ্রধান লেফটেন্যান্ট জেনারেল আতাউল হাকিম সারওয়ার হাসানের সঙ্গে সাক্ষাৎকালে ল্যাক্রোইক্স এ আশ্বাস দেন। ভারপ্রাপ্ত সেনাপ্রধান সফররত জাতিসংঘের আন্ডার সেক্রেটারি জেনারেলকে শান্তিরক্ষা মিশনে আরো বাংলাদেশি শান্তিরক্ষী নিযোগের অনুরোধ জানান। ল্যাক্রোইক্স জাতিসংঘ মিশনে নিযোজিত বাংলাদেশি শান্তিরক্ষীদের অবদানএর প্রশংসা করেন এবং বাংলাদেশ থেকে আরো শান্তিরক্ষী নিযোগের বিষয়ে বিশেষ বিবেচনার আশ্বাস দেন। দীর্ঘ সময় ধরে সর্বোচ্চ সংখ্যক শান্তিরক্ষী পাঠানোর জন্য, বাংলাদেশ এবং বিশেষ করে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীকে ধন্যবাদ জানান ল্যাক্রোইক্স । বৈঠকে ভবিষ্যৎ শান্তিরক্ষা মিশনে গুরুত্বপূর্ণ নিযোগের জন্য বাংলাদেশি, বিশেষ করে নারী শান্তিরক্ষীদের নিযোগের বিষয়ে আলোচনা হয়।ভারপ্রাপ্ত সেনাপ্রধান জাতিসংঘ কর্মকর্তাকে ধন্যবাদ জানান। জাতিসংঘের আন্ডার সেক্রেটারি জেনারেল চলতি বছরের ডিসেম্বরে ঘানার রাজধানী আক্রায় অনুষ্ঠিতব্য শান্তিরক্ষা মন্ত্রী পর্যায়ের প্রস্তুতি সম্মেলনে যোগ দিতে বাংলাদেশ সফরে এসেছেন। বাংলাদেশ, কানাডা ও উরুগুয়ে যৌথভাবে আযোজন করছে 'ওমেন ইন পিস' শীর্ষক এই সম্মেলন। গত কয়েক দশক ধরে জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশন যে গতিশীল প্রবণতা অর্জন করেছে, তাতে বাংলাদেশ একটি অগ্রণী অবস্থানে রয়েছে। গত কয়েক বছর ধরে শান্তিরক্ষী পাঠানোর ক্ষেত্রে বাংলাদেশ শীর্ষ দেশ।

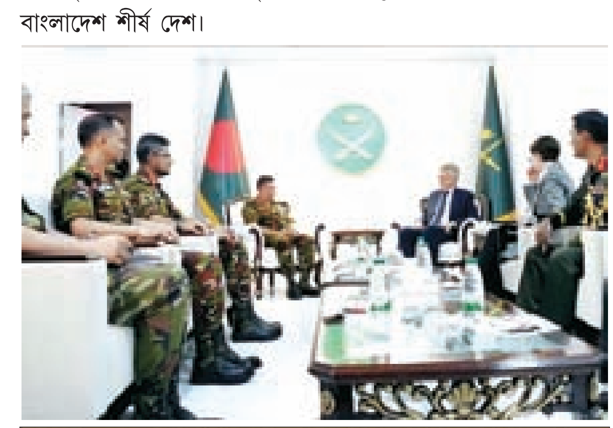

‘৩৩ পুলিশ ও ১০ নেতার বিরুদ্ধে দূতাবাসে নালিশ’

ঢাকা (এজেন্সী) ঃ কালেরকণ্ঠের শিরোনাম, ৩৩ পুলিশ ও ১০ নেতার বিরুদ্ধে দূতাবাসে নালিশ। এই খবরটিতে বলা হয়েছে, রাজনৈতিক কর্মসূচিতে বাধা, হামলা ও নেতাকর্মীদের বিরুদ্ধে নির্যাতনের অভিযোগ এনে পুলিশ সদস্য এবং ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ নেতাদের তালিকা করে বিদেশি দূতাবাস, আন্তর্জাতিক সংস্থা এবং মানবাধিকার সংগঠনে পাঠাচ্ছে বিএনপি। গতকাল রবিবার পর্যন্ত ছয়টি ঘটনার তথ্যউপাত্ত পাঠিয়েছে দলটি। আরো পাঁচছয়টি ঘটনার তথ্য সংগ্রহ করে তা যাচাইবাছাই করছে তারা। গত ২৪শে মে বাংলাদেশের জন্য যুক্তরাষ্ট্রের নতুন ভিসানীতি ঘোষণার পর ঘটা ঘটনাগুলোই এসব চিঠিতে স্থান পেয়েছে। এ প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত বিএনপির দায়িত্বপ্রাপ্ত নেতারা কালের কণ্ঠকে এ তথ্য জানিয়েছেন।

ঢাকায় আসছে উচ্চপর্যায়ের মার্কিন প্রতিনিধি দল যুগান্তর পত্রিকার শিরোনাম এটি। এতে বলা হয়েছে, মার্কিন পররাষ্ট্র দফতরের রাজনীতিবিষয়ক আন্ডার সেক্রেটারি ভিক্টোরিয়া নুল্যান্ডের নেতৃত্বে চার সদস্যের একটি উচ্চপর্যায়ের মার্কিন প্রতিনিধি দল আগামী মাসে ঢাকা সফরে আসছে। ওই প্রতিনিধি দলে দক্ষিণ ও মধ্য এশিয়াবিষয়ক সহকারী পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডোনাল্ড লু'র নামও রয়েছে বলে সূত্রে জানা গেছে। এ নিয়ে জানতে চাইলে পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. একে আব্দুল মোমেন রোববার যুগান্তরকে বলেছেন, আমরা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে অব্যাহতভাবে যুক্ত আছি। এটা ভালো দিক যে, তারা আমাদের বক্তব্যগুলো ইতিবাচকভাবে শুনছেন।

বিদ্রোহের পর পুতিন এখন কী করবেন? ওয়াগনার গ্রুপের কী হবে?

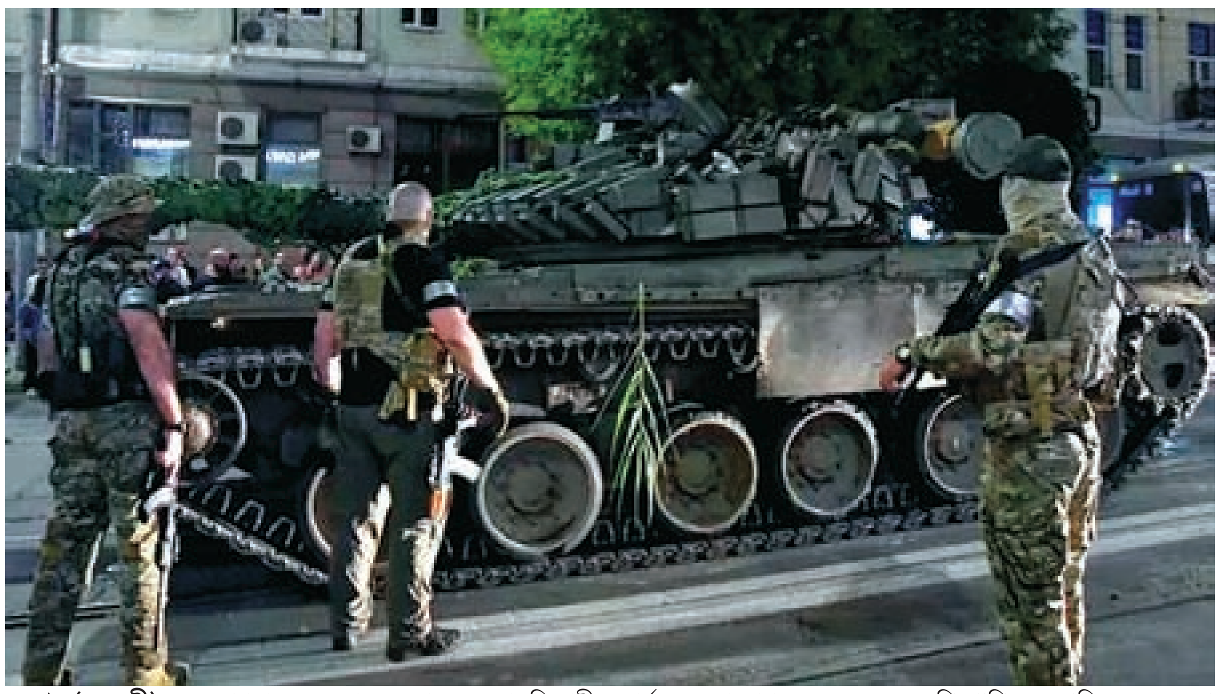

মস্কো (এজেন্সী) ঃ ওয়াগনার গ্রুপের ভাড়াটে সৈন্যদের বিদ্রোহের পর মস্কোতে জারি করা জরুরী নিরাপত্তা ব্যবস্থা এখনও বহাল রয়েছে। ওই ঘটনায় রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের অবস্থান নড়বড়ে হয়ে পড়েছিল বলে মনে করেন অনেক বিশ্লেষক।

যদিও দ্রুতই পরিস্থিতি সামাল দিতে চুক্তি করেছে ক্রেমলিন এবং ওয়াগনার বাহিনী। কিন্তু অনেক প্রশ্ন এখনও অমীমাংসিত রয়ে গিয়েছে।

পুতিন এরপর কী করবেন?

ওয়াগনার বিদ্রোহের ২৪ ঘণ্টায় ভ্লাদিমির পুতিনকে যে বিশাল চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে হয়েছে এমনটা তার ক্ষমতা গ্রহণের দুই দশকের মধ্যে কখনো হয়নি।

উত্তেজনা প্রশমন হলেও ঝুঁকি এখনো কিছু রয়েছে বলে মনে করেন অনেক বিশ্লেষক। রাশিয়ার বিশেষজ্ঞরা বলছেন যে, পুতিনকে খুব শক্তিশালী ভূমিকায় দেখা যাচ্ছে না। বরং তাকে বিধ্বস্ত মনে হচ্ছে।

শনিবার সকালে রাশিয়ার রাষ্ট্রীয় টেলিভিশনে দেয়া ভাষণে মি. পুতিন যে বক্তব্য দিয়েছেন তাতে ওয়াগনারের বিরুদ্ধে তার ঘৃণা এবং বিশ্বাসঘাতকতার অভিযোগ প্রতিফলিত হয়েছে।

ওই ভাষণে তিনি ওয়াগনার নেতা ইয়েভগেনি প্রিগোশিনের বিরুদ্ধে ‘পিছন থেকে ছুরি মারা’ এবং রাষ্ট্রদ্রোহিতার অভিযোগ আনেন। এরপর থেকে রাশিয়ার প্রেসিডেন্টকে জনসমক্ষে দেখা যায়নি এবং সামনে তিনি নতুন কোন ভাষণ দেবেন কিনা সেটাও পরিকল্পনা করা হয়নি।

রবিবার রাষ্ট্রীয় টিভিতে আগে থেকে রেকর্ড করা সাক্ষাৎকারে ¯ যা বিদ্রোহের আগে রেকর্ড করা হয়েছিল ¯ সেখানে মি. পুতিন বলেছিলেন যে তিনি ইউক্রেন যুদ্ধের অগ্রগতির বিষয়ে আত্মবিশ্বাসী।

প্রেসিডেন্ট পুতিন এই মুহূর্তে রাজধানী মস্কোতে আছেন কিনা তা নিশ্চিত করে বলা যাচ্ছে না। মস্কোতে এখনও সন্ত্রাসবিরোধী নিরাপত্তা ব্যবস্থা বহাল রয়েছে।

কেউ কেউ ধারণা করছেন মি. পুতিন কোন না কোনভাবে আক্রমণ করবেন ¯ ইউক্রেনে সেনা হামলা অথবা রাশিয়ার অভ্যন্তরে বিরোধীদের ওপরও হতে পারে সে হামলা।

পোলিশ এমইপি রাদেক সিকোরস্কি মনে করেন, এই ঘটনার পর মি. পুতিনের শাসন ‘একই সাথে আরও কর্তৃত্ববাদী এবং আরও নৃশংস’ হয়ে উঠতে পারে।

বিদ্রোহের পেছনের প্রধান ব্যক্তি, ইয়েভগেনি প্রিগোশিন, একজন স্বাধীন মানুষ।

তিনি রাশিয়ার সামরিক নেতৃত্বকে উৎখাতের চেষ্টা করলেও তার বিরুদ্ধে সশস্ত্র বিদ্রোহের অভিযোগ তুলে নেয়া হয়েছে।

তবে ক্রেমলিন এবং ওয়াগনারের মধ্যে যে চুক্তি হয়েছিল তার পুরো বিবরণ জানা যায়নি।

প্রিগোশিন রাতের আধারে মিলিয়ে যাবেন, রুশ বিশ্লেষকরা তা আশা করেন না।

এই ভাড়াটে গ্রুপের নেতা দীর্ঘদিন পর্দার আড়ালে কাজ করছেন। অথচ তিনি ইউক্রেনের হাজার হাজার যোদ্ধা জন্য এমনকি প্রেসিডেন্ট পুতিনের জন্য বেশ গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব।

তিনি ক্রেমলিনের জন্য বছরের পর বছর বিতর্কিত কাজ করেছেন। বিশেষ করে সিরিয়ায় যুদ্ধ থেকে শুরু করে ২০১৪ সালে ইউক্রেন যুদ্ধ পর্যন্ত, যখন ক্রাইমিয়া রাশিয়ার সঙ্গে যুক্ত হয়।

কিন্তু মি. পুতিনের কর্তৃত্বকে চ্যালেঞ্জ করার পরে ¯ এবং কারো কারো মতে রুশ প্রেসিডেন্টকে অপমান করার পরে প্রশ্ন উঠেছে ¯প্রিগোশিনের নিরাপত্তার কী গ্যারান্টি দেওয়া হয়েছে?

সামনে তার ভূমিকা কী হবে সেই উত্তর জানা এখনও বাকি রয়েছে।

পর্যবেক্ষকরা প্রশ্ন করছেন যে, বেলারুশিয়ান নেতা আলেকজান্ডার লুকাশেঙ্কো প্রিগোশিনের উপর কতটা নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম হবেন ¯ যদি তিনি সত্যিই মিনস্কে যান? এবং, ওয়াগনার বাহিনী তাকে অনুসরণ করলে, তারা রাশিয়া, বেলারুশ এবং ইউক্রেনের জন্য কী হুমকি সৃষ্টি করবে?

ইয়েভগেনি প্রিগোশিনের সংক্ষিপ্ত বিদ্রোহ ক্রেমলিনের সাথে তাদের রাজনৈতিক মতপার্থক্যকে সামনে এনেছে।

এই সশস্ত্র বিদ্রোহের আগে, ইউক্রেনের বিরুদ্ধে মি. পুতিনের যুদ্ধে কয়েক হাজার ওয়াগনার ভাড়াটে সৈন্য অংশ নিয়েছিল। কিন্তু স্বাধীন সেনাবাহিনী হিসেবে ওয়াগনারের দিন শেষ হয়ে আসছে।

কিন্তু স্বল্পস্থায়ী বিদ্রোহ শেষ হওয়ার সাথে সাথে ¯ এবং প্রিগোশিন এখন দৃশ্যত নির্বাসনে যাচ্ছেন ¯ এই অবস্থায় অনেকেরই প্রশ্ন যে এখন তার যোদ্ধারা কী করবে।

বিদ্রোহের সাথে জড়িতদের বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রত্যাহার করা হয়েছে বলে মনে হচ্ছে। সোশ্যাল মিডিয়ার ভিডিওতে দেখা গেছে ওয়াগনার সৈন্যরা রোস্তভ অন ডন শহর ছেড়ে চলে যাচ্ছেন, যেখানে তারা সামরিক ঘাঁটির নিয়ন্ত্রণ নিয়েছিল।

রোস্তভ এবং মস্কোর মাঝামাঝি থাকা ভোরোনজের গভর্নর বলেছেন, ওয়াগনার বাহিনী তার অঞ্চলও ছেড়ে যাচ্ছে।

এটা স্পষ্ট নয় যে, তারা এখন কেবল সহযোগিতা করবে নাকি রাশিয়ার নিয়মিত সামরিক বাহিনীতে একীভূত হবে ¯ বা রাশিয়ার নিয়মিত সৈন্যরা এখন স্বেচ্ছায় তাদের সাথে কাজ করবে কিনা, তা পরিস্কার নয়।

তারা কি কেবল ইউক্রেনের বিদ্যমান বিরোধপূর্ণ অঞ্চলে যুদ্ধে করতে যাবে, যেমনটা রুশ রাষ্ট্রীয় গণমাধ্যম বলছে?

কিছু বিশ্লেষক উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন যে, যোদ্ধারা প্রিগোশিনকে পশ্চিমে অনুসরণ করতে পারে যদি তিনি বেলারুশে যান ।

ওয়াগনার গ্রুপ ইউক্রেনের যুদ্ধে সবচেয়ে সফল সৈন্য দল পাঠিয়েছে, যদিও এর অনেক যোদ্ধাকে কারাগার থেকে আনা হয়েছে, স্বাধীনতার প্রতিশ্রুতি দিয়ে ফ্রন্টলাইন সার্ভিসের হয়ে লড়াই করতে প্রলুব্ধ করা হয়েছে।

উদাহরণস্বরূপ, বাখমুত শহর রাশিয়ার দখলে আনতে এই ওয়াগনার সৈন্যদের ব্যাপক সম্পৃক্ততা ছিল।

রাশিয়া দাবি করেছে যে, ওয়াগনার বাহিনীর বিদ্রোহ এখন পর্যন্ত ইউক্রেন অভিযানে কোন প্রভাব ফেলেনি।

তবে, যা ঘটছে রুশ বাহিনী নিঃসন্দেহে সে ব্যাপারে জানতে পেরেছে এবং এ খবরে তারা হতাশ হতে পারে।

শনিবারের ঘটনার পর আগামী দিনগুলোয় কী ধরণের প্রতিক্রিয়া হতে পারে, সেটি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে কেউ কেউ বলছেন যে, রাশিয়ায় সামনের দিনগুলোয় প্রতিদ্বন্দ্বী ইউনিটগুলির মধ্যে লড়াই শুরু হতে পারে।

ইউক্রেনে, রাশিয়া তার সম্পৃক্ততা বাড়াতে পারে এমন উদ্বেগের মধ্যে সামরিক নেতারা সীমান্তের অস্থিতিশীলতার সুযোগ নিতে পারে।

কিয়েভের বাহিনী দখলদারদের দখলকৃত এলাকা পুনরুদ্ধার করতে পাল্টা আক্রমণ শুরু করেছে এবং তাদের বিশ্বাস যে রাশিয়ার এই অস্থিরতা তাদের জন্য ‘বড় সুযোগ’ তৈরি করবে। ইউক্রেনে নিযুক্ত সাবেক মার্কিন রাষ্ট্রদূত বিল টেলর বিবিসিকে বলেছেন, ওয়াগনার যোদ্ধাদের আকস্মিক বিদ্রোহের ফলে রাশিয়ার যে কৌশলগত দুর্বলতা সামনে এসেছে তা কাজে লাগাতে ইউক্রেনীয় বাহিনী ‘ভাল অবস্থানে’ রয়েছে।

প্রিগোশিনের বিদ্রোহের বিষয়ে মার্কিন গুপ্তচর সংস্থাগুলো আগে থেকেই ইঙ্গিত পেয়েছিল। এই সপ্তাহের শুরুতে কংগ্রেসের প্রধান নেতাদের পাশাপাশি প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনকে বিষয়টি জানানো হয়, মার্কিন মিডিয়ার প্রতিবেদন তাই বলছে। সিএনএন জানিয়েছে, মার্কিন গোয়েন্দারা দেখেছে যে, ভাড়াটে গোষ্ঠীর নেতা রাশিয়ার সীমান্তের কাছে অস্ত্র, গোলাবারুদ এবং অন্যান্য সরঞ্জাম সংগ্রহ করছেন।

নিউইয়র্ক টাইমস বলছে, মার্কিন গোয়েন্দা প্রধানরা কয়েক মাস ধরে প্রিগোশিন এবং রাশিয়ান প্রতিরক্ষা কর্মকর্তাদের মধ্যে বিরূপ সম্পর্কের উপর নজর রাখছিলেন এবং গোয়েন্দারা মনে করেন যে ইউক্রেনের যুদ্ধ ওয়াগনার এবং রুশ সামরিক বাহিনী উভয়ের জন্যই খারাপ হয়েছে।

এদিকে, ওয়াশিংটন পোস্ট বলেছে যে যুক্তরাষ্ট্র হয়তো জেনেছে যে প্রিগোশিন জুনের মাঝামাঝি থেকে কিছু পরিকল্পনা করছেন।

এর মূল লক্ষ্য ছিল ১০ই জুন রাশিয়ার প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের একটি ডিক্রি। যেখানে মন্ত্রণালয় ওয়াগনার গ্রুপের মতো সমস্ত বিদ্রোহী দলগুলোকে নির্দেশ দিয়েছিল ¯ সরকারের সাথে চুক্তি স্বাক্ষর করতে, যা কার্যকরভাবে প্রিগোশিনের ভাড়াটে সৈন্যদের দখলে নেওয়া হবে।

প্রেসিডেন্ট পুতিনকেও তার নিজস্ব গোয়েন্দারা বলেছিল যে প্রিগোশিন কিছু একটা ষড়যন্ত্র করছে।

ঠিক কখন মি. পুতিনকে বলা হয়েছিল তা স্পষ্ট নয়, তবে সেটি ‘অবশ্যই ২৪ ঘণ্টারও বেশি সময় আগে’ ছিল, শনিবার এক মার্কিন কর্মকর্তার বরাত দিয়ে পত্রিকাটি বলেছে।

সঙ্কট ঘনীভূত হওয়ার সাথে সাথে মি. পুতিন জাতির উদ্দেশ্যে যে ভাষণ দিয়েছেন সেখানে দেখা যায় যে তিনি এই হুমকিকে কতটা গুরুত্বের সাথে দেখছেন।

টেলিগ্রামে একজন শীর্ষস্থানীয় রাশিয়া বিশ্লেষক তাতিয়ানা স্ট্যানোভায়া লিখেছেন, এলিট বাহিনীর মধ্যে অনেকেই ব্যক্তিগতভাবে পুতিনকে দোষারোপ করবে যে সবকিছু এতদূর গড়াল অথচ প্রেসিডেন্টের কাছ থেকে যথাযথ প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। কিন্তু এই পুরো ঘটনাটি পুতিনের অবস্থানের জন্যও একটি আঘাত। যদিও সামগ্রিক রুশ জনমত সম্পর্কে এক কথায় কিছু বলা কঠিন। কেননা রোস্তভ শহরে ওয়াগনার ইউনিট চলে যাওয়ার সময় বেসামরিক মানুষ তাদের যেভাবে সাধুবাদ জানিয়েছে তা নিয়ে নেতারা উদ্বিগ্ন।তবে এটি লক্ষণীয় যে কিছু বাসিন্দা ওয়াগনার আসার পরে শনিবার ট্রেনে করে শহর ছেড়ে যায়।

সৌদিতে এবার হজ করতে সবচেয়ে বেশি মানুষ

রিয়াদ (এজেন্সী) ঃ সৌদিতে এবার হজ করবেন ২৫ লাখের বেশি মানুষ। সরকারি কর্মকর্তা জানিয়েছেন, এই বছরই সবচেয়ে বেশি মানুষ হজ করবেন।

রোরবার কাবাঘর তাওয়াফের মধ্যে দিয়ে হজের আনুষ্ঠানিকতা শুরু হয়েছে। সৌদি গেজেট জানিয়েছে, যারা হজ পালন করবেন, তারা রোববার বিকেলে কাবাঘর প্রদক্ষিণ করেন।

সৌদি আরবের হজ ও উমরাহ সংক্রান্ত মন্ত্রণালয়ের তরফে জানানো হয়েছে, এবার রেকর্ড সংখ্যক মানুষ হজ পালন করবেন।

করোনাকালে সীমীতভাবে হজ হয়েছিল। ২০২০ ও ২০২১ সালে বাইরের দেশ থেকে কাউকে হজ করার অনুমতি দেয়া হয়নি। ২০২২ সালে কড়াকড়ি কিছুটা শিথিল করা হয়। ১০ লাখ মানুষকে হজ পালনের অনুমতি দেয়া হয়। এবার হজ হচ্ছে একেবারে স্বাভাবিক সময়ের মতো। বাংলাদেশ থেকে এক লাখ ২২ হাজার ২২১ জন হজ পালন করতে গেছেন।

দ্য ইকনমিক টাইমসের রিপোর্ট বলছে, এবার ভারত থেকে ২২ হাজার মানুষ হজ পালনকরতে গিয়েছেন। চার হাজার ৩১৪জন নারী পুরুষ অবিভাবক ছাড়া হজ করতে যাচ্ছেন। এর মধ্যে দিল্লি থেকে যাচ্ছেন ৩৯ জন।

সৌদি আরব যে তথ্য দিয়েছে, তাতে ৬০ হাজারের বেশি মানুষ পৌঁছেছেন স্থলবন্দর দিয়ে। ছয় হাজারের বেশি মানুষ গেছেন সমুদ্রবন্দর দিয়ে, বাকিরা বিমানে।

রোববার কাবাঘর তাওয়াফের পর তারা তাবুনগরী মিনায় পৌঁছচ্ছেন। সোমবার সারাদিন এবং রাত তারা মিনাতেই কাটাবেন ইবাদতবন্দেগির মধ্যে দিয়ে। আল্লাহর নৈকট্য লাভের আশায় তারা জিকির করবেন, জামাতের সঙ্গে নামাজ পড়বেন।

হজের মূল আনুষ্ঠানিকতার জন্য মঙ্গলবার সকালে তারা জড়ো হবেন প্রায় ৬ কিলোমিটার দূরে বিদায় হজের স্মৃতিবিজড়িত আরাফাতের ময়দানে। সেলাইছাড়া সাদা এক কাপড়ে সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত সেখানে থাকবেন।

মুসলমানদের কাছে পবিত্র এই ভূমিতে যার যার মতো সুবিধাজনক জায়গা বেছে নিয়ে তারা ইবাদত করবেন হজের খুতবা শুনবেন এবং জোহর ও আসরের নামাজ পড়বেন।

আরাফাত থেকে তারা মিনায় ফিরে মঙ্গলবার সন্ধ্যায় মুজদালিফায় মাগরিব ও এশার নামাজ পড়বেন।

বুধবার সকালে মিনায় ফিরে তারা প্রতীকী শয়তানকে লক্ষ্য করে পাথর ছুড়বেন। এরপর কোরবানি দিয়ে ইহরাম ত্যাগ করবেন এবং সবশেষে কাবা শরিফকে প্রদক্ষিণ করে শেষ হবে হজের আনুষ্ঠানিকতা।

প্রাইড মিছিল ঘিরে উত্তাল তুরস্ক

ইস্তাম্বুল (এজেন্সী) ঃ ইস্তাম্বুলে মিছিলের আয়োজন করা হয়েছিল। ৪০ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তুরস্কের ইস্তাম্বুলে রোববার এলজিবিটিকিউ গোষ্ঠীভুক্ত মানুষেরা ইস্তাম্বুলে একত্রিত হন। তার একটি মিছিল করবেন বলে ঠিক ছিল। কিন্তু প্রশাসন তাতে রাজি হয়নি। প্রশাসনের নিষেধ অগ্রাহ্য করে মিছিল করতে গেলে কার্যতখণ্ডযুদ্ধ বেঁধে যায়। ৪০জন বিক্ষোভকারীকে গ্রেপ্তার করা হয়। এর মধ্যে একজনের মাথায় গভীর চোট আছে বলে বিক্ষোভকারীদের দাবি। তুরস্কের সরকার সমকামিতার বিরোধী। এলজিবিটিকিউ আঃেদালনকে তারা গুরুত্ব দেয় না। সম্প্রতি তৃতীয়বারের জন্য দেশের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়েছেন রেচেপ তাইয়েপ এর্দোয়ান। নির্বাচনী প্রচারে তিনি সরাসরি এলজিবিটিকিউ গোষ্ঠীর বিরোধিতা করেছিলেন। এর্দোয়ানের বক্তব্য, এই আন্দোলন দীর্ঘদিন ধরে চলে আসা পরিবারের কাঠামোকে ভেঙে দিচ্ছে। প্রাচীন সংস্কার, মূল্যবোধকে নষ্ট করছে। স্বাভাবিকভাবেই এর্দোয়ানেরএই অভিমতের সঙ্গে সহমত নন এলজিবিটিকিউ গোষ্ঠী এবং আন্দোলনকারীরা। তারা দীর্ঘদিন ধরেই নিজেদের অধিকারের লড়াই চালাচ্ছেন তুরস্কে। সেই আন্দোলনের সূত্র ধরেই রোববার ইস্তাম্বুলে একত্রিত হয়েছিলেন তারা। লক্ষ্য ছিল একটি মিছিলের আয়োজন করা। বস্তুত, জুন প্রাইড মাস হিসেবে ধরা হয়। গোটা বিশ্বেই বিভিন্ন শহরে প্রাইড মার্চ হচ্ছে। কিন্তু ইস্তাম্বুলে প্রাইড মার্চের আয়োজন শেষপর্যন্ত ভেস্তে যায়। পুলিশ রীতিমতো লাঠিচার্জ করে আয়োজকদের উপর। তখনই একজন আহত হন। আটক ৪০ জনকে কবে ছাড়া হবে, তা স্পষ্ট নয়।